দেশপ্রাণ শাসমল

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

প্রাপ্তিস্থান—

দি সেণ্ট্রাল বুক্ এজেন্সী

১৪, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা

৩, প্রতাপ চ্যাটার্জ্জী লেন,
কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। 'দত্তা'-পরিচয় ···॥০

২। শরৎ-সাহিত্যে নারী···১॥০

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৫

দুই টাকা আট আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

তমলুকের প্রবীণ জননায়ক,

লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী,

পরম-শ্রদ্ধাভাজন,

উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি

মহাশয়ের শ্রীচরণে।

নিবেদন

বীরেন্দ্রনাথ বিরাট। তাঁহার গৌরব-সমুজ্জ্বল, কর্ম্মবহুল জীবন পুস্তকের সাহায্যে আলোচনা করা আমার মত দীন সাহিত্য-সেবকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। আমা অপেক্ষা অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন যে সব ব্যক্তির এ দিকে অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল তাঁহার.. বীরেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দীর্ঘ চারি বৎসর অতীত হইলেও, এক প্রকার নীরব দেখিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এই গ্রন্থখানিকে দেশপ্রাণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখনের উপযুক্ত উপাদানসমূহ আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা আমার জ্ঞান-গোচর হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন জীবনী লিখিবার সুবিধার পক্ষে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া বীরবরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা—এই পুস্তক রচনার অন্যতম অভিপ্রায়।

এই গ্রন্থ রচনায় যাহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন প্রুফ কপি সংশোধনের অসুবিধা হেতু এবং মুদ্রাকরের অমনোযোগিতা দোষে এই পুস্তকে কিছু কিছু ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। সহৃদয় সুধী পাঠক সেগুলি মার্জ্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে যে বিষয়ে যে ভ্রান্তি দৃষ্ট হইবে তাহা পাঠকগণ সানুগ্রহে লিখিয়া জানাইলে সুখী হইব।

চৈত্র, ১৩৪৫
কলিকাতা } শ্রীপ্রমথনাথ পাল

সূচী

বিষয়

১। সূচনা ... ৯

২। প্রথম পরিচ্ছেদ ... ১৩

জন্মস্থান ১৩, বংশ পরিচয় ১৫, জন্ম ও শিক্ষা ১৮, বিলাত যাত্রা ২৩, আমেরিকা ভ্রমণ ২৫।

৩। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ... ২৮

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ২৮, আইন ব্যবসায় আরম্ভ ২৮, মেদিনীপুর প্লাবন ২৯, মেদিনীপুর জেলা বিভাগের প্রস্তাব ৩০।

৪। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ... ৩২

অসহযোগ আন্দোলন ৩২, আইন ব্যবসায় ত্যাগ ৩৭, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষপদে নিয়োগ ৩৮, কোষাধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ ৩৮, অসহযোগ প্রচার ৩৯।

৫। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ... ৪২

ইউনিয়ন বোর্ড ৪২, বরিশাল কন্‌ফারেন্স্‌ ৪২।

৬। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ... ৫৬

কংগ্রেসের সম্পাদকতা ৫৬, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ৫৭, ভারতব্যাপী হরতাল ৬১।

৭। **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ** ... ৬৩
গ্রেপ্তার ৬৩, বিচার ৬৪, কারাদণ্ড ৮২, মুক্তিলাভ ৮২।

৮। **সপ্তম পরিচ্ছেদ** ... ৮৪
স্বরাজ্যদল ৮৪, ফর্‌ওয়ার্ড্ কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ৮৫, দলের নিয়মাবলী ৮৫।

৯। **অষ্টম পরিচ্ছেদ** ... ৯০
মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ৯০, গুড্ সাহেবের পত্র ৯০, জেলাবোর্ডে বীরেন্দ্রনাথের কার্য্যাবলী ৯৩, গ্রেহাম সাহেবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ৯৬।

১০। **নবম পরিচ্ছেদ** ... ১০৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ১০৩, চিত্তরঞ্জনের অনুকূলে আসন ত্যাগ ১০৩, ফর্‌ওয়ার্ডের সম্পর্ক ত্যাগ ১০৫, কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদ লইয়া গোলমাল ১০৬।

১১। **দশম পরিচ্ছেদ** ... ১১৫
বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্ব ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান ১০৫, চিত্তরঞ্জনের পত্র ১১৬, পুনরায় আইন ব্যবসায় ১১৭, স্বরাজ্য দলের সদস্য পদ ও আইন সভার সদস্য-পদ ত্যাগ ১১৭, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে সমর্থন ১১৮, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনে সভাপতি-পদে নির্ব্বাচন

১১৮, সভাপতি-পদ প্রত্যাখ্যান ১১৯, চিত্তরঞ্জনের দেহত্যাগ ১২০, বাংলার নেতৃত্ব ব্যাপারে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ ১২০, আইন সভায় প্রজাস্বত্ব বিল আলোচনা ১২৩।

১২। **একাদশ পরিচ্ছেদ** ... ১২৪

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন ১২৪, কুক্ সাহেবের পত্র ১২৬, শাসমলের উত্তর ১২৮, তুলসীচরণ গোস্বামীর পত্রাবলী ১৩০, মতিলালের পত্র ১৩৯।

১৩। **দ্বাদশ পরিচ্ছেদ** ... ১৪৫

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশন ১৪৫, সভাপতির অভিভাষণ ১৪৭, শাসমলের উপর অনাস্থা ১৫৭, বাংলা কংগ্রেসের মজা ১৫৮।

১৪। **ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ** ... ১৫৯

মেদিনীপুর প্লাবন ১৫৯, আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচন ১৬০, শাসমলের পরাজয় ১৬৩, কংগ্রেসের সম্পাদকতা ১৬৩, শাসমলের উপর দ্বিতীয় বার অনাস্থা ১৬৬।

১৫। **চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ** ... ১৬৭

আইন অমান্য আন্দোলন ১৬৭, তদন্ত কমিটি ১৬৭, শাসমলের উপর ১৪৪ ধারা জারি ১৬৯, ১৪৪ ধারা বাতিল ১৭৩।

১৬। **পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ** ... ১৭৫
মেদিনীপুর-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন ১৭৫, মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে যুক্তি ১৮০, ভাষা কি ১৮৪, বি, এল মিশ্রের পত্র ১৮৮, জবাব ১৯০।

১৭। **ষোড়শ পরিচ্ছেদ** ... ১৯৫
চট্টগ্রাম হাঙ্গামা ১৯৫, চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬।

১৮। **সপ্তদশ পরিচ্ছেদ** ... ১৯৯
কলিকাতা কর্পোরেশনে বীরেন্দ্রনাথ ১৯৯, কর্পোরেশন দমন বিল আলোচনা ২০০। মেয়র নির্ব্বাচন ২০০।

১৯। **অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ** ... ২০২
মালব্যজী ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে কথোপকথন ২০৪, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ২০৮, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন ২১১।

২০। **ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ** ... ২১১
মহাপ্রস্থান ২১১

২১। **বিংশ পরিচ্ছেদ** ... ২১৮
বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ২১৯, বীরেন্দ্র-চরিত ২২০, বীরেন্দ্র ও বিদ্যাসাগর ২২৪, শাসমলের প্রতিভা ২২৮, শাসমলের তিরোধানের পরবর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা ২৩১।

দেশপ্রাণ শাসমল-

চিরোন্নত-শির পুরুষ-সিংহ

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

জন্ম—১২৮৮ সাল, ৯ই কার্ত্তিক, শনিবার

মৃত্যু—১৩৪১ সাল, ৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।
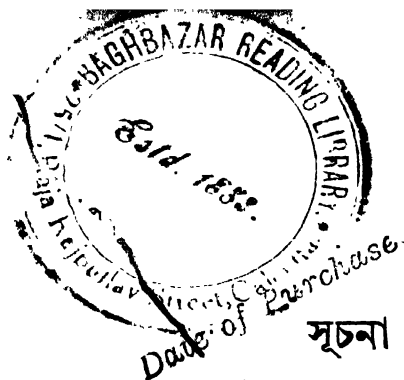
সূচনা

আজ হইতে ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বীরভূমি পুণ্যভূমি মেদিনীপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে মাতা, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ভগিনী, আত্মীয়বর্গ, গুরু-পুরোহিত ও অন্যান্য বহুজনসমক্ষে এক একবিংশতি-বর্ষবয়স্ক যুবক কিছুদিনের জন্য জন্মভূমি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে নিম্নলিখিত প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলেন।

"পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তা জননী ঠাকুরাণী, সংসার-সুহৃদ্-শ্রেষ্ঠ পূজনীয় অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ, পূজ্যবর আচার্য্য এবং গুরু-জনগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মসুহৃদ্গণ,—

অদ্য আমার ইউরোপ গমনোদ্যোগের সহায়তা, সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া আমার কল্যাণ কামনায় আপনারা যে জগৎপিতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন এবং স্নেহ-পরবশ হৃদয়ে আমাকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। প্রবাসকালে প্রতিদিন সে সকল স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্ হইব। আপনাদিগের সমক্ষে, সর্ব্ব-সাক্ষী ভগবানের দিকে চিত্ত নিবেশিত করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে :—

১। সর্ব্বদা পরমেশ্বরকেই আমার পরম সহায়, পরমাত্মীয়, পরম বিধাতা এবং জীবনের সর্ব্বপ্রকার-উন্নতিদাতা বলিয়া স্মরণ রাখিব এবং ধর্ম্মবলই শ্রেষ্ঠতম এবং নিশ্চিত বল জানিয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের ও বিবেকের আদেশানুসরণে চেষ্টিত থাকিব। সকল কার্য্যেরই অগ্রে ভগবান্‌কে স্মরণ করিব এবং প্রতিদিন তাঁহার অভিপ্রেত পথে চলিতে পারি কি না তাহা লক্ষ্য করিব।

২। অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমি সর্ব্বদা আমার নিয়মিত এবং অভিপ্রেত অধ্যয়নে মনোযোগী হইব, এবং যাহাতে আইনশিক্ষায় যথোচিত উন্নতিলাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপ রাখিব। অন্যান্য যে সকল আনুসঙ্গিক অধ্যয়নাদি করিতে পারি, তাহা অবসর কালে করিব। কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রধান লক্ষ্য বিস্মৃত হইব না।

৩। আমার চরিত্র সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল রাখিয়া যথাসাধ্য তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব। চরিত্রবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সাধু ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিব না, এবং অসচ্চরিত্র, বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের সহিত সংসর্গ করিব না।

৪। কোন সমাজে কোনও প্রকার লোকের সংসর্গের অনুরোধে বা নিজের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় কখনও মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না। ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধুচরিত্র, ধর্ম্মবন্ধু ও চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতীত দেহরক্ষার ছল করিয়া কোনও আকারে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

৫। ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে

সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা-ও লোভ-পরিবর্জ্জিত-ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার ও পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করিব, এবং এ সকল বিষয়ে বিলাসিতা ও ভোগলিপ্সা সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্জ্জন করিয়া সংযম অবলম্বন করিব।

৬। ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মবন্ধুগণের গৃহে ভিন্ন কোন প্রকারে স্ত্রী-জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিব না। কিন্তু স্ত্রী-জাতির প্রতি সর্ব্বদা মাতৃবৎ শ্রদ্ধা-ও পবিত্রতাপূর্ণভাবে দৃষ্টি করিব; এবং যথোচিত সম্মান-সহকারে ব্যবহারাদি করিব। ইউরোপের কোন রমণীর পাণি-গ্রহণের অভিলাষ আদৌ মনে স্থান দিব না।

৭। আমার বৈষয়িক অবস্থা স্মরণ রাখিয়া সকল বিষয়েই পরিমিতব্যয়ী এবং পরিমিতাচারী হইয়া চলিব। যে পরিমাণ ব্যয়ের ব্যবস্থা আমি এখান হইতে করিয়া যাইতেছি, প্রাণরক্ষার প্রয়োজন ভিন্ন এবং অভিলষিত বিদ্যালাভের আবশ্যক না হইলে তদপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া সংসারের ঋণদায় বৃদ্ধি করিব না এবং কাহারও অন্তঃকরণে ক্লেশ দিব না।

৮। আমার বর্ত্তমান এই পরিবারবর্গের, এই সংসারের, আত্মীয়-স্বজনগণের এবং স্বদেশের কল্যাণ-ও উন্নতিসাধনের জন্যই আমি ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতেছি এবং ইহাদের সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য থাকিবে। স্বয়ং এ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া বিদেশীয় ধরণে জীবন যাপন করিব না।

৯। উপরি উল্লিখিত লক্ষ্য সাধনের জন্য সৎসংসর্গ, অধ্যয়ন, অভ্যাস বা অন্য যে কোন সাধনের প্রয়োজন হইবে, এবং যে সকল দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের প্রয়োজন

হইবে কায়মনোবাক্যে তাহা সাধনে যত্নবান্ থাকিব। চরিত্রের নির্ম্মলতা, আলাপ ব্যবহারাদির বিশুদ্ধতা ও উন্নত আদর্শে যাহাতে জাতীয় চরিত্র বিদেশবাসিগণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে, ভারতের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে, বংশের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টা সর্ব্বদাই করিব।

এই সকল মহৎ ভাব, উচ্চ ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি বিদেশে যাইতেছি। ভগবানের সহায়তা এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষাই আমার সম্বল। আপনারা আমার সর্ব্বপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করিয়া এবং বিস্মৃত হইয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনাদিগের আশা-ও উপদেশানুযায়ী জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

দুর্ব্বলের বল, পরম সহায়, স্বদেশ-বিদেশের পরমবন্ধু, সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমার সহায় হউন এবং আমাকে সুপথে রক্ষা করুন। তিনি সকলের কুশল বিধান করুন এই প্রার্থনা করিতেছি।

ওঁ তৎ সৎ হরি ওঁ

যে সত্যনিষ্ঠ বীরযুবক এই প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা সরলচিত্তে পাঠ করিয়াছিলেন এবং জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিয়াছিলেন তিনি আমাদের **দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল**।

দেশপ্রাণ শাসমল

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মস্থান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি পুণ্যভূমি মেদিনীপুর জেলা বীর-প্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত। মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ তাহাদের স্বাধীনচিত্ততার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ঐতিহাসিকমাত্রেই অবগত আছেন, ভারতবর্ষে একমাত্র মেদিনীপুর আপনার স্বাধীনতা সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলের শেষে বিদেশীয় রাজের অধীন হয়। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত, ময়নাগড়, তুর্কাগড় প্রভৃতি প্রাচীন-কীর্ত্তি-সম্বলিত স্থান আজও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আকর্ষণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষের পীঠস্থানগুলির অন্যতম।* প্রত্যেক স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসী অগ্রণী হইয়াছে।

---

* এখানে সতীর বামপদের গুল্ফ পতিত হইয়াছিল। সতী বা প্রকৃতি সৎ বা চিরন্তনের নাভিদেশে দক্ষিণপদ রাখিয়া বামপদে সেই চির বা কালের তাল রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। তাহা হইলে দেখা যায়, মেদিনীপুর প্রগতির ছন্দময়তা রক্ষা করে। অন্ততঃ ভারতের পক্ষে তাহা কথঞ্চিৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অদূরে তাহা প্রস্ফুট হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ স্বভাব-সিদ্ধ স্বাধীনতা-প্রিয়তার সঙ্গে সেই আন্দোলনকে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং সেজন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতে কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় নাই। ১৯২০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, তখন মেদিনীপুর জেলা অগ্রণী হইয়াছে এবং অহিংস অসহযোগ বলিতে সত্যই কি বুঝায় মেদিনীপুরবাসীই প্রথম তাহার পরিচয় দিয়াছে। তারপর আবার যখন ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন মেদিনীপুর জেলা, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ, ক্লেশস্বীকার ও স্বাধীন-চিত্ততার মহিমায় বর্ত্তমান ভারতের যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক প্রশংসার যোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের সুধী সেবকগণের নিকট মেদিনীপুরের কথা সুপরিচিত। এই মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় অবস্থানকালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর গ্রন্থ 'কপালকুণ্ডলা' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরবাসী প্রতি বৎসর কাঁথিতে 'বঙ্কিম মেলার' অনুষ্ঠান করিয়া মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। এই কাঁথি মহকুমার কাজলাগড় নামক স্থানে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন চাকুরী-সূত্রে বাস করেন এবং তাঁহার বহু বিখ্যাত গান এইস্থানে বকুলবৃক্ষশোভিত এক পুষ্করিণীর তটে বসিয়া রচনা করেন। কাঁথিবাসী কাজলাগড়ে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতি বৎসর কবিবরের উদ্দেশে

দেশপ্রাণ শাসমল—

বীরেন্দ্র-জননী ৺আনন্দময়ী দেবী

তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কাঁথিবাসী যোগ্যের সমাদর করিতে জানে। এই কাঁথিতেই আমাদের দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

বংশ পরিচয়

দেশপ্রাণ প্রায় সকলের নিকট 'শাসমল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুরা নাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনি জীবনে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি তাঁহার 'বীরেন্দ্র' এই নাম ও 'শাসমল' এই উপাধি উভয়েরই সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 'বীরেন্দ্র' শব্দের অর্থ যে বীরশ্রেষ্ঠ সে কথা কাহারও নিকট বলিবার আর প্রয়োজন নাই। তবে 'শাসমল' শব্দের সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। বীরেন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণ সভায় খ্যাতনামা বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছিলেন,—'সাহসমল' কথা মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে এবং সেখানে 'সাহসমল' উপাধিধারী এক সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় এখনও আছেন। এই বিশেষ ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায় সাহসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'সাহসমল' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।" বাহুবলে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মেদিনীপুরের ময়নাগড়ের রাজগণের 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি হইয়াছে। 'সাহসমল' উপাধিও গুণানুসারে প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে, কোনও রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই 'সাহসমল' উপাধিধারী ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়া-

ছিলেন এবং স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাদের 'সাহসমল উপাধি রূপান্তরিত হইয়া কালে 'শাসমল' এই উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। আরও শুনা গিয়াছ যে, বীরেন্দ্রনাথ একবার কার্য্যব্যপদেশে মহারাষ্ট্র প্রদেশে গিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে তখন তাঁহার 'শাসমল' পদবীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে মারাঠী বলিয়া মনে করিয়াছিল। 'শাসমল' শব্দটা যেন অনেকটা মারাঠি রকমের। যাহা হউক, বীরেন্দ্রনাথ যে সত্যই ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার জীবন-কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাইব।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলার' পটভূমি দরিয়াপুরের অনতিদূরে চণ্ডীভেটী নামে একখানি গ্রাম আছে। প্রাচীনকাল হইতে এই চণ্ডীভেটী গ্রামের 'শাসমল' পরিবার কাঁথি অঞ্চলে প্রতাপশালী জমিদার বলিয়া খ্যাত। মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানে ও সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ও জমিজমা আছে। এই প্রাচীন জমিদার বংশ কয়েকটী বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁহাদের তেজস্বিতা সর্ব্বজন-সুপরিচিত। তেজস্বী হইলেও তাঁহারা কদাপি প্রজাপীড়ন করিতেন না। যোগ্য ব্যক্তির গুণের যথোপযুক্ত সমাদর করিতেন, দেশের যে কোন মঙ্গলজনক কার্য্যে অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন ও অর্থ সাহায্য করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃ-পিতামহের বহুগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশেরই করুণাকর শাসমল (বীরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ) মেটিয়াবুরুজে ভাঙ্গা জাহাজের কন্‌ট্রাক্ট্ লইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

করুণাকর শাসমল মহাশয় জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত। তিনি বহুলোককে টাকা কর্জ্জ দিতেন। একবার অনেকগুলি দরিদ্র দেনাদারকে তিনি প্রায় ৫০ হাজার টাকা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে তীর্থস্থানে যাতায়াতের জন্য রেলগাড়ীর ব্যবস্থা হয় নাই। করুণাকর পদব্রজে বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং বৃন্দাবনে দেবমন্দির ও পান্থশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও শাসমল বংশের গুণগরিমার পরিচয় ঘোষণা করিতেছে।

করুণাকরের অন্যতম পৌত্র রামধন (বীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত) ও রামধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্রও কৃতী পুরুষ ছিলেন। রামধন কাঁথি কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কাঁথির মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কাঁথিতে যখন লোক্যাল বোর্ড প্রবর্ত্তিত হয় নাই তখন তিনি রোড্‌সেস্ কমিটির সর্ব্বপ্রথম সভ্য নিযুক্ত হন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার খুব লক্ষ্য ছিল। কাঁথিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তিনি নিজ বাটীতে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইহাই মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ইঁহারই চেষ্টায় চণ্ডীভেটী গ্রামে পোষ্টাফিস্ ও একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্রও কাঁথি কোর্টের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল ছিলেন। ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার

বিশেষ অধিকার ছিল। ভারতের প্রথম র‍্যাঙ্‌লার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু রমেশচন্দ্রের গভীর আইন জ্ঞানের সমাদর করিতেন। তিনি রমেশচন্দ্রকে ব্যারিষ্টারী পড়িবার উপদেশ দেন। কিন্তু মাতার সম্মতি না পাওয়ায় রমেশচন্দ্রের বিলাতযাত্রা সম্ভব হয় নাই।

জন্ম ও শিক্ষা

রামধনের মধ্যম ভ্রাতার নাম ৺বিশ্বম্ভর শাসমল। বিশ্বম্ভরেব তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র, মধ্যম বীরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র নাথ। বিপিনচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ কাঁথিতে থাকিয়া বিষয়সম্পত্তি চালনা করেন। আর বীরেন্দ্রনাথই আমাদের 'দেশপ্রাণ' শাসমল। বীরেন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালে ৯ই কার্ত্তিক শনিবার চণ্ডীভেটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় জ্যেষ্ঠতাত রামধন শাসমল বলিয়াছিলেন—এই শিশু একজন প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা পুরুষ হইয়া আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোত্‌লা * ছিলেন। সেইজন্য একটু বেশী বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু লেখা-পড়া ব্যতীত তিনি গৃহেই বহুবিধ সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে বড়ই দুর্দ্দান্ত ও এক-গুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কাহাকেও বড় একটা ভয় করিয়া

* তোত্‌লার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অজ্ঞাত মনের পরিচয় এই যে, ভাষায় প্রকাশকালীন ভাবের আকস্মিকতা শৈশবের এই তোত্‌লামিতে প্রকাশ পায়। শিশু বীরেন্দ্রনাথ ভাব-প্রকাশ অপেক্ষা ভাবাধিক্যকাতর।

চলিতেন না। স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি এক প্রকার সর্দ্দার ছিলেন। সহপাঠিগণ তাঁহার কথা প্রায়ই মানিয়া চলিতেন।

বীরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই শাসমল-পরিবারে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই বংশের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাসমল প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত-ভাবে শাসমল পরিবারের চণ্ডীভেটীর বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসব সম্পন্ন হইত। বীরেন্দ্র নাথের পিতৃদেব ৺বিশ্বম্ভর শাসমল মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্পর্শে বীরেন্দ্রনাথও স্বাধীন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। এইভাবে বীরেন্দ্র-নাথের অন্তরে সহজাত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি বাল্যেই অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায়।

বীরেন্দ্রনাথ ১১।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যা-শিক্ষা করেন। তারপর তিনি কাঁথি গমন করেন এবং সেখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কাঁথিতে তাঁহাদের একখানি নিজস্ব অট্টালিকা ছিল। সেইখানে থাকিয়াই বীরেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য তারকগোপাল ঘোষ প্রধান শিক্ষক ও আচার্য্য শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বহুগুণের আধার ছিলেন। বালকগণ যাহাতে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে এইদিকে তাঁহারা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। এই শিক্ষকগণের সান্নিধ্য ও শিক্ষা লাভ করিয়া বীরেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে অঙ্কুরিত স্বাধীনতা-বৃত্তি, স্বাধীন চিন্তা ও জীবনে

বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধনে আর যে একটী জিনিষ বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্ব হইতেই বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের নামে দেশ প্লাবিত। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ একবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়'ছিলেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথই বালক বীরেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিলেন। কি করিয়া তিনিও একদিন সুরেন্দ্রনাথের মত বক্তৃতা দিতে পারিবেন, কি ভাবে তিনিও একদিন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবেন, বাল্যকাল হইতে তিনি এই স্বপ্ন দেখিতেন। সেইজন্য তিনি ইংরেজী ও ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করিতেন। আর সুরেন্দ্রনাথের পুস্তক ও বক্তৃতাদি অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

বীরেন্দ্রনাথ ক্লাসের বিধিবদ্ধ লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু তিনি ইতিহাস-ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। ইংরেজী ও বাংলা রচনায় তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল। তিনি পদ্যও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী পদ্য তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'সাহিত্য'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র হইলেও সকল শ্রেণীর বালকের সহিত অবাধভাবে মিশিতেন। তিনি প্রকৃতই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বন্ধুর বিপদের সময় তিনি পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয়ে কদাপি কাতর হন নাই। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বহু গরীব ছেলেকে অর্থ, পুস্তক ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। তিনি বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া

দেশপ্রাণ শাসমল-

কলেজের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ

আমোদ-আনন্দ করিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে এবং মধ্যে মধ্যে জুনপুটের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাংলায় বন্ধুগণসহ বনভোজনের আয়োজন করিতেন এবং সমূহ ব্যয় নিজে বহন করিতেন। তাঁহার মাতাপিতা ও বড় দাদা ইহাতে খুব খুসী হইতেন।

কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে বীরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। কাঁথি হাইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে (তৎকালে বিদ্যাসাগর কলেজের 'মেট্রোপলিটন্ কলেজ' নাম ছিল) প্রবেশ লাভ করেন। সে সময় কলেজ ক্লাসে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল না। বর্ত্তমান সময়ের আই, এ ও আই, এস্, সির পরিবর্ত্তে এফ, এ পড়ান হইত। কলেজে অধ্যয়নকালে বীরেন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটী ঘটনা ঘটে যাহা হইতে তাঁহার কুসংস্কারমুক্ত নির্ম্মল চরিত্রের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্পর্শে ছেলেবেলায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, বা তাঁহাদের বংশের স্বাভাবিক উদারতা গুণেই হউক, বীরেন্দ্রনাথ কখনও জাতিভেদ মানিতেন না। অস্পৃশ্যতা তাঁহার অজ্ঞাতই ছিল। তখনও মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যে মেসে কয়েকজন তথাকথিত উন্নত ও তথাকথিত অনুন্নত ছাত্রের সহিত বাস করিতেন, একদিন সেই মেসে একজন তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের অভিভাবক আসেন এবং মেসে সব শ্রেণীর ছাত্রদের একত্র

বসিয়া আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হন এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রদিগকে একসঙ্গে লইয়া ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করেন। ইহা শুনিয়া আবাল্য তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তথাকথিত উন্নত শ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রাবাস ত্যাগ করিলেও তিনি তথাকথিত অনুন্নত ছাত্রদের সহিত ছাত্রাবাসে বাস করিবেন এবং একসঙ্গে বসিয়াই আহার করিবেন। ইহার পর আর কেহই ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে সাহস করেন নাই। বীরেন্দ্রনাথের নিজ বাড়ীতে কয়েকজন বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু জাতিগত পার্থক্যানুসারে কখনও তাঁহাদের পানভোজনের ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। বীরেন্দ্রনাথের মাতৃদেবীও অস্পৃশ্যতা মানিয়া চলিতেন না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছোট ছেলেদের মনকে প্রথম হইতে প্রস্তত করিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ "ছোটদের জ্ঞানোদয়" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে তিনি তাহার মুদ্রণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নেতার আসন লাভ করা বীরেন্দ্রনাথের জীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে। ইহা তাঁহারই প্রাপ্য। দেশের সেবা করিয়া নেতার আসন লাভ করাই প্রকৃত নেতা হওয়া।

ছাত্রাবস্থা হইতেই বীরেন্দ্রনাথ দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার কংগ্রেসে যোগদান। ১৯০১ সালে যখন তিনি কলেজের ছাত্র তখন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার

সম্পাদক ৺নরেন্দ্র নাথ সেন সেই অধিবেশনের সভাপতি এবং মেদিনীপুরের উকীল ৺কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ছিলেন এবং ঐ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে তিনি মেদিনীপুর জেলা হইতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই কলিকাতায় ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। স্বর্গীয় দীনশা ওয়াচা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ অধি-বেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন এবং মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায়, কংগ্রেসের সহিত বীরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক বহু দিনের।

বিলাত যাত্রা

বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর বীরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজে যোগদান করেন। তখন স্যর স্যুরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যাপনা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও অধ্যাপনা শ্রবণ করিয়া আপনাকে দেশহিতকর কার্য্যে গঠিত করিয়া তুলিবেন—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই বীরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁহার মনে ইংলণ্ডগমনের বাসনা জাগে। তিনি তখন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উত্তম আইন-জ্ঞান না থাকিলে দেশের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করিবার পক্ষে অনেক

বাধা আসে। এই সময় ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নের সঙ্কল্প তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তখনও কাঁথি মহকুমার কেহ বিলাত গমন করেন নাই। বিলাতযাত্রায় বীরেন্দ্রনাথের মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির কিছুমাত্র সম্মতি ছিল না। সেই জন্য তিনি একদিন হঠাৎ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ ভারতের টিউটিকোরিনে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনচন্দ্রকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। বিপিনচন্দ্র ও মাতা আনন্দময়ী তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন পরে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। বীরেন্দ্রনাথের আর এফ, এ পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। বীরেন্দ্রনাথ বিলাতে মিড্‌ল্ টেম্প্‌ল্এ (Middle Temple) ভর্ত্তি হন এবং তিন বৎসর আইন অধ্যয়ন করিয়া যথাসময়ে তথা হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন।

বিলাতে অধ্যয়ন কালে ও পরবর্ত্তী জীবনে বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব-লিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে বীরেন্দ্রনাথ কখনও ইচ্ছা করিয়া এক দিনের জন্যও সিনেমা-থিয়েটার দেখিতে যান নাই। বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। ডাঃ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র একসঙ্গে বিলাতে থাকিতেন। ডাঃ ঘোষ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ডাঃ ঘোষ বলেন,—"বিলাতে

দেশপ্রাণ শাসমল—
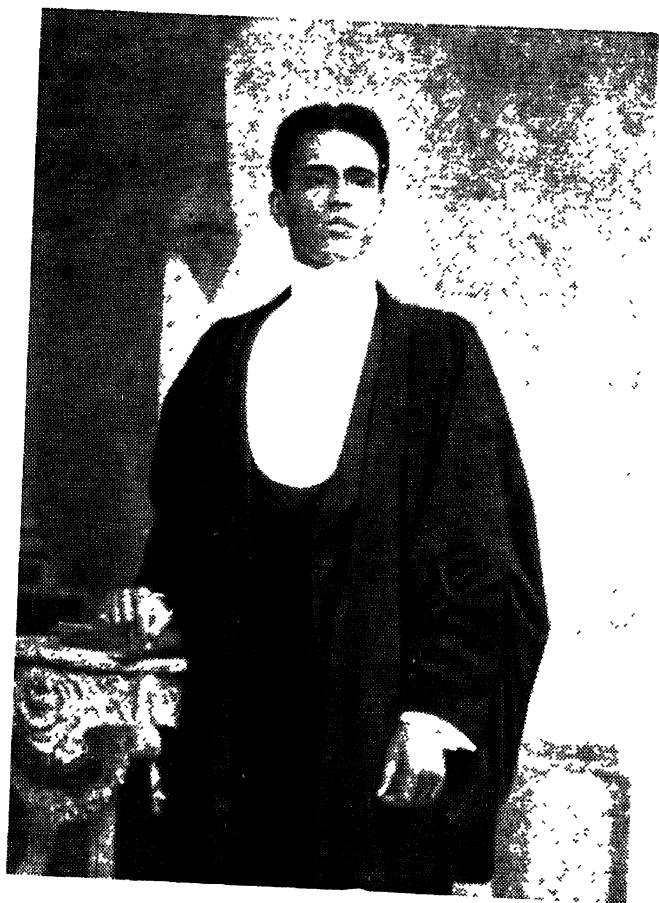
বিলাতে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

অবস্থানকালে অনেক যুবককে সেখানে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মত এমন নির্ম্মলভাবে জীবন যাপন করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। সর্ব্ব-প্রকার অপবিত্রতা, কুটিলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও কিসে ভারতের পরাধীনতার মোচন হয় এই আলোচনা লইয়া কাল যাপন করিতেন। একদিন বাসার কয়েকজন যুবক ছল করিয়া বীরেন্দ্র-নাথকে ভুলাইয়া সিনেমা-গৃহে লইয়া যায়। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং কয়েকদিন পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর আবার আমার মধ্যস্থতায় মনোমালিন্য দূর হয়। বীরেন্দ্রনাথ সকলের সহিত অতি সরল ও মধুব ব্যবহার করিতেন। যৌবনে আমার সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় তাহা আমরণ দৃঢ়ভাবে অক্ষুন্ন ছিল।"

বীরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিলাত হইতে আমেরিকা ভ্রমণ করিতে যান। তিনি সেখানে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ তাঁহার নিজের কথায় এখানে বিবৃত করিতেছি।

"সে আজ প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়্‌তে পড়্‌তে মাস কয়েকের জন্য একবার যুক্তরাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্ক সহরে তখন 'আউট্‌ লুক্‌' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরুত। আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে সময় মিঃ হ্যামিল্টন্‌, ডব্লিউ, মেবী তার সম্পাদক ছিলেন। মিঃ মেবীর সঙ্গে নিউইয়র্কের অথার্স্‌ ক্লাবে বা লেখক সমিতিতে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি একদিন তাঁর পঞ্চম য়্যাভিনিউর বাড়ীতে আমাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সবে মাত্র

তাঁর বস্‌বার ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে সুরু করেছি এমন সময় তাঁর একজন চাকর আমাদের জন্য চা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। মিঃ মেবী তৎক্ষণাৎ আমাকে অতি সহজ-ও সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মিঃ শাসমল, আপনার সঙ্গে আমার পোর্টারের (চাকরের) পরিচয় করিয়ে দিব কি? আমি এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একটু অপ্রতিভ হলেও মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ভদ্রোচিত 'নিশ্চয়ই' বলে মিঃ মেবীর চাকরের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। সে লোকটি তার প্রভুর সম্মুখেই তাঁর পাশের একখানা চেয়ারে বসে পড়েছিল। তার সঙ্গে গোটা কতক কথা হবার পর সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন মেবী হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন, মিঃ শাসমল, আমার ব্যবহারে বোধ হয় আপনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। তা' হবারই কথা, কারণ—আমি শুনেছি, আপনি যে দেশ থেকে আস্‌ছেন, সে দেশে মানুষের কাজের ভালমন্দ অনুসারেই মানুষকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা হয়। এমন কি, আপনাদের দেশে নাকি যে এক পুরুষ মেথরের কাজ করে তার বংশের আর কেউ কখনো ব্রাহ্মণ হতে পারে না। আমাদের এদেশে কিন্তু আমরা সকলে সকল কাজকেই আনন্দদায়ক এবং গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে থাকি। এদেশে আজ যে মুচির কাজ কর্‌ছে, সে ভাল লোক হলে কাল এদেশের প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। আপনি বোধ হয় এব্রাহিম লিঙ্ক্‌লনের জীবন-চরিত পড়েছেন। আমি আপনাকে জোর করে বল্‌তে পারি, আমার পোর্টারের মত একজন সৎলোক কোন দেশেই সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায়

না। সুতরাং আপনার সঙ্গে কেন, পৃথিবীর যে কোন সম্রাট সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তার পরিচিত হবার অধিকার আছে।”

“দু'লক্ষ খানা বই পড়্‌লে আমার যে জ্ঞান হতো না, আজ এই একটি সামান্য ঘটনায় আমার সেই জ্ঞান হয়েছিল। আমি মনে মনে স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম—আমরা এতদিন ধরে কেবল কাগজেই মরে এসেছি এবং কলমেই কেঁদেছি, কিন্তু প্রকৃত ডেমোক্র্যাসির প্রতি আমাদের কারও যে হৃদয়ের খুব অনুরাগ আছে, এমন মনে হয় না। আমাদের অনেকের বিশ্বাস আছে, বই পড়ে ডেমোক্র্যাট্‌ হওয়া যায়। আমাদের সে বিশ্বাসকে আজ এই জাতি গঠনের দিনে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য বিদায় দিতে হবে। আমরা যখন আমাদিগকেই কোন কালে ভাল করে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তখন আমরা আমাদেরই লেখা পড়ে কি ক'রে যে মানুষ হবো তা' আমার সাধ্য-সাধনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আমরা যদি আমাদের ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে একেবারে দীনহীন কাঙ্গালের মত হারিয়ে ফেল্‌তে পারি, তবেই সে বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়ে এমন এক বিরাট প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে যে, তার কাছে যুগ-যুগান্তরের অন্ধবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা চিরদিনের জন্য কোথায় পালিয়ে যাবে।” যুক্তরাজ্য হইতে ইংলণ্ডে ফিরিবার পর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও কর্ম্মক্ষেত্র

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর যান এবং তথায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তখন তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে। মেদিনীপুরে অবস্থান কালে তিনি প্রায় সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে জেলাবোর্ড ও সদর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এখানেও তিনি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সময় দেশে স্বদেশী অন্দোলনের ধূম পড়িয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল—বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও সেই সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার। বীরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনেও কিছুমাত্র পশ্চাতে ছিলেন না। তিনি আপনার অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা লইয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত জোরের সহিত স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার কার্য্য চালন করিয়াছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার হিতকর ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহ.র কার্য্যগুণে তিনি অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হন। মেদিনীপুরবাসী সেই দিন হইতে তাঁহাকে

দেশপ্রাণ শাসমল—

বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

চিনিতে পারে। ১৯০৬ সালে মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। বলা বাহুল্য, শাসমলই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন, মেদিনীপুর জেলার একজন প্রতিনিধিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের এই সম্মেলনে রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দেয় তাহাই পরে স্বরাট কংগ্রেসে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠে।

মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথের ব্যবসায় বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। একজন নিপুণ ব্যারিষ্টার বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমনি সময়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন এবং হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। এখানেও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠিল।

১৯১৩ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় প্রবল বন্যা হয়। তাহাতে বহু ঘরবাড়ী ভাসিয়া যায়, গো মহিষাদি অনেক গৃহপালিত জন্তুর প্রাণহানি হয়। ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দেশবাসীর আর দুঃখের অবধি ছিল না। আর্ত্তের বেদনা, পীড়িতের কাতরধ্বনি চিরদিন বীরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করিত! বীরেন্দ্রনাথ এই সময় সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলে গমন করেন এবং কর্ম্মীদল গঠন করিয়া সেবাকার্য্য চালাইতে থাকেন। বীরেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, নিজে বড় আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু তিনি দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য আপনার সুখশান্তি ভুলিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কর্দ্দমাক্ত

পথে পদব্রজে দীর্ঘ রাস্তা গমন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার মন যে সর্ব্বদা দেশের জনসাধারণের দুঃখের দিকে চাহিয়া থাকিত। তিনি নিজের কথা চিন্তা করিবেন কেন! সেই জন্য শাসমল মহান্, শাসমল দেশপ্রাণ।

এই সময় মেদিনীপুর জেলার অদৃষ্টে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা-শাসন-সমিতি মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন করিয়া এই জেলাকে দুইটি জেলায় বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে বাংলা সরকারও মেদিনীপুর জেলাকে দুইটি জেলায় পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। জেলাবাসীর আন্তরিক মনোভাব অবগত করাইবার জন্য বাংলার লাট সাহেবের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই ডেপুটেশনের একজন সভ্য ছিলেন। সরকার বাহাদুর জেলাবাসীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনাদের সঙ্কল্পে অটুট থাকেন। তাঁহারা খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া তথায় বহু অর্থব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। তখন আন্দোলনের গতি অন্য দিকে ফিরিয়া যায়। মেদিনীপুর-জেলাবাসী বুঝিতে পারে—এখন আর জেলা বিভাগ রদ করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে, খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপিত হইলে নূতন জেলার লোকের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই অধিক হইবে। কাজেই যাহাতে কাঁথিতে নূতন জেলার সদর স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে বীরেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সালে ৪ঠা অক্টোবর

কাঁথি পরিদর্শন করেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাঁথিকে নূতন জেলার সদরে পরিণত করিবার জন্য গভর্ণরের নিকট এক মেমোরিয়্যাল প্রেরিত হয়। এই সময় ইউরোপে মহাসমর জ্বলিয়া উঠে। কি কারণে জানি না, সরকার বাহাদুর মেদিনীপুর বিভাগের চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সেইজন্য তিনি মেদিনীপুরের প্রত্যেক বিপদে আপনার সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরবেশে সংগ্রাম করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসহযোগ আন্দোলনে বীরেন্দ্রনাথ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই স্বদেশী আন্দোলন। দেশবাসীর পূর্ণ অসম্মতিতে বাংলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয়। ইহা লর্ড কার্জ্জনের ভারত শাসন কালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বীরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্বদেশী পণ্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি তাহার পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের প্রতিনিধি হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন মেদিনীপুরে আহ্বান করেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং অধিবেশন অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হয়! মেদিনীপুরের বার এসোসিয়েসনের সভাপতি উকিল স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মাইতি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মিঃ ফজলুল হক্ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন বসে। তাহাতে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় সভাপতি পদে বৃত হন। শাসমল এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত

হন এবং বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এই কংগ্রেসের প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল—মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ ব্রত। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কথা— অহিংসভাবে থাকিয়া সর্ব্ব-প্রকারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা হইতে বিরত থাকা। বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করেন। তারপর তিনি নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থন করেন। নাগপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। "পূর্ব্বে এদেশে ছুটির অবকাশে রাজনৈতিক নেতা হওয়া যাইত। নিজের সুখ-শান্তিকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া, এমন কি, নিজের ঐশ্বর্য্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যও দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না। তৎপূর্ব্বে দেশ-সেবার জন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ বা স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার কথা উঠিলে লোকে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এমনি সময়ে কংগ্রেসের মধ্য দিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে অহিংস অসহযোগের মন্ত্র প্রচারিত হইল।"

আইন ব্যবসায় পরিত্যাগের পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথের মানসরাজ্যে যে ঝটিকার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথায় এখানে বিবৃত করিতেছি। "ব্যবসায়ে আমার যে দু'পয়সা উপায় হত, সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনাও যে আমার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সে কথা অন্য কেহ না বল্লেও কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার অধিবাসীবৃন্দ বল্‌বেন। সুতরাং কংগ্রেসের বাণী শুনেই আমার

শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে আমার বাস্তব জীবনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল।"

"যে আজন্ম ভোগলালসায় প্রতিপালিত হয়েছে, কামনা-জর্জ্জরিত যার জীবন, এ সম্বন্ধে তার মনের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে হতে পারে? ঝড়ের মত দিক্-দিগন্ত প্রকম্পিত করে' কত দুঃখের বারতা কত যন্ত্রণার কাহিনী মনের গোড়ায় ভেসে আস্তে সুরু করেছিল! মনে হয়েছিল, যদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করি, তা'হলে এত বড় বাড়ী পরিত্যাগ করতে হবে, এত বৎসরের গাড়ী ঘোড়া ছাড়্তে হবে, এত সাধের পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি, আহার, চালচলন ইত্যাদিরও পরিবর্ত্তন না কর্লে চল্বে না, পারবো কেমন করে!"

"অন্য কেহ হলে, সে হয় তো এ সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট উপদেশের জন্য ছুটে যেত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি একা যে কার্য্যে বিজড়িত অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা কেবল আমার একার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিম্বা সুনাম-দুর্নামের সম্ভাবনা আছে, সে কাজের জন্য বড় একটা কাহারো উপদেশ আমি কখনও লই নাই। উদাহরণ স্বরূপ বল্তে পারি, সকলের অসম্মতিতে বিলাত যাওয়া, আমার মেদিনীপুরের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ করে হঠাৎ কলিকাতা আসা ইত্যাদি আমার জীবনের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়ে আমিই আমার নিজের একমাত্র উপদেষ্টা ছিলাম। আজ আমি আমার সেই বহু পুরাতন কিন্তু নিতান্ত আপনার উপদেষ্টাকেই এই নূতন কথা নূতন করে জিজ্ঞাসা কর্লাম—পারবো কি?"

"ভালমন্দ জানি নে—হয়তো ভালমন্দ বিচার কর্‌বার এখনো সময় হয়নি—তবে আমার উপদেষ্টা আমাকে পূর্ব্বের মতই স্পষ্ট-ভাবে জবাব দিয়েছিলেন। তা'তে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না, এতটুকু ভীতি বা আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয় নি। তিনি গুরু-গম্ভীরস্বরে বলেছিলেন—

তুমি কে? তোমার কর্‌বার বা না কর্‌বার, পার্‌বার বা না পার্‌বার আছে কি? দেখ্‌ছ না, তুমি যে স্রোতের তৃণ! তোমার না বল্‌বার উপায় নাই—ভালমন্দ বিবেচনা কর্‌বার ক্ষমতা নাই, তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চল্‌তে হয়েছে ও ভেসে চল্‌তে হবে। তুমি কখন্ হেল্‌বে—কখন্ দুল্‌বে। কখন্ ডুব্‌বে, কখন্ ভাস্‌বে। তুমি আজ কোনও নদীতীরবর্ত্তী দেবালয়ে দেবতার পদতলে শোভাবর্দ্ধন কর্‌তে পার। কিন্তু কাল তোমাকে হয়তো আবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্মশানে কোনও মৃতের পদতলে লুটিয়ে পড়্‌তে হবে। তোমার চন্দন-বিষ্ঠা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, শুভ-অশুভ কোন কিছু বিচার কর্‌বার অধিকার নাই। তোমার উর্দ্ধে স্রোত, নিম্নে স্রোত, তোমার বামে স্রোত, দক্ষিণে স্রোত। তুমি এক বিরাট বহুবিশ্বব্যাপী স্রোতরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নিতান্ত নগণ্য তৃণ-খণ্ডমাত্র। তুমি সে স্রোতরাশির গতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে কেন? এ জগতে কেহ কখনো পারে নি, কেহ কখনো পার্‌বে না। এই স্রোতরাশির বিপুল আবর্ত্তে পড়েই নেপোলিয়ন সেণ্ট্ হেলেনায় বন্দী হয়েছিলেন, কীচ্‌নার সমুদ্রগর্ভে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই স্রোতরাশির স্বাভাবিক ধর্ম্মের গুণেই রুষ সম্রাটের বংশ লোপ হয়েছে। আবার এই স্রোতরাশির প্রভাবেই শাক্যসিংহ ও যীশু

খৃষ্ট—চৈতন্য ও জয়দেব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, এই স্রোতের উপরেই একান্ত নির্ভরশীলের মত ঢলে' গলে' একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। দেখ্‌ছ না, তোমাদের চক্ষের সম্মুখে তোমাদের মতই একজন ভারতবাসী এই স্রোতরাশির মধ্যে পড়ে কোথায় ভেসে চলেছেন? মানব-বিনির্ম্মিত কারাগার ও মানব প্রদত্ত সমূহ দৈহিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে, দেশ ও দশের জন্য আজ তিনি মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং শুন্‌ছ না, তিনি তারস্বরে বল্‌ছেন---আমাকে ভারতমাতা ও জগন্মাতার মঙ্গলের জন্য কে কোথায় আছ বলি দাও! সাংসারিক বুদ্ধি ও বৈষয়িক বিজ্ঞতার কথা গভীরভাবে চিন্তা কর্‌বার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ তারাও এই স্রোত-রাশির অন্তর্গত সামগ্রী। বস্তুতঃ, স্রোতের টানে যেমন তোমার টান, স্রোতের গতিতে তোমার শক্তি, সেইরূপ স্রোতের বর্ত্তমানতায় জগৎ বর্ত্তমান, স্রোতের অভাবে জগতের অভাব। দিব্যচক্ষে চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাবে স্রোতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্রোতেই তোমার লয় হবে, স্রোতই তোমার স্বর্গের দেবতা এবং স্রোতই তোমার মর্ত্ত্যের সংসার। এই শিবসুন্দর অখণ্ড স্রোতরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে অবগাহন কর—তোমার প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর এই স্রোতরাশির অপূর্ব্ব মহিমা ফুটে উঠুক্। তখন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের মাদকতায় প্রেম ও ত্যাগের অমৃতপানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে"। *

---

* ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ও প্রতীচীর মনীষী Plato, Locke, Birkley, Hume, Bergson, Einsteine প্রভৃতি যাহাকে চিরন্তন মহাকাল ও তাহার গতিকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া বুঝাইতে চান, তাহাকেই শাসমল স্রোতের রূপে কালস্রোত বা স্রোত বলিতেছেন।

ইহার পর তর্কবিতর্ক বা বাক্-বিতণ্ডা করবার আর সময় বা অবসর ছিল না। ব্যবসায় ছাড়তেই হবে এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করতেই হবে—স্থির করেছিলাম। কিন্তু একটু লজ্জা হচ্ছিল যে সে সময় বাংলার অন্য কোনও ব্যারিষ্টার আমার সঙ্গে এই কাজে যোগদান করতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং একটু দুঃখও হয়েছিল যে, যাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতাম, যাঁহাদের হৃদয়ের সরলতা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁদের সম্মুখেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাকে ভোট দিতে হবে। আমার কোন কোন বন্ধু উপযাচক হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এ সময় একবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন যে, আমি প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করছি, সেইজন্য সে সময় তাঁর সঙ্গে একেবারেই সাক্ষাৎ করি নি।”

বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ শাসমল দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হইলেন। বাংলার আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ যে আয়োজন করিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখিয়া বন্ধ করিয়া দেন। নূতন মক্কেলদিগকে বলিয়া দেন যে, তিনি আর তাহাদের মোকর্দ্দমা লইতে পারিবেন না। তাঁহার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া যে কয়জন ছাত্র স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে অত্যন্ত

দুঃখের সহিত অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিতে বলেন। নাগপুর কংগ্রেসের পর কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গাড়ীখানি ও ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া দেন এবং প্রায় ১২।১৪ বৎসরের পর আবার ট্রাম গাড়ীতে চলিতে আরম্ভ করেন।

১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসে শাসমল বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের (Bengal Tilak Swarajya Fund) কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শাসমল তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায়, সাধারণের টাকা-পয়সার ব্যাপারে যাহারা হিসাব দেয় না তাহাদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ তাহারা শাসমলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছিল। শাসমল পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ কংগ্রেসের সময় খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক থাকা কালে বহু ফাঁকিদারের ফাঁকি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনার কঠোর মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহারা বেশীর ভাগই ex-detenue। ইহারা ও আরও অনেকে পরে শাসমলের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের মন বিষাক্ত করিতে আরম্ভ করে।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন চিত্তরঞ্জন শাসমলকে বলেন—২৫ লক্ষ টাকার ফাণ্ডে তোমার একার থাকা উচিত নয়। কলিকাতার একজন কায়স্থ, একজন মাড়োয়ারী ও একজন মুসলমান থাকা ভাল। শাসমল কায়স্থ বা মাড়োয়ারী বা মুসলমান ছিলেন না। কাজেই তিনি ইঙ্গিত বুঝিয়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। পরে একজন কায়স্থ

(মনে হয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র) কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে শাসমলের উপর অবিচার আরম্ভ হয়। শাসমলের কার্য্যের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতে না পারিয়া জাতিবিদ্বেষের আগুনে জ্বলিয়া উদারচিত্ত চিত্তরঞ্জনের মনকে তিক্ত করিয়া যাঁহারা শাসমলের উপর অবিচার সুরু করিলেন তাঁহারা পরে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শাসমলের জীবনকে যে ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা একে একে দেখাইতে প্রয়াস পাইব। তাঁহারা কেবলমাত্র বিরাট কর্ম্মী শাসমলের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করেন নাই, সেই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-অর্জ্জন-আন্দোলনে শাসমলের মত কর্ম্মপ্রতিভা হইতে দেশকে অনেকাংশে বঞ্চিত করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ নিজের উপর এই অবিচার বুঝিয়াও আপনার কর্ত্তব্যে অবিচল রহিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের জন্য যান। এই সময় তিনি কাঁথি মহকুমায় দুই মাস কাল পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তিনি প্রত্যহ ৮।১০ মাইল রাস্তা হাঁটিতেন। মোটর গাড়ীর দৌড় যত দূর পর্য্যন্ত, বাংলার অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বের গতি ও আন্দোলনের সীমা ততদূর পর্য্যন্ত ছিল। তার বেশী তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এইখানে বীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতাদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকারের মনে পড়ে, ১৯২১ সালে বোধ হয় জুলাই মাসে বীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়া পল্লীর কর্দ্দমাক্ত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একবার গ্রন্থকারের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন দেখা গিয়াছে,

শাসমলের নামে দেশবাসীর কি বিপুল আগ্রহ, কি প্রবল উৎসাহ, কি দুর্ব্বার হৃদয়াবেগ ও কি ব্যাপক চাঞ্চল্য। কোন সভায় বীরেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিবেন—একথা ঘোষিত হইলে দেশের লোক হাজারে হাজারে সভায় আসিয়া জুটিত, আর উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিত। সে দৃশ্য দেখিবার মত। এই সময় তিনি নিজে পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে ঘুরিয়া শুধু কাঁথি মহকুমা হইতে ২৭ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্পণ করেন। তাঁহার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহা তিনি তখন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি শুধু তাঁহার কর্ত্তব্যের দিকেই দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজ অস্পৃশ্যতা ও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য দেশে যে ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বহু পূর্ব্বেই বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। বীরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এম্‌-এল্‌-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কার্য্য করিতে করিতে এক সময় কোন গ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান। শাসমল মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জন্য পূর্ব্ব হইতে আহারের বন্দোবস্ত ছিল। আহারের সময় বীরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ও হিন্দু সহকর্ম্মীদের স্থান হইতে কিছু দূরে সেই মুসলমান সহকর্ম্মীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং নিজে উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আপনার আসনের কাছে বসাইয়া এক পংক্তিতে

সকলে ভোজন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিপদের সময় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জাতি-কুল কিছুমাত্র অবগত না হইয়া আপনার দয়া ও সেবার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেন বীরেন্দ্রনাথও তেমনি দেশোদ্ধার-ব্রতে কোন প্রকার জাতিভেদ মানিতে পারিতেন না। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা তাঁহার সহনাতীত ব্যাপার ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইউনিয়ন বোর্ড ও বীরেন্দ্রনাথ

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সালে মেদিনীপুর জেলায় আর এক নূতন আন্দোলন জাগিয়া উঠে। তাহা ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন। সে সময় বাংলা গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রচলন করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে লোকের উপর নির্দ্ধারিত চৌকিদারী ট্যাক্সের পরিমাণ দ্বাদশ গুণ হইতে পারে শুনিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা দেশের কোনও উপকার হইতে পারে না। বরং দীন-দরিদ্র ব্যক্তির উপর নানা রকমের উপদ্রব সৃষ্টি হইতে পারে। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ অমৃতবাজার পত্রিকায় এই আইনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইনের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত কি না তাহা সে সময়ে কেহ ভালভাবে অবগত ছিলেন না। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেসে কোনও অভিমত প্রকাশ হয় নাই। ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই স্থির হইয়াছিল যে, এই আইনের সঙ্গে অসহযোগ করিতে হইবে। ইহার অল্প দিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়

সমিতির কার্য্যকরী সভা স্থির করেন যে, সভ্য সদ্য বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইনের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। কন্‌ফারেন্‌সে যাহা স্থিরীকৃত হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করা কার্য্যকরী সমিতির উচিত। কাজেই তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা বরিশাল কন্‌ফারেন্‌সে গৃহীত প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন মনে হয় না। এখানে বলা আবশ্যক মনে করি যে, শাসমল বরিশাল কন্‌ফারেন্‌সে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব আইন বর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তিনি অস্বস্থতা-নিবন্ধন বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয়, যেন শাসমলের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়াই কার্য্যকরী সভা কন্‌ফারেন্‌সের প্রস্তাব বাতিল করিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, বাংলার অন্যান্য জেলাবাসী কেহই তখন মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনে পোষকতা করেন নাই। তখন বোধ হয় তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে আইন মেদিনীপুরের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর তাহা বাংলার অন্যান্য জেলার পক্ষে শুভকর, অথবা ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ এক প্রকার আইন অমান্য এবং আইন অমান্য করিলে বা আইন অমান্যের পোষকতা করিলে অচিরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর চণ্ডনীতি আসিয়া পড়িবে—কাজেই ফল ভোগ করিতে যাইব কেন, অথবা মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন সফল হইলে সেই আন্দোলনের নেতাকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান করিয়া দিতে হইবে, কাজেই

আন্দোলনের পোষকতা করিয়া লাভ নাই, অথবা—আইন অমান্য আন্দোলনের experiment (অর্থাৎ আইন অমান্যের অত্যাচারের বন্যা) মেদিনীপুরের নিরীহ সরলপ্রাণ কৃষককুলের উপর দিয়াই বহিয়া যাক্, আর আমরা খবরের কাগজের মারফৎ কালের খেলা দেখি। মেদিনীপুরের কৃষককুল যে নির্ভীক, প্রকৃত স্বাধীনতাকামী এবং তাহারা যে পরাধীনতা, কপটতা, ভণ্ডামীর নামে লজ্জা পায় এবং স্বাধীনতার নামে অত্মাহুতি দিতে অম্লান-বদনে অগ্রসর হয় তাহা তাঁহাদের বোধ হয় জানা ছিল না, জানিলে কি হয়,—হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ফাঁকিবাজী মনোবৃত্তি না থাকিলে বাংলা মায়ের এমন শোচনীয় অবস্থা কেন!

বাঙ্গালী মনের দীন মানসিক অর্থনীতিই বাংলার প্রকাশ প্রকৃতিকে শুধুই ক্ষুণ্ণ করে নাই, তাহাকে সংঘাতাপন্ন করিয়াছে। সুতরা সংঘাতাপন্ন মূর্চ্ছা-রোগীদিগকে লইয়া তাহাদের ভাব-বিহ্বলতায় ইন্ধনদানে গুটিকতক ভাববিলাসীর পক্ষে নেতৃত্ব করা অঘটনীয় হয় নাই। সেই মূর্চ্ছাক্রান্তির উপসর্গনিদানে এখনো সমাজ-নিয়ম-তান্ত্রিকতার অর্থ-নৈতিক সংঘাতের কথা ধরা পড়িল না। আর ধরা পড়িল না যে, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ-মন কেমন করিয়া গণসংযোগ শক্তিকে হরণ করিতেছে।

এই অবস্থায় শাসমলকে একাকী মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তিনি সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ড দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—জন-সাধারণকে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, তাহাদের বেদনা

যেখানে গভীর, তাহা খাঁটি রাজনৈতিক হউক্ বা না হউক্, কংগ্রেসসেবীদিগকে সেই বেদনা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসসেবী যে প্রকৃতই জন-সাধারণের সেবক ও বিপদের বন্ধু তাহাদের মধ্যে সেই ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইলে, যেখান দিয়া তাহাদের শোষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই শোষণের স্থানকে রোধ করিতে হইবে। এক কথায় স্থানীয় বিপদ, অসুবিধা, অত্যাচার বা শোষণ নিবারণের প্রতি কংগ্রেস-সেবী মনোযোগী না হইলে কংগ্রেসের নীতি জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে না, অন্ততঃ তাহাদের অজ্ঞাত আত্মা আশা ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবে না। বীরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের সুদক্ষ চালক ছিলেন। রাজনীতির এই গূঢ় তথ্য বৃহত্তর সত্য উপলব্ধি করিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হয় নাই। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

মেদিনীপুরবাসী কিছুতেই ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র লোক প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ দিব না। জনমতের বিরুদ্ধে বাংলার স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ মেদিনীপুরের কয়েকটী জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই অনতিবিলম্বে আন্দোলনের আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি উল্লেখ-

যোগ্য ঘটনার কথা বীরেন্দ্রনাথের আপন ভাষায় এখানে বিবৃত করিতেছি।

"রামনগর থানার কোন এক ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি তাঁর অধীন কয়েকজন করদাতার বিরুদ্ধে, অনধিকার প্রবেশ ও গৃহ ভগ্ন করা ইত্যাদির দাবীতে ফৌজদারী আদালতে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। তাঁর উপর উপদ্রবের কারণ এই বলে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাঁর ইউনিয়নের অন্তর্গত ফতেপুর নামক একটি গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ আদায় কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফতেপুর গ্রামের উল্লিখিত আসামিগণ ধর্ম্মঘট করে সে ট্যাক্স্ তো আদায় দেয় নি। অধিকন্তু ফরিয়াদীর উপর উক্ত প্রকার অত্যাচার করেছে। বিচারে সাতজন আসামীর ১৫ দিন করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।"

"এখন, এই মোকর্দ্দমায় আসামিগণ আমাকে যেমন তাদের জমিদার বলে স্বীকার কর্‌তো, তেমনি এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীও আমার একজন প্রজা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রায় বেরোবার পূর্ব্বে, এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও আমি জান্‌তে পারি নি। কারণ এই সময় কিছু দিন আমি তমলুক মহকুমায় এবং কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলাম। যখন সাতজন ফতেপুরবাসীর এক পক্ষ করে কারাদণ্ডের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম আমি শুনেছিলাম তখন তাদের খালাস হতে বোধ হয় ছ'দিন বাকী ছিল। অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম, তারা এক মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কাঁথি জেল থেকে খালাস পাবে। ইউনিয়ন বোর্ডের নামে কাঁথি মহকুমায় তারাই সর্ব্বাগ্রে কারারুদ্ধ হয়েছিল বলে, তাদের খালাসের সময় কাঁথিতে একটা

শোভাযাত্রা ও সেইদিন বৈকালে সেখানে একটি সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তৎপূর্ব্বে আমি যেখানেই থাকি না কেন, সেই মঙ্গলবার ভোর ছটার সময় আমাকে কাঁথিতে উপস্থিত হয়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে—সেজন্য আমি অনেকের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। লাঞ্ছিতের সম্মান কাঁথিতে এই নূতন বলে আমি নিজেও সেই শোভাযাত্রার যোগদান কর্‌তে কম উদ্বিগ্ন ছিলাম না। পরিণামে সকলের আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত কর্‌তে গিয়ে আমাকে যেমন বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল, তেমনি কৌশলময়ের মহাকৌশলের নিকট মানবের সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধি যে নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর তাহাও সে ব্যাপারে অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম।"

"যে মঙ্গলবার প্রাতে পক্ষান্তরে ফতেপুরের লাঞ্ছিতগণের খালাস হবার কথা ছিল, তার পূর্ব্ব শুক্রবারে আমি আমাদের "বীরকুলের" কাছারী বাড়ীতে যাই। এই কাছারী বাড়ী থেকে ফতেপুর গ্রাম পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। শনিবার সকালে আমি ফতেপুর গ্রামে গিয়া স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করেছিলাম এবং গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হয়েছিল। আসামীদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের সঙ্গেও দেখা করে' বিস্তৃত বিবরণ অবগত হয়েছিলাম। ফরিয়াদীও কি জানি কেন সেই শনিবার বৈকালে, আমাদের দুর্গাপুর হাটে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁকেও যে তখন আমি বহুলোকের সম্মুখে ঘটনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করি নি এমন নয়।"

আমি স্থির করেছিলাম—রবিবার দিন বিকালে আমাদের

বীরকুল কাছারী বাড়ী থেকে পাল্কী করে কাঁথি রওনা হব এবং যত রাত্রি হোক্ সেই দিনই কাঁথি পৌছ্‌বো। কিন্তু রবিবার ভোর থেকে সোমবার বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এমন অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হতে থাকে যে তার মধ্যে নরবাহনে কোন স্থানে যাত্রা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছিল। (এখানে বলা আবশ্যক মনে করি যে, শাসমল অত্যন্ত স্থূল ছিলেন বলিয়া দীর্ঘ কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রমের জন্য পাল্কী দরকার হইয়াছিল) আমাদের বীরকুল কাছারী বাড়ী থেকে কাঁথি পর্য্যন্ত রাস্তা সুদীর্ঘ বাইশ মাইল। পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কিরূপে কাঁথিতে পৌছে শোভাযাত্রায় যোগদান কর্‌তে পার্‌বো, সেই চিন্তায় আমি বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম, অনেক কষ্টে বেহারাগণ প্রায় সাড়ে তিনটার সময় এসে বলে, তারা আমাকে সে-দিন কিছুতেই কাঁথি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পার্‌বে না। তবে কাছারী বাড়ী থেকে প্রায় ১২ মাইল নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে দেউলির ডাক বাংলায় সে-দিন রাত্রে অবস্থান কর্‌বে এবং পরদিন মঙ্গলবার বেলা নয়টার সময় নিশ্চয়ই আমাকে কাঁথি পৌছে দেবে। আমার কিন্তু মঙ্গলবার সকাল ছ'টায় কাঁথিতে না পৌছ্‌লে চল্‌বে না বলে আমি তা'দিগকে বলি যে, তারা আমাকে দেউলির ডাকবাংলায় সে-দিন সন্ধ্যায় পৌছে দিলে, আমি সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ী করে কাঁথি রওনা হব এবং মঙ্গলবার সকাল ছ'টার পূর্ব্বে কাঁথি পৌছ্‌তে পার্‌ব।"

"বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা দেউলি রওনা হই। পথিমধ্যে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় এবং প্রায় সিকি রাস্তা দু'দিনের বারি-

পাতে জলমগ্ন হওয়ায় বেহারাগণের দেউলি পৌঁছ্‌তে রাত্রি প্রায় ৮টা বেজে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গরুর গাড়ী না পাওয়ায় অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বেহারাগণ আমাকে আর দুই মাইল পথ নিয়ে গিয়ে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ইস্‌লামপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে কোনও ভদ্রলোক আগমন সংবাদ পেয়ে আগে থেকে আমার জন্য কিছু আহার্য্য ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁর ওখানে আহারাদি করে শয়নের উদ্যোগ কর্‌ছি, এমন সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলাম যে, যে গরুর গাড়ীর আশায় বেহারাগণকে এত কষ্ট দিয়ে দেউলি থেকে ইস্‌লামপুর পর্য্যন্ত এনেছিলাম সেই গরুর গাড়ী এত দুর্য্যোগে এখানেও পাওয়া যাবে না। এদিকে রাস্তার দুর্গতিতে বেহারাগণের দুর্গতি দেখে তা'দিগকে আর কোনও অনুরোধ কর্‌ব না যেমন স্থির করেছিলাম, তেম্‌নি পরদিন সকাল ছ'টায় যে করে হোক্‌ কাঁথিতে পৌঁছ্‌বো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করে' দেখ্‌লাম ভগবান-প্রদত্ত পৈতৃক দু'খানি শ্রীচরণ-কমল ব্যতীত সে কর্দ্দমাক্ত চারক্রোশব্যাপী পথ-সমুদ্রে আমার আর অন্য কোনও উপায় বা ভরসা ছিল না।"

"কাজে কাজেই সঙ্গের জিনিষ-পত্রের বন্দোবস্ত করে দিয়ে, শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সহ রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পদব্রজেই কাঁথি রওনা হয়েছিলাম। ইস্‌লামপুর থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রায় দেড় মাইল এসে পথিক-গণকে পিছাবনীর খাল পেরোতে হয়। রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় যখন পিছাবনীর খালের তীরে এসে আমরা উপস্থিত হই

তখন দেখেছিলাম তাতে বন্যা হয়েছে এবং যে খাল সাধারণত চল্লিশ হাতের বেশী প্রশস্ত ছিল না, তা'কে বন্যার জলে আজ প্রায় দেড় শ' হাত প্রশস্ত দেখাচ্ছে। তার উপর অনুসন্ধানে ইহাও অবগত হয়েছিলাম যে, পারাপারের নৌকাখানি ঘাটমাঝির অতি সাবধানতায় বন্যার স্রোতে আমাদিগের খেয়াঘাটে পৌছ্‌বার পূর্ব্বেই জলমগ্ন হয়েছিলেন। সংবাদ শুনে, স্বীকার কর্‌ছি, মুহূর্ত্তের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কি জানি কেন হঠাৎ মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছিল—লাঞ্ছিতের সম্মানের জন্য শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যাচ্ছি, তাতে এত বাধা পড়্‌ছে কি জন্য? কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, পরদিন সকাল ছ'টার সময় যে করে হোক্ কাঁথিতে পৌছ্‌বো বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম, অতএব অনতিবিলম্বে স্থির করেছিলাম, সন্তরণের দ্বারাই বন্যাপ্লাবিত খাল অতিক্রম কর্‌বো। সহযাত্রী স্নেহের স্বেচ্ছাসেবকগণের তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না, বরং তাদের আগ্রহই পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদিগকে একটু অপেক্ষা কর্‌তে বলেছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'জন লোক ও একখানি নৌকা এনে আমাদিগকে পিছাবনী খালের পরপারে পৌছে দিয়েছিলেন।"

"আমরা পুনরায় যখন কাঁথির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করি তখন আবার পিট্‌ পিট্‌ করে বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ করে। একে ত পল্লীগ্রামের সনাতন কাঁচা রাস্তার অবস্থা এদিকে নূতন মাটী ও দু'দিনের বৃষ্টির কৃপায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল, তার উপর

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে অনুভব করেছিলাম, বসুন্ধরা বুঝি সত্যই বায়ুশূন্যা হয়েছেন। শেষে কেবল পরণের ধুতি ব্যতীত অন্য সর্ব্ব-প্রকারের আবরণ গরমে বাধ্য হয়ে শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলাম। যা হোক্ কাঁথি পৌঁছ্‌তে যখন চার মাইল বাকী আছে এবং ভোর হ'তে যখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না তখন কাঁথির দিক্ থেকে দু'জন পথিককে আমাদের দিকে আস্‌তে দেখতে পাই। দূর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনামাত্রই কে যেন আমার কাণে কাণে বলে দিয়েছিল, এদের ভিতর আমাদের ফতেপুরের আসামী থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে—এদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গীদিগকে সে কাজ কর্‌তে অনুরোধ করেছিলাম এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে হয়ত আমাদের শোভাযাত্রা ও সভার কথা জান্‌তে পেরে রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রি থাক্‌তেই তা'দিগকে ছেড়ে দিয়ে থাক্‌বে। বলা বাহুল্য, এইরূপ সন্দেহ কেন যে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল তা এক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ বল্‌তে পারবে না।"

"এই দু'জন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সাতজন পুরুষ এক সঙ্গে আস্‌ছে দেখে তাদের একজনকে তাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে এবং পরে পরে তার অন্য সহযাত্রিগণ আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিতে যথেষ্ট দ্বিধা বোধ কর্‌ছে দেখে শেষে তাদের কাছেই প্রথম আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। তখন তারা আমাদের অত্যাবশ্যক ফতেপুরের আসামী বলেই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমাদের

কাছে স্বীকার করেছিল এবং বলেছিল যে রাত্রি আন্দাজ দু'টার সময় জেলের একজন জমাদার তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে পথে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে এবং বলে দিয়েছে—তারা যেন পথে কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না বলে ভোর হবার পূর্ব্বেই পিছাবনীর খাল পার হয়ে যায়।"

"এই আবিষ্কার ও সংবাদে, বল্‌ব কি, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার দুটি সংযুক্ত কর আমার অবনত মস্তকের দিকে আপনা হতেই উত্থিত হয়েছিল! গোপন প্রাণের নিভৃত কন্দরে আমার সত্যকারের লোকটি চীৎকার করে বলে উঠেছিল—

বুঝেছি হে দয়াময়! তোমার লীলা এতক্ষণে বুঝেছি, পাল্কীতে এলে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না বলে বারিবর্ষণে আমার পাল্কীতে আশা অসম্ভব করেছ। গরুর গাড়ীতে এলেও এদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বলে, তোমার পথের ভয়ে গরুর গাড়ীও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পদব্রজে ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে এলে এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না বলে পদব্রজেই আজ তুমি আমাকে তোমারই এক লীলাভূমির দিকে এইরূপে টেনে নিয়ে চলেছ।"

"ফতেপুরের সাতজন কয়েদ খালাসীকে সঙ্গে করে, যখন স্থানীয় জেলের ঘড়ীতে ঠিক ছ'টা বেজেছিল, তখন আমি কাঁথি সহরের পোষ্ট অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাহাদিগকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি নাতিক্ষুদ্র শোভাযাত্রা গঠন এবং বিকেলে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়েছিল।"

ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ আদায়ের জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ কাঁথিতে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিস আমদানি করিয়াছিলেন এবং কাঁথির প্রায় চার হাজার কর-দাতা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তার তিন চার গুণ মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি অসঙ্কোচে গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সেই মাল বহিয়া আনিবার জন্য সমগ্র কাঁথি মহকুমায় যেমন কুলি, মজুর, গরুর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় নাই, তেমনি সে মালের কিয়দংশ প্রথমে দশ টাকা, পরে চার টাকা এবং শেষে এক টাকায় নিলাম খরিদ করিতে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় একজনও খরিদ্দার পাওয়া যায় নাই। এই মাল ক্রোক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের লোকের হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দিয়া অনেক গরীব লোককে বহুতর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে—দরিদ্র নিঃসম্বল বিধবা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ না দেওয়ার জন্য ট্যাক্স্ আদায়কারী পুলিস সহ তাহার বাড়ীতে মাল ক্রোক করিবার জন্য হানা দিয়াছে, আর সেই বিধবা পাতের ভাত ফেলিয়া একমাত্র সম্বল থালাখানি পর্য্যন্ত সগর্ব্বে ক্রোক্‌কারী পুলিস কর্ম্মচারীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে। মেদিনী-পুরবাসীর সাহস, স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সহনশীলতার কথা, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার কথা। মেদিনীপুরবাসীর উপর যে শাসমলের অসাধারণ প্রভাব তাহা দেশের সকলেরই এমন কি, বিরুদ্ধ পক্ষেরও বুঝিতে বাকী রহিল না। বীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাবের উল্লেখ করিয়া একবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাকে মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের রাজার মত অর্থ ছিল না যে

তাঁহাকে রাজা বলা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয় মহান্ ও প্রাণ বিরাট্ ছিল, সেই জন্য তিনি মেদিনীপুরের হৃদয়ের রাজা ছিলেন। কাঁথির দুর্দ্দশাগ্রস্ত কিন্তু বীরহৃদয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য, কাঁথিতে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকিবে ততদিন বীরেন্দ্রনাথ পাদুকা ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া পাদুকা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাল কিছুমাত্র নীলাম না হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী প্রত্যেকের বাড়ীতে সমূহ মাল ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হইয়া একদিনে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড মেদিনীপুর হইতে উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া গেল। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রারম্ভে অনেকেই বীরেন্দ্রনাথকে অবিবেচক মন্দবুদ্ধি বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিল। আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়াও তাহারা মেদিনীপুরবাসী বা সেই আন্দোলন পরিচালককে সম্যক্ মর্য্যাদা দান করে নাই। দেশবাসী বীরেন্দ্রনাথের কাজের মর্য্যাদা না দিলেও তিনি দেশের সেবক। তিনি আপন কর্ত্তব্যে অটল, তিনি একাকী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে—এ একটা বীরের মত বীর বটে। যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন কল্পনাই হয় নাই তখন বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হইল। এই আন্দোলন অর্থে দেশবাসীর অভিমতের সহিত সরকার বাহাদুরের

আইনের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে দেশবাসীর পক্ষ হইতে নেতৃত্বের গুরুভার, দেশবাসীর জীবন মরণের দায়িত্ব বীরেন্দ্রনাথই আপনার সবল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কংগ্রেস-সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ

মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের পর বীরেন্দ্রনাথের অন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান পড়িল। চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তাঁহার নিকট সংবাদ গেল, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে কলিকাতা আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। বীরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির কাজে বীরেন্দ্রনাথকে গুরু পরিশ্রম করিতে হইত। এই সময় দেশের নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাড়া পড়িয়া যায়। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন —আমাদের দেশে এত দিন যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহার দোষে আমাদের দেশে কথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-নীতি, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে তাঁহাদের যে-প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগের জাতীয় বা নিজস্ব মঙ্গলজনক যা কিছু তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন—তেম্‌নি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রাপ্ত শিক্ষা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছে বটে,

কিন্তু সে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতর পাই নাই। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিতদের তুলনায় ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকিলে তাঁহাদের বিদ্যাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইত। বীরেন্দ্রনাথ এই তথ্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দান করেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সহরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাঁথির কয়েক জন বীরহৃদয় কর্ম্মী তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলিয়া কেহ বিনা বেতনে, কেহ বা নামমাত্র বেতনে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ইহাকে এক আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকগণ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম আমার জানা নাই। এই কয়েক জনের নাম জানি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ দাস, শ্রীযুক্ত ভূতেশ্বর পড়্যা। জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি সহরস্থিত তাঁহার স্বীয় প্রকাণ্ড বাড়ী ও তৎসন্নিহিত জায়গা ছাড়িয়া দেন। তাঁহারই চেষ্টায় প্রথমতঃ কিছুদিন যাবৎ এই বিদ্যালয় ভালভাবে চলিতে থাকে। কয়েক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ পাহাড়ী প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইলে বিদ্যালয় তথায় উঠিয়া যায় এবং বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কংগ্রেস অফিস্ চলিতে থাকে। এই সময় তিনি কংগ্রেসের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ

বরণ করেন তাহা বাংলার যে কোন নেতার ত্যাগ ও ক্লেশ অপেক্ষা কম নহে। এই সময় মেদিনীপুর জেলার কলাগেছিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের বদান্যতায় আর একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জগদীশ-বাবু এই বিদ্যালয়টির জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, এম-এ, এম-এল-এ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মাইতি, বি-এ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মাইতি, বি-এ প্রভৃতি শিক্ষকগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ যখন একেবারে প্লাবিত, তখন চারিদিকে খদ্দর পর, কংগ্রেস কর, সরকারী আধা-সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়—এই সব বুলি ছাড়া আর কোন কথাই লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। বীরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে তাঁহার নিজ জেলা মেদিনীপুরের নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়ের বক্তৃতার মধ্যে দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে বলিতেছি। তিনি যেখানেই বক্তৃতা করিয়াছেন সেইখানেই তিনি দেশবাসীকে সমষ্টিগতভাবে তাঁহার বক্তব্য শুনাইয়াছেন। দেশবাসী হইতে পৃথক্ করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুবক-সম্প্রদায়কে আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন নাই। তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উত্তমরূপে বিবৃত করিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্যক্‌রূপে তাহা বুঝিয়া দেখিতে উপদেশ দিতেন। তারপর তাঁহাদের বিবেকানুযায়ী কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইতে বলিতেন। কেবলমাত্র দেশোদ্ধারের নামে, অথবা দলপুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুবক-

সম্প্রদায়কে তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র হইতে সবলে ছিনাইয়া লইয়া যান নাই। বীরেন্দ্রনাথ বলিতেন, কেবলমাত্র যাঁহারা দেশের জন্য অপরের সাহায্য-সহানুভূতির আশা-অপেক্ষা না করিয়া আন্দোলনে কায়মনঃপ্রাণে যোগদান করিতে ও আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছুক শুধু তাঁহারাই যেন আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি জানিতেন কতকগুলি ছাত্র বা যুবককে বক্তৃতার চাতুরীতে মুগ্ধ করিয়া দলে টানিয়া আনিলে চলিবে না। কারণ যখন আন্দোলনের ভাব-প্রাবল্য হ্রাস পাইবে তখন সেই সমস্ত যুবকের সম্মুখে করিবার মত উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ থাকিবে না। কাজেই তাহারা যাইবে কোথায়? তাহারা ভাব-স্রোতের প্রতিকূল হইবে। লজ্জায় তাহাদের আর স্কুল-কলেজে ফিরিয়া যাইবার পথ থাকিবে না। পরিবারের মধ্যে তাহারা 'নিষ্কর্ম্মা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তাচ্ছিল্য ও অনাদরের মধ্যে জীবন কাটাইবে এবং তাহাদের অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা যে না হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে। কেহ কেহ যে নীতিবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিবে না তাহাতে নিশ্চয়তা কি? বলা বাহুল্য, বীরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

"হে বাংলার ছাত্র ও যুবকগণ, তোমরাই দেশের একমাত্র আশা-ও ভরসা-স্থল। তোমরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্ব্বাগ্রে ঝাঁপাইয়া পড়, মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর"—এই প্রকার বাক্যচ্ছটায় যখন বাংলার অন্যান্য নেতা অপরিণামদর্শী ছাত্র ও যুবকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন হাজার হাজার ছাত্র ও যুবক তাহাদের বিদ্যালয় ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। তখন দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এক প্রকার খালি হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। কিন্তু অহিংস অসহযোগ যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল তখন সেই নায়কগণ ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে আর মাতাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কাজেই বহু ছাত্র ও যুবক অকর্ম্মা হইয়া সংসারের বোঝা হইয়া রহিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের মজা এই যে, আন্দোলনে যোগদানকারীদিগের মন ইহাতে এমন চঞ্চল হইয়া উঠে যে, আন্দোলনের পরও কিছুকাল যাবৎ তাহাদের সে চঞ্চলতা আর দূর হয় না। অপর কোন কাজে মন আর তেমন সহজে নিবিষ্ট হইতে চায় না। আর বিশেষভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আরও মজা এই যে, যে সমস্ত যুবক স্বদেশোদ্ধারের নামে জল-তোলা, ঘর-ঝাঁট-দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে তাহারাই আবার সংসারে ফিরিয়া ঐ সমস্ত কাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকে। যাহারা একদিন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবার পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিত তাহারাই আবার পরে আপনাদের মধ্যে সামান্ত কারণে বৃহৎ ব্যবধানের সুউচ্চ প্রাচীর দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া তুলে। কিন্তু মুখের আস্ফালন আর যায় না। আর কোথাও যদি বা দু'চারটি মহৎ-প্রাণ যুবক পল্লীসেবা, পল্লীসংস্কার. কাজে লাগিয়া যান তবে তাঁহারা কাহারও কাহারও রোষকষায়িত লোচন হইতে রক্ষা পান না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কয় জনই বা দেশোদ্ধারে মাতিয়া থাকে! না থাকিবার অর্থনীতি-সূচক সমাজ-কষাঘাতও প্রবল। তাহারা বেকার। সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়। আমরা

দেশের কথা মুখস্থ করিয়া বলি, বড় কথা বড় জায়গায় থাপ খাওয়াইয়া চলি। কিন্তু সেগুলি আন্তরিক নীতি নয় বলিয়াই ছোট জায়গায়—সমাজে, সংসারে, দাম্পত্য জীবনে তাহাদের ছন্দছাড়া জীবন কটূতিক্ত সমালোচনায় উৎকট আকার ধারণ করাইয়া ছাড়ি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার নেতা হইয়াছিলেন। বাংলার এই রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। আর শাসমল সম্পাদক ছিলেন। উভয়ে একই ভাবে অনুপ্রাণিত। বাংলায় এই রাজনৈতিক আন্দোলনে শাসমল চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ-হস্ত। পরে স্বরাজ্যদল গঠন ও পরিচালনে শাসমলের অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা ও বিচিত্র সংগঠন-শক্তি দেশবন্ধুর কাজের দিক্ দিয়া যে কতখানি সহায় হইয়াছিল তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

১৯২১ সালে ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ ভারতে আগমন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছিলেন যে, যুবরাজের ভারতে পদার্পণের দিন সমগ্র ভারতে হরতাল করিতে হইবে। তাঁহারা পূর্ণ হরতাল সাধিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে আদেশ দিয়াছিলেন। শাসমল তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক। বাংলায় যাহাতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় সেজন্য বীরেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কাজেই বাংলার সর্ব্বত্র যুবরাজের ভারতে পদার্পণের দিন (১৭ই নভেম্বর, ১৯২১) পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

পরদিন হইতে সকলে অনুমান করিল, এইবার চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃগণের গ্রেপ্তার নিশ্চিত। দেশমান্য এই নেতৃগণ গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ইহার পর কয়েক দিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভায় অনেক বিষয় আলোচনা হইয়া গেল। ক্রমে গ্রেপ্তারের দিন ঘনাইয়া আসিল।

দেশপ্রাণ শাসমল—

বীরেন্দ্র-সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কারাবরণ

১৯২১ সাল, ১০ই ডিসেম্বর। দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই সকলে চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তার লইয়া কানাঘুষা করিতেছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে শাসমল প্রবল জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী বীরেন্দ্রনাথের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে জানান যে, তিনি বোধ হয় সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার হইবেন। তখনও শাসমল অন্নপথ্য গ্রহণ করেন নাই। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি গ্রেপ্তারের জন্য অন্তরে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা তাঁহার বাড়ীর কাহাকেও জানিতে দেন নাই। তাঁহার আশু গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ যখন তাঁহার বাড়ীর সকলে জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। শাসমলও তাহার বেগ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি চিরদিন কর্ত্তব্যে কঠোর, আকস্মিকতায় অক্ষুব্ধ, তিনি এই চাঞ্চল্যের মধ্যেও আপনাকে দৃঢ় ও সংযত রাখিলেন।

১০ই ডিসেম্বর বৈকালে শাসমল চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে অসুস্থাবস্থায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতি! তারপর বিদায়ের পালা শেষ। যে সভাপতি ও যে সম্পাদক আন্দোলনের প্রায় প্রারম্ভ হইতে একাত্মভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন তাঁহারাই আজ সেইভাবে কারাগারের পথে চলিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার বিচার সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"৯ই জানুয়ারীতে 'পি' 'পি' অর্থাৎ 'পাব্লিক প্রসিকিউটার' অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু ম'শায়, আমার মোকদ্দমার 'ওপ্‌নিং' বা মুখবন্ধটী অতি সংক্ষেপেই শেষ করে'ছিলেন। তিনি বলে'ছিলেন—আমার বিরুদ্ধে গভর্ণ-মেণ্টের কেবল এই অভিযোগ যে, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৭শে নভেম্বরে গৃহীত চারটী প্রস্তাব ছাপাবার জন্য সংবাদ-পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং সেগুলি ১লা ডিসেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং 'সার্ভেণ্টে' প্রকাশিত হ'য়েছিল। 'পত্রিকা' আফিসে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি ইংরেজী নোটিশও তিনি আদালতকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন:—

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২৭শে নভেম্বর রবিবার ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী প্রস্তাব, প্রথম দুইটী একের অসম্মতিতে এবং শেষের দুইটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল:—

প্রথম প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে, গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্রে বাংলার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে, সাধারণের উপর

এবং গভর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপর ভয় প্রদর্শন এবং আইন ভঙ্গ ইত্যাদির যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। এই কমিটী বলিতেছেন যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্ব্বদা শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে কার্য্য করিয়াছেন এবং সেই হেতু এই কমিটী নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে কংগ্রেসের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যে-হেতু এই কমিটীর মতানুসারে স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনারের প্রকাশিত নূতন ঘোষণাপত্রগুলি অন্যায়, অবিচার-প্রসূত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও তৎসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের সমূহ কার্য্যতৎপরতা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোষিত হইয়াছে, সেই হেতু এই কমিটী সাধারণকে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হইতে আহ্বান করিতেছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা সমীপেষু—
ঐ বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করিয়া
আপনার বিখ্যাত পত্রিকায়
প্রকাশিত বাধিত হইব।
বি, এন, শাসমল

তৃতীয় প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যে সকল সভা ও শোভাযাত্রা এত দিন শান্তিতে পরিচালিত হইয়া

আসিতেছিল, সেগুলিকে বিনা কারণে ও অন্যায্যভাবে বন্ধ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কংগ্রেসের শত্রুপক্ষের দ্বারা উত্তেজনা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং যেহেতু যত দিন না সর্ব্বসাধারণ সেই সকল উত্তেজনা ও প্ররোচনাকে অতিক্রম করিতে না শিখিবে তত দিন কোন সভা হওয়া উচিত নহে, সেই হেতু এই কমিটী স্থির করিলেন যে, যে সকল স্থানে এইরূপ হুকুম দিয়া সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থান এই কমিটী কিম্বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির মতানুসারে যত দিন না সম্পূর্ণরূপে সংযত ও নিরুপদ্রব হইয়াছে, ততদিন সে সকল স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রহিল।

চতুর্থ প্রস্তাব

স্থির হইল যে, এই প্রদেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল বিধায়, এই কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশ ম'শায়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর সহিত যুক্তি করিয়া এই কমিটীর তরফে কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার সমূহ ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

বি, এন, শাসমল

সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি।

রায় বাহাদুর ম'শায় বিজ্ঞাপনখানা পড়া শেষ ক'রলে, বিচারকের হুকুমে সেটা আমার কাছে আনা হয়ে'ছিল। আমিও সেটা আদ্যন্ত দেখে ফিরিয়ে দিলে, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীর জবান-বন্দী করাতে সুরু ক'রেছিলেন। প্রথম

সাত জন সাক্ষী 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'সার্ভেন্ট্' অফিসে যে ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে খানাতল্লাসি হ'য়েছিল এবং 'পত্রিকা' অফিসে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে যে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনখানি পাওয়া গিয়েছিল মোটের উপর কেবল সেই মর্ম্মেই জবান-বন্দী দিয়েছিলেন। অবশ্য ১লা ডিসেম্বরের দু'একখানি 'পত্রিকা' এবং 'সার্ভেন্ট্' সংবাদপত্র যে প্রমাণ করা হ'য়েছিল না, এমন নহে।

আট নম্বরের সাক্ষী স্বয়ং মিং স্থইনহোর দপ্তর খানা থেকে, আমি যে তাঁকে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র লিখেছিলাম, সেইখানা আদালতে দাখিল করেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল, তা' বোধ হয় কা'কেও খুলে বলে দিতে হবে না। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ কি ছিল। আমি যে বিজ্ঞাপনখানা সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তা' কেবল দু' উপায়ে প্রমাণ হতে পার্‌তো। প্রথমতঃ, এমন যদি কোনও লোক পাওয়া যেতো, যে শপথ করে বল্‌তো, সে আমাকে বিজ্ঞাপনখানা লিখে সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিতে দেখেছে, তা' হলে আর কোন গোলমালই থাক্‌তো না। কিন্তু এমন কোন সাক্ষী গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ কর্‌তে পারেন নি। স্থতরাং, দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনের যে অংশগুলি হাতে লেখা ছিল, সেগুলি যে আমার হাতের লেখা, তাই প্রমাণ করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের উকীল মশায় বদ্ধপরিকর হয়ে ছিলেন।

এখন হাতের লেখা প্রমাণ কর্‌বার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই যে, একজন লোক এসে বল্‌বে যে, সে আমার হাতের

লেখা চিনে এবং বিজ্ঞাপনের হাতে লেখা অংশগুলি আমারই হাতের লেখা বটে। কিন্তু সে তারিখে যে এমন কোন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত ছিল না, তা একটু পরে দেখাচ্ছি। ৯ই জানুয়ারীর আট নম্বরের সাক্ষীটি কেবলমাত্র আমার হাতের লেখা উল্লেখে একখানা পত্র আদালতে উপস্থিত করেছিলেন; কিন্তু সে পত্র যে বাস্তবিক আমারই হাতের লেখা তা' তিনি বলেন নি, কারণ তা' তিনি জানতেন না। সে দিনের শেষ সাক্ষী একজন শ্বেতকায় সার্জ্জেণ্টকে দিয়ে প্রথমে এই প্রমাণ ক'রবার চেষ্টা হ'চ্ছে বলে আমি অনুমান করেছিলাম যে; সে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় আমার উপর এক সমন জারি ক'রেছিল এবং সেই সমনের পিঠে তা'রই সমুখে আমি আমার নাম দস্তখত ক'রে দিয়েছিলাম। কিন্তু একথা আমাকে আজ স্পষ্ট স্বীকার করতেই হবে, সার্জ্জেণ্টটী শেষ পর্য্যন্ত সত্য কথা ব'লেছিল এবং এতদিন পরে সে আমাকে সনাক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে সে তার সততার পরিচয় দিয়েছিল। সুতরাং সে-দিন কেবল বিজ্ঞাপনের হাতের লেখা অংশগুলি এবং হাতের লেখা একখানা পত্র ও একখানা সমনের পিঠের হাতের লেখা আদালতে তস্‌দিক করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক কার হাতের লেখা, তা' সে-দিন কেউ বলে নি। এখানে বলে রাখি, বিজ্ঞাপনের প্রায় নিরানব্বই ভাগ টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল; বিজ্ঞাপনের পাশে 'অমৃত বাজার পত্রিকাকে' বিজ্ঞাপনটী ছাপবার জন্য যে অনুরোধ ও তার নীচের দস্তখত এবং বিজ্ঞাপনের সর্ব্বনিম্নভাগে যে আর একটী দস্তখত দেখা গিয়েছিল, কেবল সেইগুলিই টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল না।

অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞাপনটীতে গভর্ণমেণ্টের উকীল মশায় কেবল দু'টী দস্তখত এবং আন্দাজ দেড় ছত্র হাতের লেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটীকে ৯ই জানুয়ারীতেও অর্থাৎ আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার ঠিক একমাস পরেও গভর্ণমেণ্ট আদালতে প্রমাণ করতে পারেন নাই এবং সেজন্য রায় বাহাদুর মশায় আবার ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিন নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৬ই জানুয়ারীতে কেবল যাওয়া আসাই সার হয়েছিল, কারণ তারক-বাবু সে-দিন একজন সাক্ষীরও জবানবন্দী না করিয়ে পুনরায় ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোহলত নিয়েছিলেন। ২০শে জানুয়ারীতে আবার সেই ঘটনা ঘটেছিল এবং এবারে দিন পড়েছিল ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। ২৪শে জানুয়ারীতে প্রথম মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গালার খানসামাকে দিয়ে তার ডাক বাঙ্গালার বই থেকে, আমার কয়েকটা দস্তখত ও কিছু হাতের লেখা প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা হয়েছিল। খানসামার কথাবার্ত্তায় মনে করেছিলাম, সেও সেগুলি প্রমাণ কর্‌বার জন্য অসম্মত ছিল না। কিন্তু সে ইংরেজী জানে না বলে প্রকাশ পাওয়ায় তার জবানবন্দী শেষ পর্য্যন্ত কারু কোন কাজে লাগে নি। তারপর একজন সাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার বই থেকে তাঁর হাতের লেখা কতকটা কেন যে আমার এই মোকদ্দমায় প্রমাণ করা হয়েছিল, তা ভগবান তারকনাথ জানেন।

যা' হোক্, ২৪শে তারিখে শেষ যে সাক্ষীর জবানবন্দী হয়েছিল, তাঁর নাম মিঃ ক্রুষ্টার—যিনি গভর্ণমেণ্টের বিরোধীয় হস্তলিপির পরীক্ষক বলে সারা আর্য্যাবর্ত্তে সুপরিচিত। তিনি

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমার হাতের লেখা জান্তেন না, সেই জন্য তিনি শুধু 'এক্সপার্ট' বা হাতের লেখার পরীক্ষকরূপে আমার মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—সেই সর্ব্বনেশে বিজ্ঞাপনটার পাশের 'বি, এন, শাসমল' দস্তখতটী যে হাতের লেখা, মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে সে বইর কয়েকটা 'বি, এন, শাসমল' দস্তখতও সেই হাতের লেখা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত ব'ল্‌তে হচ্ছে, রায় বাহাদুর ম'শায় এই সাক্ষীটিকে কতকগুলি আবশ্যক কথা জিজ্ঞেস করা উচিত বলে মনে করেন নি।

প্রথমতঃ, মিঃ ক্রুষ্টার যে সকল দস্তখত সম্বন্ধে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সে সকল দস্তখতের ফটোগ্রাফ তিনি নিয়েছিলেন কি না তা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না। অথচ একথা আইন-ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন যে, বিনা ফটোগ্রাফে কোনও 'এক্সপার্টের' মতামতের উপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। সময়াভাব হয়েছিল বলে আপত্তি তুল্‌বারও কোন কারণ দেখি না, কারণ আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঠিক দেড়মাস সময় নিয়েছিলেন। বিশেষতঃ ২০শে জানুয়ারীতে দেশবন্ধু ম'শায়ের মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়ে, আমার মোকদ্দমার জন্য মিঃ ক্রুষ্টারকে যে ২৪শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করতে হয়েছিল, তা রায় বাহাদুর ম'শায় বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তবুও কেন যে দস্তখতগুলির ফটোগ্রাফ তোলা হয় নি, তা আমি না জান্‌লেও যাঁদের জানা উচিত তাঁরা

জানেন আশা করি। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে মিঃ স্থইন্‌হোকে আমি যে পত্র লিখেছিলাম, মিঃ ক্রুষ্টারকে সেটা যে কেন দেখান হয় নি, তা বল্‌তে পারি না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝ্‌তে পেরেছি, এই পত্রখানির লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের লেখার সামঞ্জস্য দেখাবার জন্যই, এই পত্রখানিকে আমার মোকদ্দমার নথির সামিল করা হয়েছিল। কিন্তু শেষে গভর্ণমেণ্টের 'হ্যাণ্ডরাইটীং এক্সপার্টকে' কেন যে এ পত্রখানি দেখান হলো না, তা রায় বাহাদুর ম'শায়ই বল্‌তে পারেন। তৃতীয়তঃ, একজন শ্বেতকায় সার্জ্জেণ্টকে দিয়ে একখানা সমনের পিঠের খানিকটা লেখাকে আমার লেখা বলে প্রমাণ কর্‌বার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটাও মিঃ ক্রুষ্টারকে কেউ দেখান্‌ নি। চতুর্থতঃ, 'অমৃত বাজার পত্রিকাকে' অনুরোধ করে বিজ্ঞাপনের পাশে যে দেড় ছত্র হাতের লেখা ছিল, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তাও মিঃ ক্রুষ্টারকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে আমার নামের যে দস্তখতটী ছিল, সে-দিন তার প্রতিও কারু দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ফলতঃ বিজ্ঞাপনের কোন লেখাই আমার হাতের লেখা বলে সে-দিনও প্রমাণ না হওয়ায়, একেবারে পনর দিনের পর ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার মোকদ্দমার দিন পড়েছিল।

৭ই তারিখে বেলা প্রায় বারটার সময় স্থইন্‌হো সাহেবের দোতলার বারান্দায় পৌছ্‌লে শুনেছিলাম, ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমল মশায়কে আমার হাতের লেখা প্রমাণ কর্‌বার জন্য

পাশের একটী ঘরে এনে বসিয়ে রাখা হ'য়েছে এবং শীঘ্রই আমার মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আদালতের কে একজন এসে ব'লে গিয়েছিলেন, তু'টোর জলযোগের পর স্থইন্‌হো সাহেব আমার মোকদ্দমা ধ'র্‌বেন। এর প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে আর একজন কে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল, মেদিনীপুব থেকে বাবু পি, এন, মুখার্জ্জি ব'লে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য এইমাত্র পৌছেছেন।

যা' হোক্, স্থইন্‌হো সাহেবের জলযোগের পর, মেদিনীপুরের পুলিস কর্ম্মচারী বাবু, পি, এন, মুখার্জ্জিকেই সাক্ষীর বাক্সে দেখ্‌তে পাই। তিনি শপথ ক'রে ব'লেছিলেন—প্রায় ন' মাস পূর্ব্বে তিনি কাঁথিতে ডেপুটী পুলিস 'সুপার' কিম্বা নায়েব পুলিশ সাহেব ছিলেন এবং বিগত ন' মাস ধ'রে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্য জায়গায় সেই কাজই ক'রে আস্‌ছেন। তিনি আরো ব'লেছিলেন, তিনি আমাকে পনর কুড়ি বার লিখ্‌তে দেখেছেন এবং সেই জন্য তিনি আমার হাতের লেখা চিনেন। বিজ্ঞাপনের সমূহ হাতের লেখা মায় তুটী দস্তখত আমার লেখা ব'লে তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন, তবে বিজ্ঞাপনের শেষের দস্তখতটী সম্বন্ধে তিনি ততটা নিশ্চিন্ত ছিলেন না—এ কথাও তিনি স্বীকার ক'রেছিলেন। রায় বাহাতুর ম'শায় পরে পরে পূর্ব্বকথিত সমনের পিঠের হাতের লেখা এবং মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে তার কয়েকটা দস্তখতও লেখা তাঁকে দেখিয়েছিলেন; তিনি প্রত্যুত্তরে ব'লেছিলেন, সেগুলি সমস্তই আমার হস্তলিপি।

আমি কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম, মিঃ স্থইন্‌হোকে আমি

যে ১৯২১এর ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র নিজের হাতে লিখেছিলাম, এই সাক্ষীকেও কি জানি কেন গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় সেটা দেখান আবশ্যক বোধ করেন নি। শুধু এই নয়, তিনি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর পর আদালতকে জান্‌তে দিয়েছিলেন, তিনি আর মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের জবানবন্দী করাবেন না। তাঁরা যে এই সময়ে মিঃ স্থইন্‌হোর এজলাসেই ব'সেছিলেন, তা' অনেকে দেখেছেন। এর পর একখানি টাইপ্‌-করা 'চার্জ্জ্‌-শীট্‌' আমার কাছে উপস্থিত করা হ'য়েছিল। এতে আমার নাম পর্য্যন্ত আগে থেকে টাইপ্‌ করা ছিল দেখেছিলাম এবং আরো দেখেছিলাম যে, চার্জ্জের সঙ্গে দাশ ম'শায়, মৌলানা আব্দুর রোউফ ও পণ্ডিত বাজপৈ প্রভৃতির চার্জ্জের কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই ক্রিমিন্যাল্‌ ল য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্‌ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের জন্য সকলকেই এক ভাষায় চার্জ্জ্‌ করা হ'য়েছিল। প্রভেদ ছিল কেবল তারিখের, কেননা অন্য সকলকে অন্য তারিখের অপরাধের জন্য চার্জ্জ্‌ ক'রে, আমাকে ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের অপরাধের জন্য চার্জ্জ্‌ ক'রেছিলেন।

'চার্জ্জ-শীট্‌' পড়া শেষ হ'লে মিঃ স্থইন্‌হো আমাকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, আমি মুখার্জ্জিকে কোনও কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই কি না। তখনও মুখার্জ্জি ম'শায় সাক্ষীর বাক্সে অধিষ্ঠান ক'র্‌ছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে ব'লেছিলাম—

I decline to have any thing to do with the evidence of this witness for two reasons—firstly,

because I am a no-co-operator and I can not therefore take part in these proceedings; secondly, because I find the prosecution has stooped so low as to fabricate false evidence against me through the mouth of this witness and for that reason I consider it disgraceful to have any thing to do with it.'

অর্থাৎ আমি তাঁকে মোটামুটি এই বলেছিলাম যে, দুটী কারণে আমি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক দেখাতে ইচ্ছা করি না। প্রথমতঃ, আমি অসহযোগী এবং সেই জন্য এ মোকদ্দমার কোনও ব্যাপারের সঙ্গে আমি সহযোগ ক'রতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, আমি দেখ্‌ছি এ মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষীর মুখ দিয়ে মিথ্যা সৃষ্টি ক'রতেও কুণ্ঠিত হ'ন্ নি এবং সে কারণে এ সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখাকে আমি ঘৃণার কাজ বলে মনে করি। মিঃ সুইন্‌হো আমার কথাগুলি বোধ হয় এই সাক্ষীর জবানবন্দীর নীচে লিখে নিয়েছিলেন এবং শেষে চার্জ্জের উত্তরে আমি কোনও মৌখিক জবাব দিতে চাই না, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যে একখানা লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিব ব'ল্লে, রায়ের জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতবি হ'য়েছিল।

দু'তিন দিন পরে কিন্তু আমি মিঃ সুইন্‌হোকে লিখে জানিয়েছিলাম, আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'রব না; কারণ কংগ্রেস লিখিত জবাব দাখিল ক'রবার অধিকার দিয়ে থাকলেও,

কংগ্রেস কাউকে তার মোকদ্দমায় কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে হুকুম দেন নি। আমি আমার লিখিত জবাব প্রস্তুত ক'রতে গিয়ে উপলব্ধি ক'রেছিলাম যে, কোন না কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে লিখিত জবাব প্রস্তুত করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার এবং সেই জন্যই আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'র্‌ব না ব'লে শেষে স্থির ক'রেছিলাম। লিখিত জবাব দাখিল ক'র্‌লে আমাকে কেন যে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে হ'তো, তা' পরে ব'ল্‌বো।

এখন, এই যে আমার মোকদ্দমায় বাদী পক্ষ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সৃষ্টি কর্‌'তেও কুণ্ঠিত হন্ নি ব'লে আমি মিঃ স্থইন্‌হোকে ব'লেছিলাম, সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা এখানে ব'ল্‌বো। ১ম, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন এমন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার ইংরেজী-অনভিজ্ঞ একজন খানসামাকে প্রথমে মেদিনীপুর থেকে এখানে আনান হ'য়েছিল কেন? একথা কেউ ব'ল্‌তে পার্‌বেন না যে, প্রমোদ-বাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের ঊর্দ্ধতন রাজ কর্ম্মচারীদের গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে অহরহ দেখা হয় নি। কারণ আমি শুনেছি, এই দু'মাসে মেদিনীপুরে যত রাজনৈতিক মোকদ্দমা দায়ের হ'য়েছিল, তার প্রায় সকলগুলিতেই প্রমোদবাবু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হাজির হ'য়েছিলেন। ২য়, এটাও কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, যখন অবশেষে এই সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা হ'য়েছিল, তখন তিনি বিনা সমনে সে-দিন সকালের মাদ্রাজ কিম্বা বোম্বাই মেলে মেদিনীপুর থেকে কলিকাতায় এসেছিলেন—

যে কারণে কলিকাতায় পৌছ্‌তে বিলম্ব হওয়ায় আদালতকে জলযোগের পর পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতবি রাখ্‌তে বোধ হয় বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল। শুনেছি, তাঁকে সে-দিন আন্‌বার জন্য টেলিগ্রাফ করা হয় এবং সে টেলিগ্রাফে মিঃ সুইন্‌হোর নাম ছিল না। ৩য়, ব্যারিষ্টার মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁ'দেরই সমনে সে-দিন ঠিক সেই সময়ে আদালতে উপস্থিত থাকা সত্বেও, তাঁ'দিগকে বাদ দিয়ে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর জবানবন্দী করান কতদূর শোভনীয় হ'য়েছিল, তা' নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বিশেষতঃ, আমি যখন মিঃ সুইন্‌হোর প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে জান্‌তে দিয়েছিলাম—বাদী পক্ষ মিথ্যা সৃষ্টি ক'রেছেন, তখনও মিঃ লাহিড়ী ও আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আদালতে উপস্থিত থাকায় এবং তখনও গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তাঁদের জবানবন্দী না করায়, দৃশ্য সত্যই বড় অপ্রীতিকর হ'য়েছিল। ৪র্থ, আমি আজ সাত আট বৎসর ধ'রে কলিকাতায় বসবাস ক'রে কলিকাতা হাইকোর্টেই ব্যারিষ্টারি ক'র্‌ছিলাম, প্রমোদবাবু আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায়?

যখন ব্যারিষ্টারি কর্‌'তাম তখন মক্কেল টাকা দিয়ে না নিয়ে গেলে বৎসরে একবারও কখনও কাঁথি গিয়েছি কি না সন্দেহ। ব্যারিষ্টারি পরিত্যাগের পর ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি কলিকাতাতেই বাস কর্‌'তাম এবং তারপর কাঁথি ও তমলুকের মফঃস্বলেই মাসে গড়ে ২৫ দিন ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি। সুতরাং তিনি যে আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায়, তা, আমি কল্পনাতেও আন্‌তে পার্‌ছি না। বলা বাহুল্য যে, আমি আমার

জীবনে কখনো তাঁর বাড়ীতে যাই নি এবং তিনিও কখনো আমার বাড়ীতে এসেছেন বলে আমার স্মরণ হয় না। আমি কখনো আমার জীবনে তাঁকে বা তাঁর বাড়ীর কাউকে কোন দিন পত্রাদি লিখি নি, তিনিও কখনো আমাকে কোন পত্র দিয়েছেন বলে তিনি বল্‌তে পারেন না। বল্‌তে কি, তাঁর সঙ্গে মোট পনর কুড়ি বার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি না সন্দেহ, পনর কুড়ি বার আমাকে লিখ্‌তে দেখা তো দূরের কথা। যতদূর স্মরণ হয়, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল ম'শায়ের বাড়ীতে তিন চার বার, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ম'শায়ের ওখানে পাঁচ ছ'বার, মেদিনীপুরের ডাক বাঙ্গালায় একবার, কাঁথির অসহযোগ সভায় দু'একবার এবং পথে ঘাটে এখানে ওখানে বড় জোর চার পাচ বার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে কখনো লিখ্‌তে দেখেছিলেন কি না, তা যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই নির্দ্ধারণ কর্‌বেন।

তবে একথা আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার কর্‌ছি, বিজ্ঞাপনখানার পাশে যে হাতের লেখা ও দস্তখত ছিল, তা আমারই হাতের লেখা বটে; কিন্তু বিজ্ঞাপনখানার শেষ ভাগে যে দস্তখতটী ছিল, সেটা আমার হাতের লেখা কিনা আমার সন্দেহ হয়। যা' হোক্,' সে দস্তখতটীরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার বলেই আমি আজ স্বীকার করে নিচ্ছি, কারণ আমারই অনুমতিতে আমারই আফিস থেকে সকল বিজ্ঞাপন এক সময়ে সংবাদপত্রে পাঠান্ হয়েছিল। আমি একখানি বিজ্ঞাপনে যা কিছু নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলাম, আমার আফিসের

কর্ম্মী বন্ধুগণ কেবল সংবাদপত্রের নাম আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করে অন্য সকল কথা ও আমার দস্তখতগুলি অন্য সকল বিজ্ঞাপনে নকল করে দিয়েছিলেন। যতদূর সম্ভব পাতা গাঁথ্‌বার সময় আমার হাতের লেখা সংযুক্ত প্রথম পাতার সঙ্গে, কোনও কর্ম্মীর হাতের লেখা সংযুক্ত একটা দ্বিতীয় পাতা ভুলে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বল্‌ছিলাম কি যে—ধর্ম্মাধিকরণে কোনও কারণে সত্যকে মিথ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা কর্‌বার চেষ্টা করা কারু উচিত নয়—বিশেষতঃ, আসামী যেখানে যে কারণেই হোক্ আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌তে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। একথা ইংলণ্ডের আইন-ব্যবসায়ীদের কাছেই আমরা বাল্যকালে শিখেছিলাম। কিন্তু ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতির ভারতশাসন সময়েই এ ঘটনা আজ আমার চোখের সমুখে আমারই মোকদ্দমায় ঘট্‌লো দেখ্‌লাম। তবে একথা একেবারেই বল্‌ছি না যে, সে জন্য আমি বিস্মিত হয়েছি, কারণ এর চেয়ে অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার আমার এই মোকদ্দমাতেই ঘটেছে।

আমি স্বীকার করে নিলাম, সংবাদপত্রে আমিই বিজ্ঞাপনখানি পাঠিয়েছিলাম ; তা হলেই কি ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হতে পারি? পূর্ব্বেই বলেছি, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলাম ; সুতরাং সেই সমিতির ২৭শে নভেম্বর তারিখে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে আমি না পাঠালে পাঠাবে কে? একথাও বোধ হয় কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে, বঙ্গীয়

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বে-আইনি সমিতি ব'লে গভর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন নি। শুধু তা'ই নয়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ২৭শে নভেম্বর তারিখে এই সমিতির যে অধিবেশন হয়ে'ছিল, তার জন্যও আজ পর্য্যন্ত কেউ কারু উপর হস্তক্ষেপ ক'রেছে ব'লে জানি না। এমন কি, এ সভায় উপস্থিত থেকে যাঁরা বিজ্ঞাপন-লিখিত চারটী প্রস্তাব মঞ্জুর ক'রেছিলেন, তাঁদের কাউকেও সে কাজের জন্য গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত পাকড়াও করেন নি; কেবল আমি সমিতির সম্পাদকরূপে সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ ক'র্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ব'লেই যত অপরাধ হ'য়েছিল আমার।

প্রস্তাবগুলির মধ্যেও যদি ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের কোন কথা থাক্‌তো, তা' হলেও' না হয় বুঝ্‌তাম; কিন্তু সেগুলির মধ্যেও কোন অপরাধের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র ভিত্তিহীন এবং কংগ্রেসের কাজ পূর্ব্বের মত চ'ল্‌বে ব'ল্লে, কিম্বা স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনার অনেক অন্যায় কার্য্য ক'রেছেন এবং সেই জন্য শান্তিতে ও নিরুপদ্রব ভাবে কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার জন্য সকলের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া উচিত ব'ল্লে, আজ পর্য্যন্ত এদেশে কেউ কখনো দণ্ডনীয় হয় নি। এ ঘটনাও এর পূর্ব্বে আর কখনো এদেশে ঘটে নি যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একমত হ'য়ে সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ ক'র্‌লে কিম্বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর দেশের গুরুতর সময়ে কংগ্রেসের সকল কাজের ভার অর্পণ ক'র্‌লে, ক্রিমিন্যাল্‌ ল য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্‌ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে লোকে জেলে যেতে পারে। কিন্তু আমার

মোকদ্দমায় এর বেশী অন্য কিছুই ঘটে নি। রায় বাহাদুর ম'শায়কে সেজন্য একদিন আমি আদালতের জ্ঞাতসারে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম যে, চারটে প্রস্তাবের কোন্ প্রস্তাবটী আইনবিরুদ্ধ হয়েছে? তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে ব'লেছিলেন, সকলগুলি প্রস্তাবের সমবেত ফল আইনবিরুদ্ধ হ'য়েছিল! অথচ ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে অপরাধী হ'য়েছি ব'লে, বোধ হয় তাঁরই যুক্তিতে আমার চার্জ্জশীটে সেই দু' তারিখের উল্লেখ দেখেছিলাম। গভর্ণমেণ্ট্ নিশ্চয় অবগত ছিলেন, এই দু' তারিখের মধ্যে কলিকাতায় আদৌ কোন স্বেচ্ছাসেবক বেরোয়নি; এবং এ কথাও বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না যে, ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হ'তে যে সময় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় সেই সময়, আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণই দেওয়া হয় নি যে, আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক কিম্বা কোনও স্বেচ্ছাসেবক সমিতি কিম্বা অন্য কোনও বে-আইনি সমিতির সভ্য ছিলাম কিম্বা তা' কোন প্রকারে পরিচালনা ক'রেছি। আমার বিরুদ্ধে এই একমাত্র অভিযোগ ছিল যে, আমি বিজ্ঞাপনের লিখিত চারটী প্রস্তাব খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমার বিরুদ্ধে প্রমাণও ছিল কেবল সেই এক অভিযোগের পোষকতায়—অর্থাৎ প্রমোদ-বাবুর উক্তি।

তথাপি ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিঃ স্থইন্‌হো আমাকে ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে, ছ'মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে

কারাদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন। এই তারিখেই আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের ঠিক দু'মিনিট পূর্ব্বে দেশবন্ধু ম'শায়কেও ছ'মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'য়েছিল। আমরা রায় শুন্‌বার জন্য দু'জন এক সঙ্গে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতে কোর্টে গিয়েছিলাম এবং এক সঙ্গে এক রায় শুনে দু'জনে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতেই প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরে এসেছিলাম।

আমার এম্নি সৌভাগ্য যে, গ্রেপ্তার হবার দিন যেমন আমি সাত দিন জ্বরের পর সে-দিন প্রথম কিছু পথ্য করেছিলাম, তেম্নি আজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার দিনেও চার দিন জ্বরের পর প্রথম কিছু পথ্য করে আমাকে আদালতে যেতে হয়েছিল। সৌভাগ্য বল্লাম এই জন্য যে, শরীর সম্পূর্ণরূপে পূতঃ না হলে বিধাতার কোন যজ্ঞেই তাকে উৎসর্গ করা যেতে পারে না—তাতে যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অপবিত্রতা সংসাধিত হয়। আমার উপর যজ্ঞেশ্বরের বিশেষ করুণা আমি আজ হৃদয়ের পর্‌তে পর্‌তে অনুভব করেছিলাম, কেননা তিনিই আজ আমাকে তাঁর অপরিসীম করুণায় জ্বর ও উপবাসের দরুণ শারীরিক দুর্ব্বলতা দিয়ে আহুতির জন্য পবিত্র ও অনাবিল ক'রে নিয়েছিলেন। বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শুনে সেই জন্যই বুঝি জন-বহুল আদালত-গৃহে আজ আমার হাস্‌বার শক্তি কোথা থেকে ভেসে এসেছিল এবং সেই জন্যই বুঝি লজ্জার খাতিরে গোপনে বিচারক থেকে আরম্ভ করে সাক্ষী ও এমন কি রায় বাহাদুরের মঙ্গলের জন্যও ভগবানের কাছে নির্ম্মল হৃদয়ে প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আশা করি, এখন আর কাউকে খুলে বলে দিতে হবে না, কেন আমি লিখিত জবাব দাখিল করি নি। লিখিত জবাবে সকল কথা খুলে লিখ্‌তে হলে আমাকে নিশ্চয়ই লিখ্‌তে হ'তো যে, বিজ্ঞাপনখানা আমিই প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রে পাঠিয়েছি 'বলে' স্বীকার করে নিলেও, আইন অনুসারে ক্রিমিন্যাল্ ল' য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হতে পারি নে। প্রমোদ-বাবুর জবানবন্দী বা প্রমাণ সম্বন্ধেও আমার সকল কথা খুলে বলা উচিত হতো। কিন্তু তা'হলে আমি যে আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌তাম, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য বিজ্ঞাপনখানি আমিই সংবাদ-পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কথা ক'টা স্বীকার কর্‌লে কর্‌তে পার্‌তাম ; কিন্তু তার মানে এই দাঁড়াতো যে, আমাকে 'কন্‌ফেসিং' বা একরারী আসামী বলে সকলে ধরে নিতেন। অথচ আমি মনে জ্ঞানে ভগবানের কাছেও এ কথা বল্‌তে পারি নে যে, আমি কোনও অপরাধে অপরাধী হয়েছি।"

বীরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন ১০ই ডিসেম্বর (১৯২১) গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আর তাঁহাদের বিচার ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শেষ হইল। ফল ৬ মাস বিনাশ্রম কারাবাস। মেয়াদ শেষ হইলে ৬ মাস পরে আগষ্ট মাসের মাঝা-মাঝি বাংলামায়ের এই দুই অকৃত্রিম সেবক এক সঙ্গে কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই জনে এক সঙ্গে দেশবন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথ এখনও কি ভাবে এক সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারা আরও

কত দূর এইভাবে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও পাঠক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর কয়েকখানি জীবন-চরিতের মধ্যে দু'একবার ব্যতীত আর বীরেন্দ্রনাথের নাম-উল্লেখ নাই। আবার দেশবন্ধুর কোন কোন জীবন-চরিতে শাসমলকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

কারাগৃহ হইতে মুক্তি লাভের পর যখন বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি গমন করেন তখন দুই লক্ষ নরনারী তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার জেলাবাসী কি দৃষ্টিতে দেখিত তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই সময় মেদিনীপুর-জেলাবাসী বীরেন্দ্রনাথকে 'দেশপ্রাণ' আখ্যা প্রদান করেন। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় বীরেন্দ্রনাথ পাদুকা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া যাওয়ায় বীরেন্দ্রনাথ বিজয়ী বীরের ন্যায় কাঁথি গমনের পর পুনরায় পাদুকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বরাজ্য দল

কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া শাসমল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের পদ পান নাই। বীরেন্দ্রনাথের যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠন-শক্তি ইউনিয়ন-বোর্ড-প্রতিষ্ঠা-প্রতিরোধ-আন্দোলনে প্রকাশ পাইয়াছিল, কংগ্রেসে তাহার মর্য্যাদা হইল না। তিনি আপন কর্ত্তব্যে অটল রহিলেন। তিনি কংগ্রেসের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। অসহযোগের মন্ত্রে যখন কংগ্রেসের কাজ চলিতেছিল তখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক পরিত্যাগের কথাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সব প্রতিষ্ঠান অধিকার করিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ প্রতিযোগিতা করিবার ও দেশবাসীর অধিকতর মঙ্গল সাধন করিবার একটা সুযোগ হারাইতে হইবে। সেই জন্য তিনি গয়া কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা বহুবিধ অবাঞ্ছনীয় আইন সৃষ্টি করিয়া দেশের অনিষ্টোৎপাদন করিতেছে। এই সমস্ত সভায় প্রবেশ করিয়া সভাগুলিকে সংস্কৃত করিতে হইবে এবং সরকারের প্রস্তাবে বাধা দিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য

নির্ব্বাচিত হইলে অসহযোগ মন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হয় না। কংগ্রেসে যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। দেশবন্ধু পরাজিত হইলেন। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলেও দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে এক নূতন দল গঠন করিলেন। নাম হইল 'স্বরাজ্য দল'। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি ও বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি উহার অন্যতম ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হন।

স্বরাজ্য দলের নিয়মাবলী

১৯২৩ সালে ২৩শা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে স্বরাজ্য দল যে কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি বলিতে এই বুঝাইবে যে, এক দিকে আমাদের জাতীয় দাবী বলবৎ করিবার জন্য ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য দ্বৈত শাসন অচল করিতে প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং অন্য দিকে তদুদ্দেশ্যে, এদেশের লোকের যে সহযোগিতা ব্যতীত দ্বৈত শাসন অসম্ভব সেই সহযোগিতা ক্রমশঃ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার উপায় অবলম্বন করা।

দ্বৈত শাসনের বিভিন্ন মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে স্বরাজ্য দলের নীতি প্রয়োগ অর্থে এই

বুঝাইবে যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী দ্বৈত শাসনের প্রতিষেধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা।

এসেম্ব্লি ও বিভিন্ন আইন সভায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মপন্থা প্রচলিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বরাজ্য দল ঘোষণা করিতেছেন যে, দলের প্রধান নীতি অর্থে এই বুঝাইবে যে, জাতীয় উন্নতির পরিপোষক, ও স্বরাজ্য লাভের জন্য জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী দ্বৈত শাসনের প্রতিরোধক, এমন সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যে স্বাবলম্বন।

(১) এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে স্বরাজ্য দল নিম্নলিখিত কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করেন।

(ক) যদি আমাদের অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষিত না হয়, তবে আইন সভার মধ্যে সম্ভব হইলে, আয়ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব বাতিল করা।

(খ) যাহা দ্বারা দ্বৈত শাসন দৃঢ়মূল হয় এমন আইন গঠনে বাধা দেওয়া।

(গ) জাতির উন্নতির পোষক ও ফলে দ্বৈত শাসনের নাশক এমন প্রস্তাবসমূহ প্রবর্ত্তন ও সমর্থন করা।

(ঘ) ভারতীয় জাতীয় মহাসভার গঠনমূলক কার্য্যপন্থায় সাহায্য করা।

(ঙ) ভারতের অর্থ যাহাতে শোষিত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে শোষণমূলক সর্ব্ব-কার্য্য দমনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা

এবং ভারতের অর্থনীতিক ও ব্যবসায়গত স্বার্থ যাহাতে পুষ্ট হয় সেজন্য অনুরূপ অনুষ্ঠান করা।

(চ) শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করা এবং শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্য দূর করা।

(২) গভর্ণমেণ্টের দানে বৈতনিক বা অবৈতনিক ভাবে অথবা অন্য কোন প্রকার পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বরাজ্য দলের কোন সভ্য চাকরী গ্রহণ করিবেন না।

(৩) স্বরাজ্য দলের কার্য্য ফলদায়ক করিবার উদ্দেশ্যে এসেম্‌ব্লি বা প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য স্বরাজ্য দলের সভ্যগণ স্বাধীনতা পাইবেন।

(৪) এসেম্‌ব্লি বা আইন-সভাসমূহে নির্ব্বাচিত হইয়া দলভূক্ত সভ্যগণ দলের নিয়মাদি মানিয়া চলিবেন।

আইন-সভার বাহিরে স্বরাজ্য দল নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিবেন।

(ক) ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, ভারতীয় খৃষ্টান এবং ভারতবাসী অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে মিলন-স্থাপন।

(খ) অস্পৃশ্যতা দূর ও অবনত শ্রেণীদিগকে উচ্চস্তরে আনয়ন।

(গ) গ্রাম-সংস্কার।

(ঘ) কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদিগের সংঘ গঠন এবং স্বরাজ-সংগ্রামে তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা।

(ঙ) ব্যবসায়-ও শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থনীতিক অধিকার লাভ।

(চ) বিভিন্ন প্রদেশের লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদীদিগের দ্বারা অধিকার।

(ছ) স্বদেশী খদ্দর, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, জাতীয় শিক্ষা এবং শালিসী আদালত প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বরাজ্য দল যেমন আবশ্যক মনে করেন তদনুযায়ী কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করা।

(জ) স্বরাজ লাভের জন্য রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে সমিতির উপদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন।

(ঝ) এশিয়ার কৃষ্টি বিস্তারের জন্য, ও এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে পরস্পরের সহায়তা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়ার জাতিসমূহের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য ফেডারেশন গঠন।

শাসমল যে স্বরাজ্য দল গঠনে চিত্তরঞ্জনের সহকর্ম্মী ছিলেন, এমন কি, শাসমলের সংগঠন-শক্তি, কর্ম্মক্ষমতা না পাইলে স্বরাজ্য দল যে এতখানি অগ্রসর হইত না তাহা দেশবন্ধুর জীবন-চরিত-কারগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীও একথা ভুলিয়া গিয়াছেন, শাসমল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-তমলুক ও ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার এই দুই কেন্দ্র হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেশবন্ধুকে মেদিনীপুরের আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি দেশবন্ধুকে সভাপতি করিবার জন্য নিজে সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। দেশবন্ধু সভাপতি হন। কাজেই

বীরেন্দ্রনাথ যে কোন দিন চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করিতে পারেন, তাহা একমাত্র পক্ষপাতদুষ্ট, অবিবেচক, চক্রান্তকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বলিবে না। এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে, চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল নাম দিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিলেও কেহ কখনও তাঁহাকে কংগ্রেস-বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করে নাই।

এই সময় (১৯২২ খৃষ্টাব্দে) বাংলার কংগ্রেসে এক নূতন জিনিষের সূত্রপাত হয়। তাহার ফলে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের গতি বহুধা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইখানে চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতিনিষ্ঠার পরীক্ষা, আর বীরেন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠা ও নির্ভীক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। কারাগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের মধ্যে এক নূতন জিনিষ আমদানী করেন। তিনি ex-revolutionary-দিগকে ডাকিয়া কংগ্রেসের মধ্যে স্থান দেন এবং সেই সঙ্গে no-changer দিগকে কংগ্রেসের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করেন। শাসমল চিত্তরঞ্জনের এই ব্যবস্থায় আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। এই ব্যাপার হইতে অহিংস কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডে বীরেন্দ্রনাথ

স্বরাজ্য দল হইতে কেবল যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার নির্দ্দেশ ছিল, তাহা নহে, স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশের নির্দ্দেশ ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের নির্ব্বাচনে মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসকর্ম্মিগণ বীরেন্দ্রনাথকে নায়ক করিয়া মেদিনীপুর জেলবোর্ড অধিকার করেন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এ সময়ও যে সরকার পক্ষের কেহ কেহ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।

General and Revenue Departments, Bengal

Darjeeling

3rd May.

Dear Mr. Sasmal

I have received your letter of the 27th. April. To be honest, I can not say that I welcome your appointment as Chairman of the D. Bd, Midnapore.

Personally I think that the proper development of a democratic form of Govt in India must be based on representative village institutions and you will, I am sure, understand that I write in no unfriendly spirit, when I say that one finds it difficult to forget your work in bringing village self-govt into disfavour and so setting back the clock. The non-co-operation movement could have been carried on without attacking these infant institutions whose potentialities most people admit. But I need not say any thing more about that.

Yon have been elected now to an important position and if the Minister confirms your election, you have a wide field of work in Midnapore and I shall be only too glad to give you all the help I can in discharging your duties.

1 laid this aside waiting for the Minister's orders confirming you and then forgot about it. But I ought to have written before to acknowledge your letter. I expect you find a great deal to do on the D. Bd and I hope you

will be able to give the work the time of needs. I am leaving Darjeeling to-morrow. It looks as though the monsoon has come at last.

Yours sincerely
(Sd) S. W. Goode.

অর্থাৎ

বাঙ্গালার সাধারণ ও রাজস্ব বিভাগ

দার্জ্জিলিঙ্
৩রা মে

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আমি আপনার ২৭ শা এপ্রিল তারিখের পত্র পাইয়াছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমি একথা বলিতে পারি না যে, আমি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আপনার নিয়োগ পছন্দ করি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভারতের প্রকৃত গণতন্ত্র, প্রতিনিধিমূলক গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের উপর অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি নিশ্চিত জানি, আমি যে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ভাব লইয়া ইহা লিখিতেছি না তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতেছি, আপনি গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনকে অশ্রদ্ধার বস্তু এবং একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারকে অনির্দ্দিষ্ট করিবার পক্ষে যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা লোকে স্বীকার করে। সেগুলিকে

আক্রমণ না করিয়া অসহযোগ আন্দোলন চালান যাইতে পারিত। কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাই না।

আপনি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনার নির্ব্বাচন সমর্থন করেন তাহা হইলে আপনি মেদিনীপুরে কাজ করিবার এক বিশাল ক্ষেত্র পাইবেন। আমি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতিশয় আনন্দের সহিত সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিব।

২৬।৬।২৩

আপনার নিয়োগ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনের আদেশ অপেক্ষা করিয়া এই পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং ইহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বেই আপনার পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ লেখা উচিত ছিল। আমি আশা করি, আপনি জেলা বোর্ডে অনেক কাজ করিতে পারিবেন, এবং কাজের জন্য আবশ্যক সময়ও দিতে পারিবেন। আমি আগামী কল্য দার্জিলিঙ্ পরিত্যাগ করিব। মনে হয় যেন বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়াছে।

একান্ত আপনার—

(স্বাক্ষর) এস, ডব্লিউ, গুড্

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া নিরলস পরিশ্রম ও স্বার্থশূন্য সেবা দ্বারা মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা এক কথায় অতুলনীয়। ইহার পূর্ব্বে প্রায় ৪০ বৎসর কাল জেলা-বোর্ড ও লোক্যাল

বোর্ড প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও জেলাবাসীর শতকরা ৯০ জন লোক ইহার কিছুই জানিত না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় অদ্ভুত কার্য্য-ক্ষমতা ও কর্ম্ম-কৌশলের বলে মেদিনীপুরের নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকেও জেলাবোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড কি, এই প্রতিষ্ঠান-গুলি কাহাদের, তাহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হয়, ভোট গ্রহণ কি—এই সব ব্যাপারে জেলাবাসী সকলেরই একটা ধারণা জন্মিয়াছে। নিরক্ষর কৃষককুল তাহাদের সুখ-সুবিধা দাবী করিতে শিখিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—জেলাবোর্ড তাহাদেরই প্রতিষ্ঠান। জেলাবোর্ডের অর্থ তাহাদেরই হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। জনসাধারণের মধ্যে এই যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হইয়াছে ইহার মূল শাসমলের যাদুকরী শক্তি। এখানেও আবার বলিতেছি, বীরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের দরদী নেতা, আপন জন। জেলাবোর্ডের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য, দেশের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে জেলার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। কোথায় কত পরিমাণ রাস্তা প্রস্তুত করিলে সাধারণের সুবিধা হইবে, কোথায় বিদ্যালয় স্থাপন করিলে গ্রামবাসীর মঙ্গল হইবে, কোথায় কূয়া ও পুষ্করিণী খনন করিলে প্রকৃত জলাভাব বিদূরিত হইবে, কোথায় ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে জনসাধারণের অসুবিধা হইবে না—তাহারা ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাইবে—এই সমস্ত বিষয় বীরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কেবলমাত্র জেলাবোর্ডের কর্ম্মচারীদিগের প্রদত্ত

বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন। জেলাবোর্ডের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত পুস্তক প্রচলন করিলে বালক-বালিকাগণের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহারা জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এমন পুস্তক প্রচলনের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিল্প শিক্ষার জন্য তিনি জেলাবোর্ড হইতে বৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে জাতীয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের কার্য্যকালে জেলাবোর্ডের কোন কর্ম্মচারী অসন্তুষ্ট ছিল না। বীরেন্দ্রনাথ নিয়মশৃঙ্খলা উত্তমরূপে পালন করিয়া চলিতেন। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব জাগ্রত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে দিকে তাঁহার সতত দৃষ্টি থাকিত। জেলাবোর্ডের অর্থ জনসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য। কিসে জনসাধারণের এই অর্থ তাহাদের হিতের জন্য ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে পারেন বীরেন্দ্রনাথ সে জন্য নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তিনি জেলাবোর্ডে থাকিয়া জেলাবোর্ডের আয় বহু পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান সেই সময় বাংলার তদানীন্তন লাট সাহেব লর্ড লিটনের সেক্রেটারী চেয়ারম্যানকে জানাইলেন—গভর্ণর বাহাদুর মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাইবেন। বীরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে জানাইলেন—"আমারও ভ্রমণ তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ঐ সময় আমি বাহিরে থাকিব।" কিন্তু রায় বাহাদুর শীতলপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সদস্যগণ

জেলা বোর্ডের সভায় প্রস্তাব আনিলেন—গভর্ণরকে অভিনন্দন দেওয়া হউক্। চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বহুপূর্ব্বে একবার এইরূপ অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু একাউন্ট্যান্ট্ জেনারেল ঐ খরচ না-মঞ্জুর করায় সদস্যবর্গকেই উহা বহন করিতে হয়।" রায় বাহাদুর প্রভৃতি বলেন—"বেশ এবারেও আমরাই দিব"। তখন চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"তাহা হইলে আর বোর্ডের সহিত উহার সম্পর্ক কি? প্রস্তাব বাতিল হইল। অন্য কাজ আরম্ভ হউক্"। রায়বাহাদুর প্রভৃতি সভা-ত্যাগ করিলেন। মেদিনীপুরে লাট সাহেবের আগমন সম্পর্কে মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

গ্রেহামের পত্র

Midnapore
4. 10. 23.

Dear Mr. Sasmal

I should esteem it a great favour if you could come and see me now or as soon as convenient to you before I0 a.m. to-day. I wish to discuss with you the subject of calling a public meeting in the matter of His Excellency's visit. Kindly excuse this short notice.

Yours sincerely
(Sd) Hubert Graham

অর্থাৎ

মেদিনীপুর ৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ শাসমল

আপনি যদি এখন অথবা আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বে আপনার সুবিধা মত আসিয়া আমার সহিত দেখা করেন তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব। গর্ভর্ণর বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা আহ্বান সম্পর্কে আপনার সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাইবার জন্য ক্ষমা করিবেন।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষর) হিউবার্ট গ্রেহাম

বীরেন্দ্রনাথের পত্র

Midnapore

4. 10. 23

Dear Mr. Graham,

Kindly do not misunderstand me as to what I am writing below. I did not want to tell anybody about my own mentality regarding the visit, but you have forced me to do so at this stage. The duties are coming and one ought to be very careful about his own future.

I am sorry I can not personally take part in His Excellency's visit to this place. My reason is obvious. The government which sent me to jail without any evidence whatever can not expect co-operation from me on an occasion like this. I say "personally", because you have addressed me not as Chairman. I would beseech you to consider my personal feeling in this matter and excuse me for my inability to go to your place now.

I thank you very much for the information you sent me yesterday about scrutiny.

Yours sincerely
(Sd) B. N. Sasmal

অর্থাৎ

মেদিনীপুর ৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ গ্রেহাম

আমি নিম্নে যাহা লিখিতেছি তাহা হইতে আমাকে ভুল বুঝিবেন না। (গভর্ণর বাহাদুরের) আগমন সম্বন্ধে আমার নিজের মনোভাব কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি আমাকে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে

বাধ্য করিয়াছেন। কর্ত্তব্য সমাগত, প্রত্যেকেরই তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত।

গভর্ণর বাহাদুরের এখানে আগমনে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিতে পারি না, এজন্য দুঃখিত, কারণ সুস্পষ্ট। যে গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা প্রমাণে জেলে পাঠাইয়াছিলেন সেই গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার নিকট হইতে কোন প্রকার সহযোগিতা আশা করিতে পারেন না। 'ব্যক্তিগতভাবে' এই কথা বলিবার কারণ এই যে, আপনি আমাকে চেয়ারম্যান হিসাবে পত্র লিখেন নাই। বর্ত্তমান বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মনোভাব বিবেচনা করিতে, এবং এখন আপনার নিকটে যাইতে না পারায় ক্ষমা করিতে অনুরোধ করি।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষর) বি, এন, শাসমল

গ্রেহামের পত্র

Midnapore

4. 10. 23

Dear Mr. Sasmal;

I am obliged to you for your note, in which you have placed your views and your position before me. I assure you that I appreciate very much the courteous manner in which you have placed your refusal. Under the circumstances

no useful purpose would be served by our meeting at the present stage.

Yours sincerely
(Sd) Hubert Graham

অর্থাৎ

মেদিনীপুর
৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ শাসমল

আপনার পত্র পাইয়া বাধিত হইলাম। আপনি পত্রে আপনার মনোভাব ও অবস্থার কথা বিবৃত করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, আপনি যে প্রকার সৌজন্য সহকারে আপনার অসম্মতি জানাইয়াছেন তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। এই অবস্থায় আপনার ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎ হইলেও ফললাভ হইত না।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) হিউবার্ট গ্রেহাম

এই সময় মেদিনীপুর জেলায় যে কয়জন আই-সি-এস ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ইউরোপীয়। ইঁহারা সকলেই জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জেলাবোর্ডের এক সভায় একটি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ঘটনার পর সরকার-মনোনীত

সদস্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী চেয়ারম্যানের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার মধ্যে ৭৮টী সভায় বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে সভা আরম্ভ হইলে ভাদুড়ী বলেন, "আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি।" চেয়ারম্যান বলিলেন, "তাহা এখন কিরূপে সম্ভব?"

অবশেষে ভাদুড়ী আর কখনও এরূপ প্রস্তাব আনিবেন না প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি পান। যখন জেলাবোর্ডে এইরূপ ব্যাপার, তখন একদিন মেদিনীপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে (বীরেন্দ্রনাথকে) তাঁহার বাংলায় কোন কারণে আহ্বান করেন। বীরেন্দ্রনাথ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় দেখা করিতে যান নাই। অধিকন্তু তিনি পত্র লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যাহা জানাইয়া ছিলেন তাহার অর্থ এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি দরকার মনে করেন তবে তিনি চেয়ারম্যানের অফিসে আসিয়া বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৮ টার মধ্যে দেখা করিতে পারেন। পরাধীন জাতির কয়জন পুরুষ এরূপ ভাবে স্বীয় তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন! যে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়াছিল সেই মেদিনীপুর বীরেন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়াছে। ধন্য মেদিনীপুর! কিন্তু দুঃখ এই যে, তুমি এখনও তোমার প্রতিবেশী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছ। তোমার অপরাধ—তোমার সরলপ্রাণ, স্বাধীনচিত্ত, বীরহৃদয় সন্তানগণ অপরের তোষামোদ করিতে পারে না, চালাকী দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে ও অতি-

সস্তায় নাম জাহির করিতে পারে না এবং সর্ব্বোপরি উচ্চশির অবনত করিতে পারে না।

বাংলার কেন্দ্রস্থল ঐ মেদিনীপুর! ইহাকে শাসমল শিশুর মত লালন-পালন করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী ইহা ভুলিলেও কাল ভুলিবে না। মেদিনীপুর শাসমলকে পাইয়াছিল। মেদিনীপুরের ক্ষুব্ধ অন্তর শাসমলেরই আত্মার জন্য গুম্‌রাইতেছে। বাংলার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মেদিনীপুরে আগুন জ্বালাইয়া গিয়াছে। কত প্রাণ সেই শিখায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের অন্তর-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আরও কত প্রাণ বিলীন হইয়া যাইবে। মেদিনীপুরের অতীত উজ্জ্বল, বর্ত্তমান চঞ্চল—ভবিষ্যৎ নিশ্চিতই সুখময়। সেখানকার পটভূমিতে বৈচিত্র্যময়তায় ছন্দ চলিতেছে। মেদিনীপুর আজ গুম্‌রাইবে, কিন্তু ইহার মধ্য হইতেই সে শক্তির বিকাশসাধন করিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বীরেন্দ্রনাথ

১৯২৩ সালের মধ্য ভাগ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে আবার এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই স্বরাজ্য দলের মনোনীত ব্যক্তিকে সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার জন্য ভোট সংগ্রহে মাতিয়া গেলেন। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ জেলা মেদিনীপুরের কাঁথি-তমলুক যুক্তকেন্দ্র হইতে সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। আর তিনি সেই সঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্র হইতেও সভ্যপদপ্রার্থী হইলেন। যখন ভোট গণনার ফল বাহির হইল তখন দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ উভয় কেন্দ্র হইতেই সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে কোন সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে দুই বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া বীরেন্দ্র-নাথের মত আর কেহ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনকে লইয়া যাইতে হইবে। সেজন্য তিনি তাঁহার নিজ জেলার আসনখানি চিত্তরঞ্জনকে ছাড়িয়া দিলেন। এই ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথের যে কেবল রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তিনি যে চিত্তরঞ্জনকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মেদিনীপুর হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন, কাজেই চিত্তরঞ্জনকে

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিবার অধিকার মেদিনীপুর-বাসীর আছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের কাজ পরিচালিত করিবার ভার বীরেন্দ্রনাথের উপর ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি স্বরাজ্য দলের হুইপ ছিলেন। স্বরাজ্য দল পরিচালনে বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের উপযুক্ত সহকর্ম্মী। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদিগের সহিত যে চুক্তি করেন, একমাত্র শাসমলই তাহার পোষকতা করিতেন এবং এইজন্য তাঁহাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার একদল লোক বলিত—"শাসমল, ও মুসলমানের সামিল, ও মুসলমানের সঙ্গে চুক্তি কর্‌বে এ আর আশ্চর্য্য কি?" বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না। কোন কারণে কোন সময়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে মতভেদ হইলে বীরেন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা অপরের মনঃপূত বা প্রীতিকর হইবে কিনা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুস্পষ্ট অথচ দৃঢ়ভাবে সেই সত্য প্রকাশ করিতেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি ব্যবহারেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের মত নেতাকেও বীরেন্দ্রনাথ আপনার নিঃসঙ্কোচ অভিমত জ্ঞাপন করিতে অথবা আবশ্যক হইলে তাঁহার ত্রুটি প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি চিত্তরঞ্জনের কথা মানিয়া চলিতেন। কিন্তু কোন সময় তাহা বিবেক-বিরোধী বোধ হইলে তিনি সেই কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভুলিতেন না।

তৎকালে একমাত্র বীরেন্দ্রনাথই চিত্তরঞ্জনের কথার বিরোধিতা করিতে বা তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে সাহসী ও সমর্থ ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশে স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা প্রদর্শন করিবার জন্য নায়ক চিত্তরঞ্জনকে নানা ফন্দী-ফিকির অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের ভক্ত, স্বরাজ্যদল-মনোনীত তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দেশবন্ধু ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট্‌ ন্যাশ্‌ন্যালিষ্ট্‌ দল ও মুসলমান দলের কয়েক জনের সহিত রফা করিয়া তিন তিন বার মন্ত্রিগণের বেতন নাকচ প্রস্তাব পাশ করেন। এই অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া তাঁহাকে কত প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনুরোধ, উপরোধ, আবদার তো ছিলই, এমন কি, রংপুরের একজন সভ্যের পায়ের নিকটে হাত রাখিতেও দেখিয়াছি।" চিত্তরঞ্জনের এইভাবে জোড়াতালি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টার মধ্য দিয়া স্বরাজ্য দলে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে।

১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড্‌' কাগজের সম্পাদক হওয়ার কথা বীরেন্দ্রনাথকে জানান। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সুভাষ-বাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হইয়া নীতিবিরোধী লোকদিগের প্রতি নানাভাবে রাজনৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করায় শাসমল বুঝিতে পারিলেন যে, সুভাষ-বাবু 'ফরোয়ার্ড্‌' কাগজের সম্পাদক হইলে তাঁহার পক্ষে ঐ কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্‌টারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা

সম্ভব হইবে না। সেই জন্য তিনি স্বেচ্ছায় 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদ ত্যাগ করেন।

১৯২৪ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন নূতন সংস্কৃত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংস্কৃত আইনে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির 'কলিকাতা কর্পোরেশন' নাম হয় এবং চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে নূতন মেয়রের পদ সৃষ্টি হয়। এই মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনেও স্বরাজ্য দল চিত্তরঞ্জনকে পুরোভাগে রাখিয়া কর্পোরেশন দখল করে। চিত্তরঞ্জন মেয়র নির্ব্বাচিত হন। কর্পোরেশন অধিকার করিবার পর চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেহ কেহ শাসমল 'মাহিষ্য' বলিয়া আপত্তি তুলিতে লাগিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের নিকট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদেরই প্ররোচনায় চিত্তরঞ্জনও সুভাষচন্দ্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। এই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিয়োগ ব্যাপার লইয়া কেহ কেহ শাসমলকেই দোষান্বিত করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে।

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে শাসমল চিত্তরঞ্জনকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। ইহার দিন কয়েক পরে একদিন বীরেন্দ্রনাথের বাসায় তাঁহার পরিচিত দুই তিনটি যুবক উপস্থিত হইয়া বলে,

"মশায়, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি একটু শোনেন, ভাল হয়।" শাসমল পূর্ব্ব হইতেই ঐ যুবকদের মতি-গতি জানিতেন। তিনি বলেন—"তোমরা যে প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌তে চাচ্ছ তা আমার কাছে গ্রহণীয় নয় জেনেও এসেছ। তবে বল্‌তে চাও বল।" তখন জনৈক যুবক বলে, "কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফের পোষ্ট নিয়ে গোলমাল চলেছে, তা'ত আপনি শুনেছেন। আমাদের দলের একজন মাসিক পাঁচ শত টাকা নিয়ে বাকী টাকাটা আমাদের দলের ফাণ্ডে দিতে রাজী আছেন। এখন আপনি যদি মাসে পাঁচ শত টাকা নিয়ে বাকী টাকাটা আমাদের ফণ্ডে দিতে রাজী হন, তা'হ'লে আমরা দেশবন্ধুর কাছে আপনার নাম প্রস্তাব করি। দেশবন্ধু নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজী হবেন। তা'হ'লেই গোলমাল চুকে যায়।"

ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া যুবকদিগকে কিল চড় মারিয়া গলা ধাক্কা দিয়া তাঁহার বাসা হইতে তাড়াইয়া দেন। আমাদের মনে হয়, এই যুবকেরা কেবলমাত্র বীরেন্দ্রনাথের মন ও মত পরীক্ষা করিবার জন্য একটা অছিলা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা ভালভাবেই জানিত—বীরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে কখনই রাজী হইতে পারেন না। তবু যাই একবার জ্বালাতন করিয়া আসি। এই যুবকের দল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে সভাপতির (বীরেন্দ্রনাথের) অভিভাষণের মিথ্যা ত্রুটি উল্লেখ করিয়া কুৎসিত কলহ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পরে তাঁহার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা আজ আইন

সভার সভ্য, কেহ বা অহিংস কংগ্রেসের তথাকথিত নেতা। কিন্তু এখনও তাহারা শাসমলের নামে জলগ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ। কারণ সব পার্থক্যের সহিত আপোষ সম্ভব হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জাতিবিদ্বেষ মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিয়া বলেন—"আপনি revolutionaryদিগকে কংগ্রেসে আসিতে দিতেছেন। তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের দলের কাজ করিতেছে।" চিত্তরঞ্জন বলেন—"তাহারা চারি আনা চাঁদা দিয়াছে, সুতরাং তাহারা থাকিবে।" (বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য হওয়ার চাঁদা চারি আনা) তখন শাসমল বলেন,—"ইহার জন্য যদি কংগ্রেস কখনও জাহান্নমে যায় তখন আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।" ইহার পর শাসমল চলিয়া যান।

সে-দিন রাত্রে যুবকগণ বীরেন্দ্রনাথকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা তিনি শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় প্রভৃতিকে জানান। অনিল-বাবু বলেন—"এখানে (অর্থাৎ কংগ্রেসে) merit অর্থাৎ গুণের স্থান নাই।" তিনি আরও বলেন যে প্রকৃত ব্যাপার তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। অনিলবাবু অনুসন্ধানের পর বীরেন্দ্রনাথকে জানান যে, ৬।৭টি দল সুভাষ-বাবুকে দাঁড় করাইয়াছে। অনিল-বাবু সকল দলকে শাসমলের অনুকূলে রাজী করাইয়াছিলেন। কিন্তু একটি দলকে রাজী করাইতে পারেন নাই, তাহা revolutionary দল।

এই সব ব্যাপার চিত্তরঞ্জনের কর্ণগোচর হয়। তিনি শ্রীযুক্ত আবুল কালাম আজাদকে দিয়া শাসমলকে ডাকিয়া পাঠান।

বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইলে চিত্তরঞ্জন বলেন, "তুমি Chief Executive Officer (অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা) হইবে ঠিক হইয়া রহিয়াছে, তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন?" তখন শাসমল বলেন—"বড় বড় কাউন্সিলার (সভ্য) আমাকে বলিয়াছেন, আপনি সুভাষ-বাবুকে ভোট দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।" চিত্তরঞ্জন বলেন—"উহা মিথ্যা কথা।" তখন বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"তাহা হইলে আপনি party meetingএ (অর্থাৎ স্বরাজ্য-দলের সভায়) বলিয়া দিবেন যে, আপনি সুভাষ-বাবুর পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তাহার পর যাহা হয় হইবে"। এই প্রস্তাবে চিত্তরঞ্জন রাজী হন।

ইহার দুই এক দিন পরে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে স্বরাজ্য-দলের সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদের জন্য শাসমলের নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত নসিম আলি তাহা সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের যে statement (অর্থাৎ বিবৃতি) দেওয়ার কথা ছিল তাহা তিনি দেন নাই। ভোটের সময় বীরেন্দ্রনাথের নাম টিকিল না। সুভাষ-বাবু স্বরাজ্য-দলের পক্ষ হইতে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাপদে মনোনীত হইলেন। ইহার পর কর্পোরেশনের সভায় মাসিক ১৫০০৲ (পনর শত টাকা) বেতনে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন।

চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার তাঁহার "দেশবন্ধু-স্মৃতি" পুস্তকে ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সে-বার নদীয়া জেলার ভেড়ামারা গ্রামে নদীয়া জেলা প্রজা-

কন্‌ফারেন্‌সের (অর্থাৎ প্রজাসম্মেলনের) অধিবেশন ছিল। আমি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং দেশবন্ধু সে সভায় উপস্থিত হওয়াতে বিস্তর জনসমাগম হইয়াছিল। ভেড়ামারায় যেখানে দেশবন্ধু ছিলেন, মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জিও সেইখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কথায় কথায় বুঝা গেল, মিঃ ব্যানার্জ্জি করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসারের পদপ্রার্থী হইয়া এই সুযোগে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আসিবার আগে শ্রীযুক্ত বীরেন শাসমল আমায় বলিয়াছিলেন যে, কর্‌পোরেশনের ঐ পদে দেশবন্ধু যদি তাঁহাকে মনোনীত করেন তাহা হইলে তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা মাত্র এলাউয়েন্‌স্ লইয়া কাজ করিতে রাজী আছেন। (১) মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবের পর সুযোগ বুঝিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের কথা জানাইলাম। দেশবন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, বীরেন দরখাস্ত কর্‌লে আমি বাঁচি। হরিধন দত্ত, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ও জে, সি, মুখার্জ্জী তিনজনে ধরেছে। বীরেনের নাম প্রস্তাব হলে এদের আমি সাফ জবাব দিতে পারি। ভেড়ামারা হইতে ফিরিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলকে দেশবন্ধুর মনোভাব জানাইলাম। কিন্তু এই কথা প্রচার হইবামাত্র কলিকাতার দলের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়া গেল। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' এসে কলিকাতায় রাজত্ব কর্‌বে ?—একথাটাও দলের একজন পাণ্ডার মুখে শুনা গেল। শাসমলকে হঠাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে নানা

(১) শাসমল যে মাসিক পাঁচ শত টাকা লইয়া কাজ করিতে রাজী ছিলেন তাহা তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টিতে ভোটের সময় শাসমলের নাম টিকিল না। দেশবন্ধুও দলভঙ্গের ভয়ে আর জোর করিতে পারিলেন না।”

১৯২৪ সালের ১লা মে তারিখের ক্যাপিট্যাল (Capital) পত্রিকা কলিকাতা কর্‌পোরেশনের চীফ্‌ একজিকিউটিভ্‌ অফিসারের পদে নিয়োগ ব্যাপার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

On the command of Mr. C. R. Das, the Mayor, the Swarajists in the Calcutta Corporation at the meeting last week elected Mr. Subhas Chandra Basu, his well-behaved disciple, as Chief Executive Officer on Rs. 1500- per mensem.

There have been many farces played in the hall of Calcutta Corporation, but none so droll as this. It has been originally decided by the Swarajist caucus to reward the services of Mr. Sasmal with the glittering job of Chief Executive Officer. Later on it was discoursed that his preferment would offend the 'Kayastha clique', a risk Boss-Dass could not afford to run. So the strong man of Midnapore was pushed out of the way to make room for the Ex Civil Servant who boldly left the celestials to become a non-co-operator.

অর্থাৎ মিঃ সি,আর, দাশের আদেশে গত সপ্তাহে করপোরেশনে স্বরাজ্য-দলের সভ্যগণ এক সভায় তাঁহার সুশীল শিষ্য

সুভাষচন্দ্র বসুকে মাসিক পনর শত টাকা বেতনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কক্ষে অনেক প্রহসন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর ঘটে নাই। প্রথমে স্বরাজী সভ্যগণ মিঃ শাসমলকে চীফের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কর্ম্মের পুরস্কার দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, ইহাতে কায়স্থগণ চটিয়া যাইবেন। দলপতি দাস এই বিপদের সম্মুখীন হইতে অপারগ। যে পূর্ব্বতন সিভিলিয়ান অসহযোগী হইবার জন্য চাকুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুকূলে মেদিনীপুরের বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে কোণঠাসা করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

উপরোক্ত প্রকারের অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি বাংলার শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রে নহে, অন্যান্য বহু জনহিতকর ব্যাপারে তূষের আগুনের ন্যায় ধূমায়িত হইতে থাকায় বাংলার অবস্থা আজ এমন কালিমাময়। এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় কি না জানি না। তবে যদি কখনও এই বিশাল ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উল্লিখিত-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা অর্জ্জিত হয় তবে তাহাতে নিষ্পেষিত ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখ আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে মনে হয় না। তাহাদের দুঃখরজনী প্রভাত হইবে না। তাহারা আজ যে তিমিরে কাল হরণ করিতেছে তাহাদিগকে সেই তিমিরে কত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিমজ্জিত থাকিতে হইবে।

বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনে, চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবনে শাসমল যে কিরূপ জড়িত ছিলেন তাহা

পাঠকগণকে একে একে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া একটা মুখের কথা বলিতে পারিলেন না। কি অবস্থা-বিপাকে পতিত হইয়া তিনি এরূপ বিসদৃশ আচরণ করিতেছেন তাহাও একবার সহকর্ম্মী শাসমলের সহিত পরামর্শ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন। তিনি যাঁহার সহিত আন্দোলনের প্রারম্ভ বা পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, যিনি অবিচার পাইয়াও প্রতিহিংসা পোষণ না করিয়া নীরবে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যান তাঁহাকে একটা কথা বলা দরকার মনে করিলেন না। চিত্তরঞ্জন আপনি লজ্জিত অথবা যে কারণেই হউক, শাসমলকে একখানি পত্র লিখিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে সুভাষচন্দ্রের নিয়োগের কথা জানাইয়া দিলেন। তিনি যে বীরেন্দ্রনাথের সহিত আর এক যোগে কাজ করিতে পারেন না বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, এই কথাটাই যেন দেশবন্ধুর পত্র লেখার রীতির মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। চিত্তরঞ্জন তথা স্বরাজ্য দলের উপর কোন দুনির্দ্দেশ্য প্রভাব বিস্তৃত হইল? দলের প্রাধান্য ও জাতি-বিদ্বেষের প্রাধান্য।

জাতি-বিদ্বেষের কথায় কেবলমাত্র বলিতে পারি, বিবেকানন্দ ১৮৯৪ সালে আমেরিকা হইতে দিউমানজি সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ঈর্ষ্যাক্রান্ত জাতি। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, এই ঈর্ষ্যার উৎপত্তি সভ্যতার চাপে। ইহা যৌনক্ষুণ্ণ বাঙ্গালী হিন্দুর অস্থিরাত্মক মনের উপর অপরিবর্ত্তনীয়

সমাজের অর্থনৈতিক ব্যতিকরণ। শ্রেণীউচ্চতার পরিচয় কি এই সর্পিল গতিতে ?

বীরেন্দ্রনাথের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি এই জন্য ক্ষুব্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে জাতিতে ছোট বলিয়া মতভেদের জন্য দলাদলি করিয়া তাড়াইয়া দিল। এই ব্যাপারে চালাকী বা কৌশলজাল যে কোথায় তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর চলিয়া গেলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতে তিনি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরের রাজনীতির সহিত জড়িত রহিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রের এক স্থানে বীরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছেন—"আপনার public life হইতে বিদায় গ্রহণ দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্য। তবে একথাও বলি স্বরাজ্য দল যেরূপ নৈতিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার বলে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কোনও আত্ম-সম্মানজ্ঞান-বিশিষ্ট লোক ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না। আমি কাঁথির জনসাধারণের সভায় বলিয়াছিলাম যে, দেশবন্ধুর পরই আপনার স্বার্থত্যাগ—স্বয়ং ঋণজালে জড়িত এবং পুনরায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন কিনা জানি না। আপনি যদি practice না করেন তবে সংসার কি প্রকারে চালাইবেন বুঝি না। কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer এর পদ আপনারই প্রাপ্য জানিতাম। কিন্তু স্বরাজ্য দলের কি অভিসন্ধি ছিল জানি না। আপনাকে চালাকী করিয়া ignore করিল।"

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্ব ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান

১৯২৪ সালে বীরেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি অর্থাভাবে কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বাংলার বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনের মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নিকট অনুরোধ আসে। তিনি মন্ত্রীর পদ গ্রহণে অসম্মত হন। এই সময় বীরেন্দ্রনাথের দারুণ অর্থাভাবের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে জিদ করেন। কিন্তু শাসমল আপন কর্ত্তব্যে অটল, সেখানে বন্ধুত্বের প্রশ্ন নাই, আত্মীয়তার কথা নাই, আছে নৈতিক কঠোরতা ও নির্ম্মম সংযম। এই ভাবে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া যেমন তিনি তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হইয়াছেন এবং আর্থিক দুর্গতি দূরীকরণের সহজ উপায় পরিহার করিয়া পারিবারিক দৈন্য ও ঋণজাল বৃদ্ধি করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি আপনাকে কঠোর পরীক্ষাগ্নির মধ্যে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মহীয়ান্ ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ সহজ পথের পথিক নয়, দুর্গম বন্ধুর পথের তিতিক্ষা-পরায়ণ অক্লান্ত যাত্রী। ইহা বীরেন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। তখন চিত্তরঞ্জন সিমলায় ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল—তিনিও গ্রেপ্তার হইবেন। তিনি সিমলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য শাসমলকে একখানি পত্র লিখেন। ডাঃ জে, এম্, দাসগুপ্ত সেই পত্র লইয়া মেদিনীপুরে শাসমলের নিকট যান।

চিত্তরঞ্জনের পত্র

148, Russa Road South
1-11-24

Dear Sasmal,

We are now face to face with a crisis and want you very badly. I expect you to forgive and forget and rise to the occasion. I may be taken away any day. Now that the conservatives have come in to power Bengal expects you to lead. Das Gupta is going with this letter and will explain every thing to you.

Yours affectionately
(Sd.) C. R. Das.

অর্থাৎ

১৪৮, রসা রোড সাউথ
১।১১।২৪

প্রিয় শাসমল,

আমরা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি এবং তোমাকে আমাদের নিতান্ত দরকার। আমি আশা করি, তুমি পূর্ব্ব কথা

ভুলিয়া ক্ষমা করিবে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করিবে। আমি যে কোন দিন চলিয়া যাইতে পারি। রক্ষণশীল-দল শক্তিশালী হইয়াছে, বাংলাদেশ তোমার নেতৃত্বের আশা করে। দাসগুপ্ত এই পত্র লইয়া যাইতেছেন। তিনি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন।

স্নেহাসক্ত

(স্বাক্ষর) সি, আর, দাস

চিত্তরঞ্জনের পত্র পাঠ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই সময় দাসগুপ্ত মহাশয়ের একজন সঙ্গী বলেন—unless you connive with the revolutionaries it will not be a bed of roses অর্থাৎ যদি আপনি বিপ্লববাদীদের সহিত মিলিত না হন, তাহা হইলে আপনার কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ আদৌ সুখদায়ক হইবে না। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের কথামত বাংলার কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আর কলিকাতা গেলেন না, এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া বিষণ্ণভাবে সরলান্তঃকরণে ডাঃ দাশগুপ্তকে বিদায় দিলেন।

পুনরায় আইন ব্যবসায়

১৯২৫ সালে শাসমলের জীবনে কয়েকটি ব্যাপার দেখা যায়। এই সময় তিনি এক সঙ্গে স্বরাজ্য দলের সদস্য পদ ও বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন। সারা বাংলায় আইন সভার সদস্য-

পদ-ত্যাগ এই প্রথম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে অর্থাভাব মোচনে নিরুপায় হইয়া তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের গলদ বুঝিয়া ও আইন সভার অবনতি দেখিয়া স্বরাজ্য দল পরিত্যাগ করিলেও ব্যক্তিগতভাবে চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার কোন প্রকার মনোমালিন্য হয় নাই বা তিনি স্বরাজ্য দলকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শাসমল বঙ্গীয় আইন সভায় তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিলে পরলোকগত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডায়মণ্ড হারবার হইতে আইন সভার সভ্যপদ-প্রার্থী হন। সেই সময় মিঃ চক্রবর্ত্তীর দল ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে সভা করিতে গিয়া দেখিতে পান, সভার জন্য লোক সমবেত হয় না। কাজেই বে-গতিক দেখিয়া চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া কয়েক দিবস অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাচন কার্য্যে সাহায্য করেন। ফলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আইন সভার সভ্যপদ লাভ করেন।

১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইবার কথা হয়। অধিকাংশ ভোটে বীরেন্দ্রনাথ সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সংবাদ যখন বীরেন্দ্রনাথের কাছে পৌছে, তখন তমলুকে স্বদেশী মেলা বসে। তাহাতে ফরিদপুরের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় যোগ দেন। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ

প্রতাপবাবুকে বলেন—"আমি ফরিদপুরে সভাপতি হইলে বলিব যে কংগ্রেসে ex-revolutionaryগণ কার্য্য করিতেছে। কংগ্রেস হইতে তাহাদের সরিয়া দাঁড়ান উচিত। ইহাতে দেশবন্ধু ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি যদি রাজী হন তবে আমি সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিব, নতুবা নহে।"

এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথকে কেহ কিছু অবগত করান আবশ্যক বোধ করেন নাই।

তারপর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণে বীরেন্দ্রনাথের মতামত জানিবার জন্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির নিকট হইতে তাঁহার নিকট পত্র আসে। শাসমল প্রতাপবাবুর নিকট যে কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কোন জবাব না পাইয়া অবস্থা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই তিনি সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। বাংলার ইতিহাসে মতভেদের জন্য এই প্রকার সম্মানজনক পদ ত্যাগ এই প্রথম। বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন যে, যে কারণে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হইতেছেন তাহা প্রকাশ পাইলে কংগ্রেস ও সেই সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের শত্রুপক্ষের নিকট তাহা প্রীতিকর হইবে, সেই জন্য তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়া জানান যে, তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া সভাপতির পদ গ্রহণে অক্ষম। এই সময় মেদিনীপুরের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিংহ প্রভৃতি বীরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—আপনাকে shot dead করা উচিত।

চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হন। সেখানে ex-revolutionaryদের সহিত তাঁহার তুমুল সঙ্ঘর্ষ

উপস্থিত হয়। চিত্তরঞ্জন বলেন—আমি যে সকল political prisonerকে revolutionary বলিয়া জানি না কেবল তাহাদের release (অর্থাৎ মুক্তি) এর জন্য resolution করিতে পারি। তাঁহারই আহূত revolutionaryগণ জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কাহাকে revolutionary বলিয়া জানেন? চিত্তরঞ্জন শচীন সান্ন্যালের নাম করেন, এবং সেই জন্য সকলের মুক্তির সম্বন্ধে প্রস্তাব করিতে অসম্মত হন। Subject committeeর (অর্থাৎ বিষয়-নির্ব্বাচনী-সমিতির) সভায় তাঁহার মত অগ্রাহ্য হয় এবং ex-revolutionaryদের মতই ঠিক থাকে। তখন চিত্তরঞ্জন কাঁদিয়া সভাপতির আসন ত্যাগ করেন। তারপর ex-revolutionaryগণ চিত্তরঞ্জনের অভিমত স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনা হয়। এইভাবে সভার কার্য্য শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, চিত্তরঞ্জন এই সময় হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারেন যে, তিনি ex-revolutionaryদিগকে কংগ্রেসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কি ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও বলি, তিনি বীরেন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন নাই বা তাঁহাকে ডাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরাগমনের কথা বলেন নাই। কাজেই তাঁহার ভ্রম উপলব্ধির মধ্যে আন্তরিকতা কতখানি বা ভাবপ্রবণতা কতখানি তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

১৯২৫ সালে ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া চিত্তরঞ্জনের শব সৎকারাদির পর বাংলায় কে নেতা হইবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কেহ

কেহ তাঁহাকে বীরেন্দ্রনাথের নাম ও কেহ কেহ যতীন্দ্রমোহনের নাম বলেন। বীরেন্দ্রনাথের নাম উঠিলে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, আর আসিবেন না। মহাত্মা বলেন—"তিনি আসিবেন, সে ভার আমার উপর। আমি গিয়া তাঁহাকে আনিব, তাঁহাকে তোমরা চাও কি ?" তখন যতীন্দ্র-মোহন প্রভৃতি বলেন—"আপনাকে যাইতে হইবে না। আমরা দুই তিন জন গিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব। তাঁহার সম্মুখে সকল কথা ঠিক হইবে।" কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেনগুপ্ত মহাশয় অথবা কোন কংগ্রেসসেবী বীরেন্দ্রনাথের নিকট যান নাই। সেনগুপ্ত মহাশয়ের ক্লার্ক সুখেন্দু-বাবু গিয়াছিলেন। তিনি কাহারও চিঠিপত্র লইয়া যান নাই। সুখেন্দুবাবু বীরেন্দ্রনাথকে মুখে বলিয়াছিলেন যে, সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান। বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"কি কারণে সেনগুপ্ত মহাশয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান তাহা তিনি লিখিয়া জানাইলে আমি যাইতে পারি।" কিন্তু তারপর বীরেন্দ্রনাথকে কিছু না লিখিয়া মহাত্মাকে জানান হয় যে, সেনগুপ্ত মহাশয় প্রভৃতি বীরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়াছিলেন, তিনি আসিতে সম্মত হন নাই। এই সময় মহাত্মা গান্ধীও বীরেন্দ্রনাথকে কোন পত্র লিখা বা টেলিগ্রাম করা দরকার মনে করেন নাই। বীরেন্দ্রনাথ তখন মেদিনীপুরে একটা বড় দায়রা মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই কথা মহাত্মাকে তার করিয়া জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় tripple

crown লাভ করেন অর্থাৎ এক সঙ্গে তিনি স্বরাজ্য দলের নেতা, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা কর্‌পোরেশনের মেয়র হন।

এই সময়ে যদি শাসমল কলিকাতায় মহাত্মার সহিত দেখা করিতে আসিতেন তাহা লইলে হয়ত তিনি তৎকালের মত বাংলার নেতার আসন লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন নেতৃত্ব করিতে হইত না। বাংলাদেশে তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিবার মত মনোবৃত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহার নেতৃত্ব ও বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এই জন্য মনে হয়, মহাত্মার প্রভাবে শাসমল হয়ত দু'দিন স্বরাজ্য দলের দলপতি, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা কর্‌পোরেশনের মেয়র হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকে কাজ করিতে হইত না। আর একথাও বোধ হয় সকলের জানা আছে যে, নেতৃত্ব বজায় করিয়া চলিবার জন্য তিনি কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যপদ শূন্য হইলে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মনোনয়ন না লইয়া স্বাধীনভাবে আইন সভায় প্রবেশ করেন। এই সময় আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আলোচিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি, তমলুক ও ২৪ পরগণা জেলার নানা স্থানে গমন করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে সভা করেন এবং আইনের বিশদ বাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, আর তাহাতে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে, প্রজাদের কি ক্ষতি হইবে তাহাও বুঝাইয়া দেন। এইভাবে নানা

স্থানে সভা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের অভিমত সংগ্রহ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদের স্বার্থের অনুকূলেই ভোট দেন। এখানে একথাও বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করি যে, সে সময়ে বাংলার আইন সভায় যে সমস্ত কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ দু'চার জন ব্যতীত অধিকাংশ সদস্য প্রজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভোট সংগ্রহের সময় প্রজাসাধারণের দরদী সাজা ও আইন সভায় প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে মৃত্যুদ্বারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা বা তদুদ্দেশ্যে সাহায্য করা—এই প্রকার জঘন্য আচরণকে জাতীয়তা বলে না, বিজাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলাই বোধ হয় সঙ্গত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর জেলাবোর্ড

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে পুনরায় মেদিনীপুরে জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডগুলির সভ্য নির্ব্বাচন হয়। ইতিপূর্ব্বেই জেলা বোর্ডের মধ্য দিয়া বীরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের প্রভাব জনসাধারণের উপর এরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে, এই নির্ব্বাচনের সময় বীরেন্দ্রনাথ লোক্যাল বোর্ডসমূহের ৭৮টি নির্ব্বাচনীয় সদস্যপদের মধ্যে ৭৭টি এবং জেলাবোর্ডের নির্ব্বাচনীয় ২২টি সদস্যপদের মধ্যে ২২টি সদস্যপদই কংগ্রেসপক্ষীয় প্রার্থীদিগের দ্বারা অধিকার করাইতে সমর্থ হন। শাসমল দ্বিতীয়বার মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার গুণপনা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সমাদর করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

গভর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতেই কংগ্রেসসেবীদিগের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারপর শাসমলের তেজস্বিতাও তাঁহাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রাধান্য গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন কেন? যাহা হউক, জেলাবোর্ড স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের অধীন। স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের নিয়মানুযায়ী এবার বীরেন্দ্রনাথ জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেও সরকারী কলমের এক খোঁচায় তাঁহাকে চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসৃত করা হয় এবং সেই শূন্য আসনে নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল

খাঁকে নিযুক্ত করা হয়। শাসমল যথারীতি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেও তাঁহাকে যে ভাবে অপসৃত করা হইল তাহাতে সর্ব্বসাধারণেরও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্বায়ত্ব শাসন ব্যাপারে দেশবাসীকে কিছু অধিকার দান করা হইলেও তাহার চাবী গভর্ণমেণ্টেরই হস্তে রহিয়াছে এবং তাঁহারা যথার্থ স্বাধীনতার দাবী সহ্য করিতে অপারগ। বীরেন্দ্রনাথ লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে না পারিয়া, ২৬ লক্ষ মেদিনীপুরবাসীর প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়া, জেলাবোর্ড হইতে স্তাবকগণের দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া, শিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তিস্থাপন করিয়া, বে-সরকারী জাতীয় বিদ্যালয় ও আধা-সরকারী স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তিদান করিয়া এবং তাঁহার সমগ্র কর্ম্মপন্থার মধ্য দিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবিগণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া সরকার বাহাদুরের অপ্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন মনে হয়। কিন্তু সরকার বাহাদুর যে কারণেই বীরেন্দ্রনাথের উপর অপ্রসন্ন থাকুন না কেন, তাঁহাকে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদ হইতে অপসৃত করিবার পক্ষে আর একটি বিষয় তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল মনে করি। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগ সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতির (বীরেন্দ্রনাথের) অভিভাষণের মধ্যে হিংসাবাদীদের সম্বন্ধে মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া শাসমল-বিরোধীদল তাঁহার উপর সেই অধিবেশনেই অনাস্থা প্রস্তাব

পাশ করে। ইহাতে সরকার পক্ষের উপলব্ধি করা স্বাভাবিক যে, কংগ্রেসের মধ্যে আজ যে ভাঙ্গন একেবারে বিবস্ত্র হইয়া বাহির হইয়াছে, ইহার উপর জোড়াতালি দেওয়া এখন বহু দিনের মধ্যে সম্ভব হইবে না এবং শাসমল-বিরোধীদল যখন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহার কোন তীব্র সমালোচনা সুরু বা কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয় আন্দোলন সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগ লইয়া বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ও তাঁহার মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Office of the Commissioner, Burdwan Division.

Chinsura

The 26th May, 1926

Confidential

D. O. No 437C

Dear Mr. Sasmal,

The question of the confirmation of your election as Chairman of the Midnapore District Board is pending with Government. Certain grounds have been urged which would go to justify government in refusing to approve of your election. Government has directed me to

ask you to come and see me in this connection at a very early date. Would you be kind enough to let me know what date will be most convenient for you within the next 10 days? I have given you a short date on account of the fact that, as yon will agree, the question of Chairmanship should be settled as early as possible.

Yours sincerely,
(Sd) A. N. Cook.

B. N. Sasmal, Esq.
Midnapore.

অর্থাৎ

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেবের কার্য্যালয়

চুঁচুড়া

২৬শা মে, ১৯২৬।

গোপনীয়

ডি,ও, নং ৪৩৭ সি

প্রিয় মিঃ শাসমল,

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আপনার নির্ব্বাচন অনুমোদন বিষয় এখন গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় মুলতুবী আছে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আপনার নির্ব্বাচন অনুমোদন না করিবার কতকগুলি যুক্তি আছে। শীঘ্র আপনি আসিয়া আমার সহিত

সাক্ষাৎ করিবেন—আপনাকে একথা জানাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আমাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আগামী দশ দিনের মধ্যে কোন্ তারিখে আপনার আসা স্নবিধাজনক হইবে তাহা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন কি? আপনাকে অল্প সময় দেওয়ার কারণ এই যে, আপনি সম্মত হইলেই চেয়ারম্যানপদে নিয়োগ প্রশ্ন যথাসম্ভব শীঘ্র স্থিরীকৃত হইবে।

একান্ত আপনার—

(স্বাক্ষর) এ, এন, কুক

বি, এন, শাসমল, এস্কোয়ার

মেদিনীপুর

বীরেন্দ্রনাথের পত্র

Midnapore,

30. 5. 26.

Dear Mr. Cook,

I returned to Midnapore only this morning and received your D.O. no 437 c dated 26. 5. 26.

You have asked me to come and see you at Chinsurah by the 5th of June next, but I am sincerely sorry I can not do so, as I shall be very busy here and possibly in Calcutta during the next 20 or 25 days. I shall, therefore, be obliged, if you would kindly write to me the grounds which stand in the way of my

confirmation and which I am to explain to you personally at Chinsurah. I beg to add that I prefer this course to any verbal discussions, as I have been misunderstood in the past more than once. I hope and trust, no body would pass judgement against me without giving me the opportunity to say my say.

Yours sincerely,
(Sd.) B. N. Sasmal.

অর্থাৎ

মেদিনীপুর,
৩০. ৫. ২৬.

প্রিয় মিঃ কুক্

আমি মাত্র আজ সকালে মেদিনীপুরে ফিরিয়াছি এবং আপনার ২৬।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আপনি আগামী ৫ই জুনের মধ্যে চুঁচুড়া গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি গিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব না বলিয়া সত্যই দুঃখিত, কারণ আমি ২০।২৫ দিন যাবৎ এখানে এবং সম্ভবতঃ কলিকাতায় অতিশয় ব্যস্ত থাকিব। কাজেই যে সমস্ত কারণ চেয়ারম্যান পদে আমার নির্ব্বাচন সমর্থনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যেগুলি আমায় চুঁচুড়া গিয়া ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বুঝাইতে হইবে, সেগুলি যদি আপনি দয়া করিয়া লিখিয়া জানান তাহা হইলে আমি বাধিত হইব। মৌখিক আলোচনা

অপেক্ষা এই পন্থাই আমি ভাল বিবেচনা করি, কারণ অতীতে আমার সম্বন্ধে একাধিকবার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আশা করি, আমাকে আমার বক্তব্য বলিবার সুযোগ না দিয়া, কেহই আমার বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত করিবেন না।

একান্ত আপনার—

(স্বাঃ) বি, এন, শাসমল

কমিশনার সাহেবকে বীরেন্দ্রনাথ পত্র লিখিবার পর কলিকাতা গেজেটের এক সংখ্যায় চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগ নাকচ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিক যোগ্যতার সহিত কোন সরকারী বা বে-সরকারী চেয়ারম্যান বাংলা তথা ভারতের কোন জেলাবোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই—তাঁহার এই যোগ্যতার কথা বাংলার বাহিরেও প্রচার হইয়াছিল।

এই সময়ে বাংলার কংগ্রেসের অবস্থা কি প্রকার ছিল এবং শাসমলও কংগ্রেসের সহিত কিরূপ জড়িত ছিলেন তাহা বীরেন্দ্রনাথকে লিখিত শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামীর নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে কিছু উপলব্ধ হয়।

Serampore,
15 January, 1926.

Dear Sasmal,

The meeting of the B. P. C. C. which will be held in Calcutta on the 24th instant, is very important. As you are probably aware, Sen Gupta approves of the list of names drawn

up by us (including Akhil-babu) for the election selection committee. We mean to insist on that list at the B. P. C. C. meeting, as something essential for our being party to the continuance of the present B. P. C. C. Your advice and guidance is very necessary, and I wish you could come to Calcutta a day or two before the date of the meeting.

Akhil-babu, Harendra-babu, Tarak-babu, Kumar Debendra and Dr. Bidhan have joined the party. There is nothing to make us despair, though I agree with you that there is much to depress true workers, especially in our province of Bengal. The natural reaction after the intensive and abnormal Non-co-operation movement must be gone through.

Looking forward to a favourable response to this appeal to you.

I am,
Yours very sincerely,
(Sd.) T. C. Goswami.

শ্রীরামপুর
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায় বি, পি, সি, সির যে সভা হইবে তাহা খুব জরুরী। আপনি বোধ হয় জানেন—অখিল-বাবু সহ আমরা নির্ব্বাচন-নির্দ্ধারণ কমিটির জন্য নামের যে তালিকা স্থির

করিয়াছি তাহা সেনগুপ্ত সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বি, পি, সি, সির সভায় সেই তালিকার উপর অধিক জোর দিতে চাই। আপনার উপদেশ ও চালনা বিশেষ আবশ্যক। আপনি সভা হওয়ার দু'এক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।

অখিল-বাবু, হরেন্দ্র-বাবু, তারক-বাবু, কুমার দেবেন্দ্র এবং ডাঃ বিধান দলে যোগ দিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশে যথার্থ কর্ম্মীদের দমিত হওয়ার অনেক কারণ আছে—এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। তথাপি আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও অস্বাভাবিকতা আমাদিগকে কাটাইয়া যাইতে হইবে।

আমার আবেদনে আপনি সাড়া দিবেন এই আশায় রহিলাম।

একান্ত আপনার—

(স্বাক্ষর) টি, সি, গোস্বামী

62, Ballygunge Circular Road,

Calcutta.

16th January, 1926.

Dear Sasmal,

Your letter. It is very necessary that we should meet. Dr. Bidhan Roy suggests Tuesday. If you can come on Tuesday it would be possible to gather together some people to come to certain definite conclusion.

If you can come and if you have not already

thought of staying somewhere else in Calcutta, may I ask you to stop with me here ?

I am glad you are not making any public statement of the nature indicated in your letter, just now, as the interests of the party and the country have to be guarded.

Yours sincerely,
(Sd). T. C. Goswami.

অর্থাৎ

৬২, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা, ১৬ জানুয়ারী ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

আপনার পত্র পাইলাম। আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ডাঃ বিধান রায় মঙ্গলবারের কথা বলেন। যদি আপনি মঙ্গলবার আসিতে পারেন তবে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য লোক সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।

যদি আপনি কলিকাতা আসেন এবং কলিকাতায় অন্য কোথাও থাকিবার কথা ইতিপূর্ব্বে চিন্তা না করিয়া থাকেন তবে আপনাকে আমার এখানে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করি।

দল ও দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, আপনার বর্ত্তমান পত্রের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আপনি যে কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দিতেছেন না, এজন্য আমি আনন্দিত।

একান্ত আপনার—
(স্বাক্ষর) টি, সি, গোস্বামী

Ballygunge, Calcutta.
31st March, 1926.

My dear Sasmal,

Your letter from Midnapore bearing yesterday's date. Yes, I learned on my return from Delhi that you had decided to have nothing to do with the enlarged election committee of the B. P. C. C. I was much concerned to hear it.

Let me, however, congratulate you on your election to be president of the Krishnagar Provincial Conference this year. Of course, that gives you an opportunity of making your views on the present situation widely known.......... .....you know there are many things which I don't like. I am utterly opposed to the present methods of administration in the B. P. C. C. Methods depend to a large extent on the personnel. But for the sake of unity we must put up with a lot.

Dr. Bidhan, Chunder, Nalini-babu, Dr. J. M. Das Gupta and myself are going on a short tour in East Bengal. We are due to return on the 10th April. If you come to Calcutta before the Provincial Conference, do please let me know about it, so that I could see you and talk over matters.

I trust you are well. We want you very much ln connection with propaganda work in Burdwan Division.

Yours sincerely,
(Sd). T. C. Goswami.

অর্থাৎ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
৩১ মার্চ্চ, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

কাল মেদিনীপুর হইতে আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আমি দিল্লী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম যে, আপনি বৃহত্তর নির্ব্বাচন কমিটির সহিত কাজ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইহাতে আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম।

আপনি এই বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত করিবার সুযোগ পাইবেন।

আপনি জানেন আমি অনেক জিনিষ পচ্ছন্দ করি না। বি, পি, সি, সির বর্ত্তমান পরিচালন-পদ্ধতির আমি ঘোর বিরোধী। যাহাদিগকে লইয়া প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাহাদিগের উপরেই অনেক পরিমাণে কর্ম্মপ্রণালী নির্ভর করে। কিন্তু ঐক্যের জন্যই আমাদিগকে কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তুর অস্তিত্ব সহ্য করিতে হইবে।

ডাঃ বিধান চন্দ্র, নলিনীবাবু, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত, এবং আমি দিন কয়েকের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে যাইব এবং ১০ই এপ্রিল ফিরিব। যদি আপনি প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্ব্বে কলিকাতা আসেন তবে তাহা আমাকে নিশ্চয়ই জানাইবেন। তাহা হইলে আমি আপনার সহিত দেখা করিয়া কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিব।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন। বর্দ্ধমান বিভাগে প্রচার কার্য্যের সম্বন্ধে আপনাকে একান্ত আবশ্যক।

একান্ত আপনার—
(স্বাক্ষর) টি, সি, গোস্বামী

Ballygunge, Calcutta
20th April, 1926.

My dear Sasmal,

Things are again in a mess in the Congress, Swarajya Party in this Province. Probably you will chuckle and say: "Didn't I say so a thousand times?" You did say so; and though I do not yet like to feel quite so pessimistic, I am increasingly feeling the strength of your arguments. It is difficult with any amount of good will to deal with people whose only anxiety is to retain their offices for the sake of which they do not mind stooping low in supplication or resorting to intrigue and submarining.

A hundred pities ! aye, a thousand pities !

What I am most worried about is that the elections may suffer, and the party programme be foiled. It may, therefore, be necessary for several of us to keep absolutely silent on many things we do not entirely approve of. A suggestion which appeals to me, at any rate, in my present state of mind, is that some of us should not attempt to go into the councils and be clear out of the contests.

Are you expected to be in Calcutta shortly ? I do want to see you before you give over your presidential address to the press.

The selection board is not likely to work.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Sd.) T. C. Goswami.

P. S. Mrs. C. R. Dass is in Calcutta. I do not know if she will be able to restore order in the present chaotic situation. She is trying her best.

(Sd.) T. C. G.

অর্থাৎ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
২০ এপ্রিল, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

এই প্রদেশের কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলে আবার বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে। সম্ভবতঃ আপনি বলিবেন—"আমি কি সহস্র বার একথা বলি নাই?" আপনি তাহা বলিয়াছিলেন। আমি যদিও এখনও এতটা দুঃখবাদী হওয়া পছন্দ করি না, তথাপি আপনার যুক্তির সারত্ব আমি ক্রমশঃ অধিকতর উপলব্ধি করিতেছি। যে-সমস্ত লোক কেবলমাত্র পদ অধিকার করিয়া রাখিতে চাহে এবং যাহারা সেই পদ রক্ষার জন্য নতি স্বীকার করিতে এবং অভিসন্ধি ও গোপন-ফন্দির আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কোন পরিমাণ সদিচ্ছা লইয়াও তাহাদের সহিত কারবার করা দুরূহ ব্যাপার।

শত দুঃখ, না, না, সহস্র জ্বালা!

পাছে নির্ব্বাচন ব্যাপারে ক্ষতি হয় এবং দলের কর্ম্মপন্থা ব্যর্থ হয়—এই আমার চিন্তার বিষয়। সেই জন্য আমরা যে সব ব্যাপার কোন ক্রমেই অনুমোদন করিতে পারি না সেই সব ব্যাপারে আমাদের একেবারে নীরব থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থায় একটা কথা আমার মনে লাগে। তাহা এই যে, আমাদের মধ্যে কয়েকজন কাউন্সিলে প্রবেশের চেষ্টা করিব না এবং প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত থাকিব।

আপনি শীঘ্র কলিকাতা আসিবেন কি? আপনি সভাপতির অভিভাষণ প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমি অতি অবশ্য আপনার সহিত দেখা করিতে চাই।

নির্ব্বাচন-সমিতি সম্ভবতঃ কার্য্য করিবে না।

শ্রদ্ধা জানিবেন।

একান্ত আপনার—

(স্বাক্ষর) টি, সি, গোস্বামী

পুনশ্চ :—মিসেস সি, আর, দাস কলিকাতায় আছেন। জানি না, তিনি বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় শান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন কিনা। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।

(স্বাক্ষর) টি, সি, জি

১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে বীরেন্দ্রনাথ বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে গৃহবিবাদ ও তদ্ধেতু দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া এবং নিজে স্বরাজ্য দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল প্রত্যুত্তরে বীরেন্দ্রনাথকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখেন। এই একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি ও নেতৃত্ব পণ্ডিত মতিলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

মতিলালের পত্র

Dear Mr. Sasmal,

It has grieved me to read your letter and the views expressed. The reasons you give for believing that it is becoming increasingly

difficult for you to remain in the Executive, are to my mind precisely the reasons why you should not only remain in the Executive but take a more active part in it than you have done so far.

Your first reason is that the programme of the Party (Swarajya) is not "sufficiently fighting." I confess, I fail to understand how we can make it more fighting than it is. The suggestion you made at the meeting of the General Council at Cawnpore about repeated resignations and re-elections did not find support even among the members from Bengal and was in its nature wholly impracticable in any part of the country including Bengal, except, perhaps, the Midnapore Division. If, however, you have other suggestions to make, surely the only place for them is the Executive of the party and it is up to you to bring them forward.

Your second reason is that "a class of men have captured the Congress organisations who are determined to see that the Congress is lowered in the estimation of the public so that they may build up their party out of the ashes of the Congress." This again is a strong reason for your remaining in the

Executive and helping to purge the party of undesirable element in it.

Your third reason relates to the personal treatment accorded to you by these very undesirable members. I am surprised that you who in the words of Deshabandhu quoted by you are expected to lead Bengal should allow yourself to be so perturbed at the threats of mischief-makers as to think of retiring from the Executive. In fact, I have always been hoping to deal with these men by calling in aid the influence and the resources which I know you possess in Bengal, and it is painful to me to hear from you that "There is none in Bengal to check these things."

I wish I could spend some time in Bengal and study the situation on the spot, but unfortunately it is not possible to do so for some time to come. I am, therefore, asking Tulsi Goswami to go into the matter with you and such others as he may consider necessary and to see if the personal recriminations you complain of can be put an end to by mutual understandings. Tulsi Goswami is above party intrigues in Bengal, and I hope, will be able to render good service. You are, however, the real person I look to for support in the crisis

that has arisen throughout the country and I am sure you will not desert the party at this juncture.

I need some more rest before setting to work in right earnest and am therefore not going to Delhi till the 17th. Hoping to hear from you in the interval.

Yours sincerely,
(Sd.) Motilal Nehru.

১৪।১।২৬

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আপনার পত্র পাঠ করিয়া এবং আপনার অভিমত জানিয়া ব্যথিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতিতে আপনার থাকা অধিকতর ক্লেশকর হইতেছে ইহা বুঝাইবার জন্য আপনি যে সব কারণ দেখাইয়াছেন, আমি সেইগুলিই আপনার কার্য্যকরী সমিতিতে শুধু থাকা নহে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে করি।

আপনার প্রথম কারণ এই যে, স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপন্থা যথেষ্ট সংগ্রামশীল নহে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, কি করিলে ইহাকে অধিকতর সংগ্রামশীল করা যায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কানপুরে দলের সভায় আপনি পুনঃ পুনঃ পদত্যাগ ও পুনর্নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা

এমন কি, বাংলাদেশের সভ্যগণই সমর্থন করেন নাই, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক মেদিনীপুর ব্যতীত বাংলাসহ সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি আপনার অন্য কোন প্রস্তাব থাকে তবে তাহা কার্য্যকরী সমিতির সভায় আপনাকে উত্থাপন করিতে হইবে।

আপনার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাহারা কংগ্রেসের চিতাভস্ম হইতে নিজেদের দল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সাধারণের দৃষ্টিতে অবনত দেখিতে কৃতসংকল্প, এমন এক দল লোক কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান-সমূহ অধিকার করিয়াছে। ইহাও আপনার কার্য্যকরী সমিতিতে থাকিবার ও এই সমস্ত অবাঞ্ছনীয় উপাদান হইতে দলকে মুক্ত করণে সাহায্য করিবার পক্ষে দৃঢ় কারণ।

আপনার তৃতীয় কারণ—আপনার প্রতি এই সব অবাঞ্ছনীয় সভ্যদের ব্যক্তিগত ব্যবহার। আপনার উদ্ধৃত দেশবন্ধুর কথায় জানা যায় যে, বাংলাদেশকে আপনারই চালিত করিবার কথা—এরূপ ব্যক্তি আপনি অনিষ্টকারীদের ভয়ে বিচলিত হইয়া কার্য্যকরী সমিতি ছাড়িয়া দিবার চিন্তা করিতেছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি এই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া কাজ করিবার জন্য সর্ব্বদা যে প্রভাব-প্রতিপত্তির আশা করিয়া আসিতেছি তাহা বাংলাদেশে আপনার আছে বলিয়া জানি। "বাংলাদেশে এই সমস্ত জিনিষ দমন করিবার কেহই নাই"—ইহা আপনার নিকট হইতে জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম।

আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি বাংলাদেশে গিয়া কিছুদিন থাকিতে ও অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন কিছুদিন আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আপনাকে ও অন্যান্য যে সব ব্যক্তিকে তুলসী গোস্বামী পছন্দ করেন তাঁহাদিগকে লইয়া সব বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং আপনি যে ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য আমি তুলসী গোস্বামীকে অনুরোধ করিতেছি। বাংলাদেশে তুলসী গোস্বামী দলগত অভিসন্ধির উর্দ্ধে। আশা করি, তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এখন দেশব্যাপী যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আপনার দিকেই সাহায্যের জন্য তাকাইয়া আছি এবং আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, আপনি এই সঙ্কটে দল ত্যাগ করিবেন না।

আমি আরও কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে সর্ব্ব-প্রযত্নে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব না। ১৭ই তারিখের পূর্ব্বে আমি দিল্লী যাইতেছি না। আপনার নিকট হইতে ইহার মধ্যে পত্র পাইবার আশা করি।

একান্ত আপনার—

(স্বাক্ষর) মতিলাল নেহেরু

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন
কৃষ্ণনগর অধিবেশন

১৯২৬ সালে ২১শা মে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী-দিগকে কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইতে বলিবার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। কৃষ্ণনগর অধিবেশনে বীরেন্দ্রনাথ কম্বুকণ্ঠে সুদৃঢ় ভাষায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবার কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতেন। সেজন্য তিনি বিরুদ্ধপক্ষের বাধা অথবা স্বপক্ষের মনঃকষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। এই কারণে যদি তাঁহাকে একা থাকিতে হয় তাহাও তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ আপনার অভিমত নির্ভীক-ভাবে প্রকাশ করিলেও এবং আপনার মতের অনুকূলে কিছু ফল দেখিতে না পাইলেও দল সৃষ্টি করিতেন না বা হীন চক্রান্ত করিয়া বিরুদ্ধ দলের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রয়াসী হইতেন না। তিনি সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বিপ্লব-বাদীদিগকে অহিংস কংগ্রেসের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে

বলেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, বিপ্লববাদের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু বিপ্লববাদীর কার্য্যের বা সাহসের প্রশংসা করা হইয়াছে—এই বিসদৃশ ব্যাপারের অর্থ কি তাহা জানি না। চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু একবার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মিঃ ডে সাহেবের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার প্রশংসা করিতে হয়। যে অহিংস প্রতিষ্ঠানের নায়ক থাকিয়া চিত্তরঞ্জনকে হত্যাকারীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ যদি সহিংস বিপ্লবের সন্ধান পাইয়া থাকেন তবে তাহা যে একেবারে অমূলক একথা বলা যায় না। ইহাতে যে সমস্ত ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথের উপর দোষারোপ করেন তাঁহারা কেবল স্বার্থ-সিদ্ধি, দলপুষ্টি ও ফাঁকিবাজীর উদ্দেশ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান বলিতে হইবে।

শাসমল কোন ব্যক্তি বিশেষের নামোচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিপ্লবী আখ্যা দেন নাই। যে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণকে অহিংসপন্থী বলা হয় এবং যে কংগ্রেসের মন্ত্রই অহিংসা, সেই কংগ্রেসের সম্মেলনের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়া বিপ্লববাদের নিন্দা করিলে কিছুমাত্র দোষের হয় না। দুই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া একজনের প্রকাশ্যে ও অপরের গোপনে কাজ করা আদৌ সমীচীন নহে। কারণ তাহাতে কোন পক্ষই সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার অবকাশ পায় না এবং এরূপ স্থলে প্রতিষ্ঠানের নীতি-বিরোধীদিগের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করাই উচিত। আর

যদি কেহ সেই বিরোধীদলকে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে বলেন তবে তাহা কিছুমাত্র অন্যায় নহে।

সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশ

(১) অবিরাম আপোষ মীমাংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন বড় কাজ কখনও সম্পাদিত হয় নাই, ভারতের স্বরাজ্য লাভও কখন তাহা দ্বারা সংসাধিত হইবে না।

(২) বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় স্বরাজ বা politicsকে উৎকৃষ্টতর আধ্যাত্মিক স্বরাজে পরিণত করা বা spiritualirse করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং তাহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টার দ্বারা স্বল্প সময়ে সম্পাদিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। জগতের নিকৃষ্ট politicsকে উৎকৃষ্টতর spirituality দ্বারা সংশোধন করিতে হইলে, প্রথমে পৃথিবীর সকল জাতিকে তাহাদের জন্মগত রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের সমস্যা জগতের politicsকে spiritualise করা নহে—আমাদের সমস্যা আমাদের সনাতন চির-প্রচলিত সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সময়োপযোগী করিয়া ধীরে ধীরে politicalise করা।

(৩) স্বাধীন জাতির রাজদ্বারে যেমন পরাধীন ব্যক্তি গোলাম বা ক্রীতদাস, তেমনি পরাধীন জাতির ধর্ম্মেও কোন অধিকার নাই। তাহাদের ধর্ম্মের ধারণাকে তাহাদিগের শাসকগণের শাসন-যন্ত্রের উপযোগী করিয়া গড়িতে হয়। তাহাদের ধারণা কোনও কারণে যদি সেই শাসন-যন্ত্রকে অবহেলা বা অতিক্রম করে তাহা হইলে তাহারা রাজদ্রোহী বলিয়া

পরিগণিত হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারা বহু স্থানে বহু বার এইরূপ রাজদ্রোহী বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই কোন কোন স্থলে সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বরাজ সম্ভব হইলেও সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া জাতিগত ভাবে আধ্যাত্মিক স্বরাজ লাভ করা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বপ্নের কাহিনী।

(৪) আমার দেহ আমার আত্মার পীঠস্থান। আমার দেহের আষ্টে-পৃষ্ঠে পরাধীনতার যে কঠিন নিগড় সর্ব্বদা আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। তারপর আমার আত্মীয়গণের কথা চিন্তা করিতে আমি অধিকারী হইব। কারণ যে ব্যক্তি তাহার নশ্বর দেহের জ্বালা যন্ত্রণা বিমোচনে অপারগ, সে ব্যক্তির মুখে অবিনশ্বর আত্মার মঙ্গলচিন্তার কথা শোভা পায় না। তবে আমি একথা একেবারেই বলিতে চাই না যে, জাতীয় জীবন গঠনে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বা পরলোকের বার্ত্তার আমাদের কোনও আবশ্যকতা নাই। আমি এই বলিতেছি যে, স্বরাজের ব্যাখ্যার সময় সে সকল বিষয়ের অবতারণা না করাই বিধেয়।

(৫) বাংলা তথা ভারতের আদর্শ অন্য কিছুই নহে—কেবল তেত্রিশ কোটি নরনারীর পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন।

(৬) আমি বিশ্বাস করি যে, non-violent non-co-operation দ্বারা Union Autonomy, District Autonomy, Provincial Autonomy—এমন কি, হয়ত, Dominion Status বা Equal Partnership

with the British Empire লাভ হইতে পারে। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জ্জন করা যাইবে না। কারণ যেরূপ বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীর সেজন্য non-co-operation করা আবশ্যক, সেরূপ non-co-operation আমাদের এই রক্ত-মাংসের বাস্তব জীবনে একেবারেই সম্ভব নহে এবং কখন বা যদি বহির্ভারতের অচিন্তনীয় কোন অবস্থা-পরম্পরায় অন্তর্ভারতে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্রারম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল তাহা non-violent থাকিবে—ইহা নিখুঁৎ আকাশ-কুসুম। এরূপ ঘটনা যদি সত্যই কখন বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমি এই বিশাল ভারতখণ্ডে ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তখন আর আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবশ্যকতা থাকিবে না।

(৭) Terrorism বা Anarchist Conspiracyর নিকট আমরা কিছু আশা করিতে পারি কিনা তাহাও এই স্থানে দেখাইতেছি। ইহার ভিত্তি স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু ইহা নীতি-বিরুদ্ধ ও কুফলপ্রদ। ইহার উপাসক যাহারা তাহাদের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্রে কাপুরুষ হইয়া যায়। ইহার মূলমন্ত্র গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করা বিধায়, ইহারা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করে এবং সর্ব্বদাই ধরা না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া দেশ-উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাদের সংখ্যা কোন দিন কোন দেশে মুষ্টিমেয়ের অধিক হয় নাই। এদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া জানি না।

সংখ্যায় কম হওয়ায় ইহাদের প্রকৃতি সর্ব্বদা short cutএর অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং short cut খুঁজিয়া না পাইলে কিম্বা নিজেদের আবিষ্কৃত কোনও short cutএ বিফল-মনোরথ হইলে ইহাদের অনেকে অল্পদিন পরে গৃহধর্ম্মে ফিরিয়া যায় এবং চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সকল প্রকারের কদাচার অনুষ্ঠানে সমাজকে পর্য্যস্ত কলুষিত করে। প্রকাশ্য পন্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর যে নির্ভীকতা ও অমিত বিক্রম তাহা গোপন পন্থার অনিশ্চিত মৃত্যুর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ইহারা এমন-ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে যে, কিছুদিন পরে ইহারা ব্যক্তিগতভাবে citizen পদবাচ্যেরও উপযুক্ত থাকে না। ইহাদের স্বভাব ক্রমান্বয়ে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, ইহারা যত বেশী দেশের কথা ভুলিতে থাকে এবং নিজের ভাবনায় ভাবিত হয়, তত বেশী ইহারা নেতৃবর্গের নিকট গোপন অজানিত ত্যাগের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করে এবং কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি তাহাতে অসম্মত হন তবে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পিস্তলের গুলি পাঠাইতে অথবা তাঁহার নামে সর্ব্বৈব মিথ্যা দুর্ণাম রটাইতে ইহারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। No means is too low' যাহাদের আদর্শ তাহাদের নিকট ইহার বেশী আশা করাই অন্যায়। ইহারা দেশ-উদ্ধারের নামে নিজ সহোদরের বাড়ীতে যেমন ডাকাইতি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি আবার ধরা পড়িলে অন্য এক সহোদরের বাড়ীতে পুনরায় ডাকাইতি করিয়া আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য কৌন্সিল নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট

মাস-মাহিনায় গোয়েন্দাগিরি করে বা করিয়াছে বলিয়াও শুনিতে পাই। এই সংবাদে অন্য কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত নহি। কারণ বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যাহারা short cutএর দ্বারা অর্জ্জন করিতে চায় কিম্বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গোপন ষড়যন্ত্রে সুসম্পন্ন হইতে পারে বিশ্বাস করিয়া যাহারা কার্য্য আরম্ভ করে, তাহাদের যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণাম। তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারে না যে, তাহাদের মত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টায় এদেশে কখনও যদি স্বরাজ স্থাপিত হয় তবে তাহাকে প্রচলিত শোষণ-ও পেষণ-যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও নামে অভিহিত করা যাইবে না। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও অমঙ্গল রহিয়াছে তাহা তেমনই থাকিবে এবং মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বা ভারতবাসী তেত্রিশ কোটি নরনারীর জন্য স্বরাজ আনয়ন করিবে—এ দুর্ভাগ্য যেন আমাদের কাহারও না হয়। তারপর ষড়যন্ত্র করিবার বাস্তবিক অধিকারী কাহারা? মনে থাকে যেন ইহা কোন অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে তাহারই উপযুক্ত দুই চারিজন প্রজার ষড়যন্ত্র নহে। ইহা একটা ভীষণ পরাক্রমশালী জাতির বিরুদ্ধে আর একটা অত্যন্ত দুর্ব্বল সঙ্গতিবিহীন জাতির ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রদ করিতে হইলে এদেশের ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্রের আবশ্যক, তাহা terrorism বা Anarchist conspiracy র মধ্যে থাকিতে পারে না। সুতরাং আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা Terrorism বা Anarchist Conspiracy দ্বারা কস্মিন্‌কালেও অর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৮) Civil disobedience ন্যায়ানুমোদিত ও আত্ম-নির্ভরশীল। ইহা দুই প্রকারের—Individual civil disobedience ও mass civil disobedience। এই পন্থার গোড়ার কথা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহাতে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে না। আমার মনে হয় যে, এই civil disobedience দ্বারা আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নহে। ইহার দ্বারা হয়ত আমরা equal partnership পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারি। কিন্তু ইহার দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোনও দৈব দুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়াই, আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ সাধনায় কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কাহারও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। civil disobedience দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণ সে অভিযানে যোগদান করিবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, তাহারা নিমকহারাম হইবার ভয়ে স্বীয় আত্মীয়-কুটুম্ব ও স্বদেশীগণের সে অভিযানকে পণ্ড করিবার জন্য হয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এমন কি, আবশ্যক হইলে অথবা বিনা আবশ্যকে হুকুম পাইলেই হয়তো তাহারা নিজ বাসভূমে

পরদেশীর মত গুলিগোলা চালাইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। ফলে অভিযাত্রিগণ সকলেই যে সে সময়ে বাহ্যিক শক্তি প্রতি-প্রয়োগে পরাঙ্মুখ থাকিবে, একথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা যায় না। তখন civil disobedience আকার অনুসারে কোথাও বা riot এবং কোথাও বা revolutionএ পরিণত হইবে। ইংরাজ-প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণের কথা বাদ দিলেও তাঁহাদের নিজবংশীয় যে ৭০।৮০ হাজার পদাতিক সৈন্য এদেশে বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ-উদ্গীরণকারী পুষ্পক-রথ রহিয়াছে তদ্দ্বারা ভারতে আগ্নেয়কাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাঁহাদের শেষ সময়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হইবে না। ফল—এইমাত্র যাহা বলিয়াছি তাহাই ঘটিবে। আর একটি কারণে civil disobedience দ্বারা আমাদের আদর্শ স্বরাজ লাভ হইবে না এবং সেটি এই যে, আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি—আমাদের নিজেদের army এবং navy এবং আমাদের তদুপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি। Civil disobedience জয়যুক্ত হইলেও আমরা তৎক্ষণাৎ এদেশে এমন কোন আধার পাইব না যাহাকে ভিত্তি করিয়া আমরা শীঘ্র আমাদের মধ্যে সেই অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে রচনা করিতে পারি। বিনা রক্তপাতে civil disobedience জয়যুক্ত হইলে ইংরাজরাজ এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের সহিত ভারতের সৈনিক বিভাগের বড়কর্ত্তাগণকেও সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু তারপর কে তখন ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার তদনুরূপ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিবে?

ইংরাজ-পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যের উপর অচিরে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন রাজনীতিবিশারদের উপযুক্ত কার্য্য হইবে না। তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের জন্য army & navyই বা কোথায় পাইব? প্রকৃতপক্ষে কিঞ্চিৎ গভীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে civil disobedience এর লক্ষ্য প্রচলিত শাসন প্রণালীকে সংশোধন করা, তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতরাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে civil disobedienceএর দ্বারা তাহা অর্জ্জিত হইবে না।

(৯) বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চল্‌তি ভাষায় revolution কিম্বা বিপ্লব বলে। Revolutionকে নানা কারণে আমি স্বরাজ লাভের আদর্শ পন্থা বলিয়া মনে করি। এখানে দুইটি কারণের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ, জগতের সকল স্বাধীন ও পরাধীন জাতির মধ্যে ইহার স্থান এখনো অতি উচ্চে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, revolution হিংসামূলক, কেন না, ইহাতে রক্তপাত হয়—মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না। ল্যাটিমারের রক্তপাতে তাঁহার নিজের হিংসার কি ছিল! স্বয়ং যীশুখৃষ্টের যে রক্তপাতে তিনি পৃথিবীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সে রক্তপাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও হিংসার কথা কল্পনা করা

যায় না। সুতরাং রক্তপাত-মাত্রই হিংসামূলক নহে। তারপর মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোনও দুর্ব্বল অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি ও কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্থে জগতের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল যদি আমরা বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে পদে পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। তাহা হইলে গেরুয়া পরিয়া ডাকাইতি করিতে গেলে কিম্বা হরিনাম করিতে করিতে কেহ অর্থলোভে মানুষ খুন করিলে ধর্ম্মের নিকট তাহাকে পাপী এবং আইনের সম্মুখে তাহাকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। আমি একথা শতবার স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু সে কারণে revolution হিংসামূলক কে বলিল? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শ-বিরুদ্ধ হইবে কেন? আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি divine right থাকে তবে revolutionএর সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবারও আমার divine right রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, revolutionএর জন্য এদেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির

আবশ্যক হইবে তদ্বারা আমরা revolutionএর পরের সমূহ সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে পরিমাণে ধ্বংসমূলক বলা যায় এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কারণ—short cutএ পৃথিবীর কোন দেশে revolution জয়যুক্ত হয় নাই। এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্য্যে তাহা হইবে না।

(১০) আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে—আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিগকে মহাত্মা গান্ধীর সেবকরূপে বাংলার সপ্তকোটি নরনারীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এবং পাছে বাংলার দুর্ব্বল নরনারী কোন কারণে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুদ্ধের সময় অবসর গ্রহণ না করে সেইজন্য তাহাদের mentalityকে তদুপযুক্ত করিয়া গঠন করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। *

(১১) আমাদের সকল কর্ম্মী একমনে ও একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখনও কিছু করিতে চেষ্টা পাইবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনি violence করা উচিত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে

* অভিভাষণে শাসমল mentality গঠন করিবার কয়েকটি সুচিন্তিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হউক্ মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন।

(১২) বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ কল্পনা করা যায় না।

২১শা মে তারিখে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথকে জানান হয় যে, তাঁহার অভিভাষণে (৭) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশটি আপত্তিজনক হইয়াছে, তাহা তাঁহার পড়া উচিত নয়। বীরেন্দ্রনাথ সভার অভিমত জানিয়া সেই অংশটুকু পাঠ করেন নাই, বাকী সমস্তটুকু পাঠ করেন।

পরদিন ২২শা মে সভার অবস্থা অন্য প্রকার দেখা গেল। (১১) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশটুকু প্রত্যাহার করিবার জন্য শাসমলকে অনুরোধ করা হইল। শাসমল অনুরোধের নিকট আপোষের নিকট নীতি ও আদর্শ বলি দিতে একান্ত অপারগ। সভাপতির স্বাধীন চিন্তা ও উক্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিয়া তিনি নিজ পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তখন শাসমলের কর্ত্তব্য কার্য্যে আন্তরিকতার বিরোধী মাখন সেন ও অতুল সেন এবং শাসমলের আন্তরিকতা ও নীতি উভয়ের বিরোধী উপেন্দ্র বাঁড়ুয্যে তাঁহার উপর অনাস্থার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। সেনগুপ্ত তাহা সমর্থন করিলেন। দুই ভোটে শাসমলের উপর অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইল।

বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া ২৩শা মে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। পৃথিবীতে আর কোথাও কখনও সভাপতির অভিভাষণের ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর

অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই বুঝি প্রথম।

কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া শাসমলের নিকট স্বীকার করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ১৩ই জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা হয়। তাহাতে শাসমল ও সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইতে ex-revolutionaryগণ বিতাড়িত হন।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করা দুরূহ ব্যাপার। রাজনীতি জটিল বিষয়—বাংলার রাজনীতি আরও জটিল বিষয়। বাংলার রাজনীতির আর এক মজা দেখুন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশনে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের প্রতি সরকারের ব্যবহার আলোচিত হইবার কথা, তাহাতে শাসমল ও সেনগুপ্ত ব্যতীত আর কোন সভ্য উপস্থিত হন নাই। সুতরাং মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কংগ্রেস-পক্ষ হইতে অনালোচিত থাকিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভায় আর এক মজা দেখা গেল। যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ex-revolutionary দিগকে ডাকিয়া আনিয়া কার্য্যকরী সভায় স্থান দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর প্লাবন

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বৎসর মে মাসে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এই বৎসর মেদিনীপুর জেলায় আবার ভীষণ বিপদ দেখা দিল। প্রবল বারিবর্ষণে ও যুগপৎ কেলেঘাই, কংসাবতী বা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমস্ত মেদিনীপুর জেলা প্লাবিত হইয়া যায়। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক-পরোপকার-প্রবৃত্তি-বশে জনসাধারণের দারুণ দুঃখে আকুল হইয়াছিলেন এবং ব্যথিত প্রাণে অর্থ, আহার্য্য ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ এবং জনসাধারণের মধ্যে সাহায্য দান ব্যাপার লইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া স্বীয় বিরাট দেহকে অস্বাভাবিক ক্লেশ দিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রিয় জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার আশায় তাহাদের নিকটে ছুটিয়া গেলেন। দেশপ্রাণের সে ত্যাগ, সে ক্লেশ-স্বীকার, সে কর্ম্মকুশলতা ও সর্ব্বোপরি সে আত্মভোলা ভাব মনে করিলে তাঁহার চরণতলে মস্তক আপনা হইতে নত হয়; মনের ভুল হয়, বীরেন্দ্রনাথ নিশ্চিতই ধনীর সন্তান নন্—তিনি নিশ্চিতই বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন না। তিনি দেশবাসীর একান্ত আপনার লোক, বড় দরদী বন্ধু ছিলেন। অনেক নেতার নাম

শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য অধিকাংশ লোকের হয় না। সহরের লোকে তাঁহাদিগকে দেখে, আর তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করে। যখন সেই, নেতাদের দায় ঠেকে অর্থাৎ যখন কাউন্‌সিল, এসেম্‌ব্লিতে সভ্য হওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্য হইতে ভোট সংগ্রহের দরকার হয় তখন তাঁহাদের কৃত্রিম-করুণ দৃষ্টি পল্লীর দিকে পতিত হয়। যত দূর মোটর গাড়ী ছুটিবার সুবিধা তার বেশী দূর আর তাঁহাদের গতি নাই, কর্ম্ম নাই, দৃষ্টি নাই, ভাবিবার শক্তি নাই। পরোপকার-প্রবৃত্তি লইয়া যাঁহারা কিছুমাত্রও কাজ করেন তাঁহারা সকলেই নাম-করা না হইলেও শ্রদ্ধার পাত্র। মেদিনীপুর জেলার বন্যা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে আর এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির কথা ভুলিতে পারা যায় না—যিনি স্বয়ং মেদিনীপুরের প্লাবন-পীড়িত অঞ্চলসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া, দেশবাসীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং জনসাধারণের উদরের অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বসন সংগ্রহের জন্য আপনার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া লইয়াছিলেন—তিনি আমাদের অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচন

বীরেন্দ্রনাথের জীবনে সংগ্রামের অবধি নাই। প্লাবনের মাত্রা হ্রাস হইতে না হইতেই ব্যবস্থাপক সভার পুনরায় সভ্য

দেশপ্রাণ শাসমল-

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

নির্ব্বাচন লইয়া মেদিনীপুর জেলায় একটা বিশেষ সাড়া দেখা যায়। এক্ষেত্রেও বীরেন্দ্রনাথের বিরোধীদল মেদিনীপুর জেলার বাহির হইতে, বিশেষভাবে কলিকাতা হইতে তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহাদের সাধ্যমত শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিই স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীর যোগ্যতা বিচারের একমাত্র উপযুক্ত মাত্র। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মেদিনীপুরের সভ্য মনোনয়ন ব্যাপারে ব্যতিক্রম দেখা গেল।* একমাত্র শাসমলকে হঠাইবার অভিপ্রায়েই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি বীরেন্দ্রনাথ, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল ও স্বদেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দান করেন। ইহা দেখিয়া শাসমল-বিরোধী-দলপুষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শাসমলের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁকে মনোনয়ন দেন। সে সময়ের বঙ্গীয় কংগ্রেসের কর্ম্মবীরগণ জেলার মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাইয়া যেমন নীতি-বিরোধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি জেলা বোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন।

* ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঢাকার একনিষ্ঠ ত্যাগী কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের অনুকূলে এইপ্রকার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে।

ও-দিকে কাঁথির প্রমথ-বাবুর বিরুদ্ধে নানা কারসাজি করিয়া মুগবেড়িয়ার বিপুল-বিত্তশালী জমিদার স্বর্গীয় গঙ্গাধর নন্দকে দাঁড় করান হয়। মহেন্দ্র-বাবুর বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার শ্রীযুত রেবতীনাথ মাইতি দাঁড়াইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহেন্দ্র-বাবুর সাফল্যের সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না। কারণ সমস্ত তমলুক মহকুমার লোকে মহেন্দ্র-বাবুকে এত বেশী শ্রদ্ধা করে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ দাঁড়াইলে পরাজিত হইবে একথা নিশ্চিত।

এখন সংগ্রাম বাধিল—প্রমথ-বাবু ও গঙ্গাধর-বাবুর মধ্যে এবং বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলালের মধ্যে। প্রমথ-বাবু নিঃস্ব জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সম্বল তাঁহার দেশসেবা, কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, আর বীরেন্দ্রনাথের চালনা। আর গঙ্গাধর-বাবু বিপুল-বিত্তবান্, তবে তিনি বদান্য, তাহা ছাড়া তিনি স্কুল, হাঁসপাতাল প্রভৃতি অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ অর্থশূন্য, তাঁহার সম্বল দেশসেবা ও কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী ; আর দেবেন্দ্রলালের অর্থসম্পদ প্রচুর, তিনি জেলাবোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান। এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকে নিজের কেন্দ্র ও প্রমথবাবুর কেন্দ্র—এই উভয় স্থানের কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলালের মধ্যে যে রকম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলার আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক্, ভোট গণনার ফল বাহির হইলে দেখা গেল—মেদিনীপুর সহরের ভোট অল্প পরিমাণ পাওয়ায় বীরেন্দ্রনাথ অল্প

ভোটের পার্থক্যে পরাজিত হইয়াছেন। ইহাতেও বীরেন্দ্রনাথ দমিলেন না। সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯৩৩ সালের কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে ও ১৯৩৪ সালের ভারতীয় এসেম্ব্লির সভ্য নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ম্মপটুতা ও দেশসেবার পরিচয় আর একবার দেশবাসীকে দেখাইয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেসের নাম-লেখান সভ্য হইলেই দেশসেবক হয় না। দেশবাসীর যথার্থ সেবা করিলেই তাহাদের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করা যায়।

১৯২৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ছাড়িয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

এই ১৯২৭ সালে নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠিত হয়। সে সময় শাসমল সম্পাদক ও খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শাসমল সম্পাদক হইয়া গ্রাম-সংস্কার ভাণ্ডারের (Village Reconstruction Fund) হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কমিটি গঠন করেন। তখন ex-revolutionary ও অন্যান্য অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়। ইহার কয়েকদিন পরে বীরেন্দ্রনাথের উপর আবার অনাস্থা-প্রস্তাব আনা হয়। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণের জন্য তাঁহার উপর অনাস্থা-প্রস্তাব আনা হইয়াছিল। কিন্তু এবারে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হইবার ঠিক পরেই তাঁহার উপর আবার কি কারণে অনাস্থা প্রস্তাব আসিতে পারে! বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভায় স্থির হয় —

গৌহাটি কংগ্রেসের পর তাহা আলোচিত হইবে। গৌহাটি কংগ্রেসের পর শাসমল নিম্নলিখিত বিবৃতি বাহির করেন।

To all members of B. P. C. C.

Dear Sirs,

In my statement published yesterday in the papers I promised that if I were convinced that in my Krishnagar speech I had actually referred to political detenues and sufferers and had also wounded their personal feelings, I would, as a gentleman, make amends and express regret most sincerely. Now, from the discussions that I had last night with several of my friends, who are political sufferers. I am convinced that certain sentences in my speech can be honestly construed in that way and so I not only express sorrow but also beg to announce that I withdraw unconditionally the whole paragraph of my speech relating to Terrorism or Anarchist Conspiracy (P. P. 8 and 9) and the other objectionable portion thereof in pages 29 and 30 i. e. all the sentences beginning from the words "আমাদের

সকল কর্ম্মী এক মনে” and ending with the words “তাঁহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবেন।” I trust, this will satisfy those who have been offended and whose co-operation in our struggle for political freedom I value so much.

Calcutta
11th February, 1927

Yours truly,
(Sd) B. N. Sasmal.

অর্থাৎ

বি, পি, সি, সির সভ্যগণের প্রতি

প্রিয় মহাশয়গণ—

গত কল্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার এক বিবৃতিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, যদি আমি বুঝিতে পারি—আমি আমার কৃষ্ণনগর অভিভাষণে রাজবন্দীদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রকৃতই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমি ভদ্রভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দুঃখ প্রকাশ করিব। গত রাত্রে রাজনৈতিক কারণে নিপীড়িত এমন কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—আমার অভিভাষণের কয়েকটি বাক্যের ঐভাবে অর্থ করা যাইতে পারে। সেই জন্য আমি যে কেবল দুঃখ প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে, এই সঙ্গে ইহাও জানাইতেছি যে, আমি সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমার অভিভাষণের সমস্ত অংশটুকু (৮পৃঃ—৯পৃঃ) এবং ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠার

আপত্তিকর অন্য অংশটুকু (আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে—আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবেন") তুলিয়া লইতেছি। যাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যাঁহাদের সহযোগিতা আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলনে আবশ্যক, তাঁহারা বোধ হয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

কলিকাতা আপনাদের—
১১ই ফেব্রুয়ারী, (স্বাক্ষর) বি, এন, শাসমল
১৯২৭

১৯২৭ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থার প্রস্তাব আলোচনা হয়। কারণ আর কিছুই নহে—ex-revolutionaryগণ, ফাঁকিদারি-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কংগ্রেসিগণ তাঁহাকে চায় না। বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা-প্রস্তাব চারি ভোটে পাশ হয়। ইহাই বাংলার কংগ্রেসের কূটনীতি।

এই সময় হইতে শাসমল দীর্ঘকালের জন্য বাংলার কংগ্রেস রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

দেশপ্রাণ শাসমল—
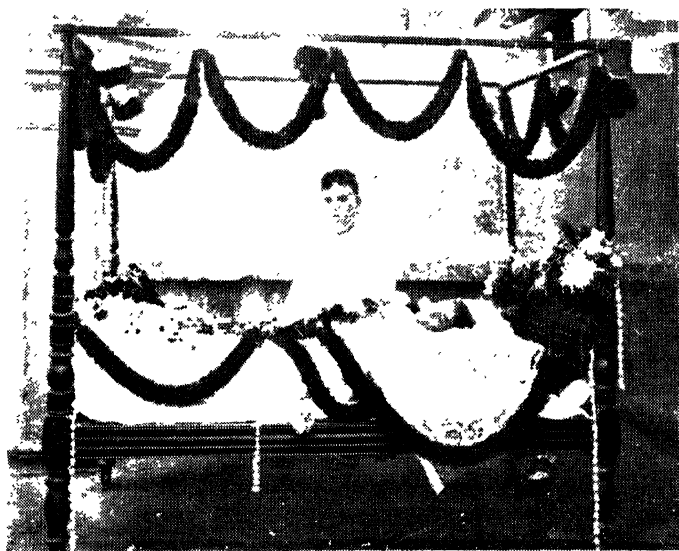
মাতৃদেবীর অন্তিম-শয্যাপার্শ্বে মাতৃভক্ত বীরেন্দ্রনাথ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ সালে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গভর্ণমেণ্ট এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায়-স্বরূপ আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্ট এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। কাজেই ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলনে মেদিনীপুর-জেলাবাসী যে নির্ভীকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তাহা বাংলার ইতিহাসে লিখিত থাকিবে কিনা জানি না, তবে জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনে ভারতের শীর্ষ স্থান লাভ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল বীরেন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহের সহিত তৎসমুদয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় সেই অত্যাচার তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতায় জনসাধারণের এক সভায় এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। খ্যাতনামা এটর্ণী ও বাংলার মডারেট দলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এই তদন্ত কমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ও বর্ত্তমানে ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথও এই তদন্ত কমিটির একজন সভ্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন সভ্য সে সময় জনসাধারণের উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে কাঁথি গিয়া কাঁথি মহকুমা হাকিমের আদেশে গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রনাথ এক দিন বলিয়াছিলেন, বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হইলে যতীনবাবু যে হাতে তাঁহাদের করমর্দ্দন করেন, পুলিশ আসিয়া যতীনবাবুর সেই হাত ধরিল। যাহা হউক, তদন্ত কমিটি জনসাধারণের উপর জুলুম সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহা বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

এই তদন্ত কমিটির কার্য্য দ্বারা বীরেন্দ্রনাথ সে সময় মেদিনীপুর বাসীর মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই সময়োপযোগী আর কোন কার্য্য দ্বারা বোধ হয় তাহা সম্ভব ছিল না। সরকারও তাঁহাকে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলিয়া ভুল করেন নাই। তাঁহার বীর-হৃদয়ের মধ্যে যে বহ্নি প্রদীপ্ত ছিল তাহা যে কোন সুযোগে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে সেই বহ্নি উদ্গীরিত হইলে তাহার বেগ ও তেজ দমন করিতে সরকারকে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বুঝিয়া সরকার বাহাদুর প্রথম হইতে তাঁহার এই আইনানুগ কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯২৭ সাল হইতে শাসমল কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তবুও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩০ সালের ১লা নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মেদিনীপুর জেলায় শাসমলের উপস্থিতি শঙ্কাজনক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাহাতে শাসমল মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিতে না পারেন সেজন্য তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারীর আদেশ দেন। বীরেন্দ্রনাথ এক মোকদ্দমা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে সেখানে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি হয়। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মোকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে মোকদ্দমার কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহাকে যে মেদিনীপুর জেলার সীমা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং দুই মাসের মধ্যে তিনি আর ঐ জেলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না একথাও তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়। এই আদেশ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দেন।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বাড়ী, তিনি আইন ব্যবসায় লইয়া থাকেন, ব্যবসা সম্পর্কে ও সম্পত্তি পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার মেদিনীপুর যাওয়া আবশ্যক—এই রকম আপত্তি জানাইয়া তাঁহার উপর ঐ নিষেধ জারী নাকচ করিবার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহার আদেশ বজায় রাখেন এবং সেই

সঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য।

Mr. Sasmal's presence in the disturbed areas at the earlier stage of the movement provoked intense political ferment and hostile excitement in the past some times threatening tranquifity in different parts of the district. His presence at any place in the district at the present moment when the atmosphere is charged is likely to provide sparks for a widespread conflagration, considering it difficult for the local authorities to deal with the situation effectively with the limited force at their disposal before considerable mischief has already been done.

Previously Midnapore was the centre of his political and professional activities. He has now shifted his residence to Calcutta without shifting his political centre of gravity from the district of Midnapore. It is well-known that he exercises unbounded political influence not only over the people of his own community but also over the bulk of the

Hindu population which preponderates over other communities residing in the district.

The presence of Mr. Sasmal has always been a source of excitement and encouragement to the illiterate masses who look up to him for inspiration, lead and guidance.

Mr. Sasmal's presence in any part of the district at the present moment is a source of immediate danger to the public tranquility.

অর্থাৎ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বিক্ষুব্ধ অঞ্চলসমূহে মিঃ শাসমলের উপস্থিতি গভীর রাজনৈতিক উত্তেজনা জাগাইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে জেলার আবহাওয়া এমন উত্তেজনাপূর্ণ রহিয়াছে যে, এই সময় জেলার যে কোন অংশে তাঁহার উপস্থিতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া বিশাল অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যে সামান্য বাহিনী আছে তাহা দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে রাখা ও যথেষ্ট অনিষ্টপাত নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

পূর্ব্বে মেদিনীপুরই তাঁহার রাজনীতিক কার্য্য ও ব্যবসায়গত ব্যাপারের কেন্দ্র ছিল। তিনি এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরই তাঁহার রাজনীতির কেন্দ্র রহিয়াছে। সকলেই জানেন—তিনি কেবল তাঁহার স্বজাতির উপর নহে,

জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর অসীম রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করেন।

মিঃ শাসমলের উপস্থিতি সর্ব্বদাই নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট উত্তেজনা ও উৎসাহের কারণ। তাহারা তাঁহার দিকে প্রেরণা ও চালনার জন্য তাকাইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে মিঃ শাসমলের উপস্থিতিতে জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন হইবে।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের সেসন জজের আদালতে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। এই সময় তিনি আদালতে তেজস্বিতাপূর্ণ যে উক্তি করেন তাহা বীর-হৃদয়-মাত্রকেই স্পর্শ করিবে। শাসমল বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"However much poor and humble and disreputable I may be in your eyes I am not altogether defenceless in a matter like this. I may tell you frankly that these things are not increasing my faith in and admiration for British justice in any way. They have travelled far beyond the realm of decency, fairplay and justice."

অর্থাৎ আমি আপনাদের দৃষ্টিতে যতই দীন-হীন অখ্যাত প্রতিভাত হই না কেন, আমি এই রকম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায় নয়। আমি অকপটে আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, এই সব ব্যাপারে ব্রিটিশ ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি আমার প্রতীতি

ও প্রশংসা কোন প্রকারেই বর্জ্জিত হইতেছে না। তাঁহারা সৌজন্য, সদাচার ও সুবিচারের সীমা হইতে সুদূরে সরিয়া গিয়াছেন।

পরে মেদিনীপুর হইতে বীরেন্দ্রনাথের দরখাস্ত হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয়। হাইকোর্টের আদেশে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি বাতিল হইয়া যায়। এইখানে মনে হয় শাসমল পুরুষসিংহ। বীরেন্দ্রনাথ ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে দরখাস্ত না করিলে তাঁহার যে কি প্রকার অসুবিধা হইত ও অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিকেও যে কি প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা পাঠক এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারেন।

"ব্রিটিশ আইন ও পুলিশের বিচারে কোন কোন স্থলে যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হয় তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাও শাসমলের জীবনের সহিত কিছু পরিমাণে জড়িত। যখন এদেশে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার লইয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া যায় সেই সময় মেদিনীপুরে এক বোমার মামলা হয়। বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার এণ্ডরু ফ্রেজারের উড়িষ্যা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে নারায়ণগড় ষ্টেশনে তাঁহার গাড়ী উল্টাইয়া দেওয়ার জন্য বোমা বিস্ফোরণের ফলে এই বোমার মামলার সৃষ্টি। এই মামলায় নবীন ব্যারিষ্টার শাসমল আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।" দায়রার বিচারে সকল আসামীর দীর্ঘকাল দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হয় এবং হাইকোর্টের আপীলে গভর্ণমেণ্টের কৌন্সিল

মিঃ নর্টন প্রায় সকলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও সকলের সম্বন্ধেই সাবেক রায় বহাল থাকে। পরে আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলার সময় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্‌স্ জেন্‌কিন্‌স্ সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যখন গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, এই স্বীকারোক্তি ও মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন বছর-খানেক পরে সকল আসামীকেই গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ইতিহাসে তথা বীরেন্দ্রনাথের জীবনে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রদেশ গঠনের সময় হইতে বিহার ও উড়িষ্যা একই গভর্ণরের অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উড়িষ্যাবাসী নানা কারণে উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠন করিতে ও স্বতন্ত্র গভর্ণরের অধীনে বাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইলে উড়িষ্যাকে তাহার শাসনসংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান উড়িষ্যা বলিতে যতটুকু ভূভাগ বুঝায় তাহার আয় হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশে উন্নীত উড়িষ্যার খরচ সংকুলান হইতে পারে না। কাজেই খরচ সংকুলানের জন্য আয়বৃদ্ধি এবং ভাষাগত ও শিক্ষাগত সাদৃশ্যের অজুহাতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব উড়িষ্যাবাসীদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয়।

১৯১৩ সালে এক বার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মেদিনীপুর

জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার কথা হয়। কিন্তু নানা কারণে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। মেদিনীপুর এখনও এক অখণ্ড বিশিষ্ট জেলারূপে গৌরব ভোগ করিয়া আসিতেছে। এবার উড়িষ্যার নেতৃগণ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে বাংলাদেশ হইতে ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করার দাবী করেন। অবশ্য এই দাবীর পশ্চাতে আর কোন গুপ্ত ব্যাপার লুক্কায়িত ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার দুর্ভাগ্য এই যে, ১৯৩০ সালের কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে সর্ব্বহারা মেদিনীপুরবাসীর যুদ্ধক্ষত বিদূরিত হইতে না হইতেই মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা উত্থাপিত হইল। এই ব্যাপার লইয়া মেদিনীপুর জেলার আবার একটা মহাসাড়া পড়িয়া গেল। সাড়ার কারণ আর কিছু নয়—মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগ উড়িষ্যার সহিত কোনক্রমেই সংযুক্ত হইতে পারে না, মেদিনীপুর-জেলাবাসী মেদিনীপুর জেলার কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতে পারে না।

এই সময় মেদিনীপুরের কাঁথি সহরে "মেদিনীপুর জেলা-বিভাগ-বিরোধী সমিতি" নামে এক সমিতি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি ও অন্যান্য স্থানে সভা করেন এবং মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন করিবার বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া দেশবাসী তথা উড়িষ্যাবাসীকে বুঝাইয়া দেন যে, মেদিনীপুর জেলা

বিচ্ছিন্ন হইলে বিচ্ছিন্ন অংশের ও অবশিষ্ট অংশের কোন লাভ বা সুবিধা হইতে পারে না। কাজেই মেদিনীপুর জেলাকে বিভাগ করিয়া ইহার কোন অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভূক্ত হইতে দেওয়া চলিবে না। শাসমল এই সময় Advance পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সেগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া তিনি Midnapore Partition নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। মেদিনীপুর বিভাগ লইয়া শাসমল বাংলার গভর্ণর ও ভারতের গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরদ্বয়ের নিকট দুইখানি প্রকাশ্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের প্রভাবেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন করা হইবে না বলিয়া ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে স্থির হয়।

মেদিনীপুর বিভাগ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। মেদিনীপুর বিভাগ লইয়া মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকেই মেদিনীপুরের অদৃষ্ট বা পুরুষকার বা আরও কিছু একটা চিন্তা করিতেছিল। বীরেন্দ্রনাথ আপনার স্বাভাবিক নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও যুক্তি দ্বারা মেদিনীপুর বিভাগ প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। এই সময় কি বাংলার বাঙ্গালী, কি উড়িষ্যার বাঙ্গালী, কি অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালী মেদিনীপুর-বিভাগের সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেন নাই, আপত্তি উত্থাপন

করেন নাই, প্রতিবাদ করেন নাই। যে কলিকাতা মহানগরী রাজনীতির কেন্দ্র সেখানেও একটা প্রতিবাদ সভা হয় নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতব্যাপী, আন্দোলন সম্ভব হইয়াছিল। মেদিনীপুর বিভাগের সময় আন্দোলন ত দূরের কথা, প্রতিবাদ সভা করিবার মতও মনের ব্যথা মেদিনীপুরবাসী ছাড়া আর কাহারও ছিল না। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট। আর মেদিনীপুর বিভাগের প্রস্তাবক উড়িষ্যাবাসী, সমর্থক ও প্রবর্ত্তক কেহ হইতে পারিত কিনা জানি না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারী ছিলেন বঙ্গবাসী—তথা অন্যান্য সকলে। মেদিনীপুর বিভাগের প্রতিবাদকারী ছিলেন—বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী ও দু'একজন সাংবাদিক। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্—এই হিসাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারী বঙ্গবাসী তখন মেদিনীপুর বিভাগের সমর্থক। উড়িষ্যাবাসী ও উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীদের বলিবার কথা এই, আমরা ত পেটের দায়ে বাংলা মুল্লুক ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি এবং কোন প্রকারে কোণঠাসা হইয়া দিন গুজরান করিতেছি। কাজেই বাংলাদেশ হইতে আর কিছু লোক আসিয়া মিলিত হইলে আপাততঃ কথা বলিবার মত লোক পাই, তারপর না হয় মনোমালিন্য হইবে—সে ত পরের কথা। আর বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালীগণ বলিবেন—উড়িষ্যবাসিগণ দাবী করিলেই বা, গভর্ণমেণ্ট ত কিছু বলেন নাই, সেই জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়া আছি। তখন দেখা গিয়াছে, বাংলার তথাকথিত নেতারা, এমন কি, আজ যাঁহারা বাংলার

কংগ্রেস-তরণীর কর্ণ-পরিবাহক তাঁহাদের অনেকে বাংলার নানা স্থানে ও বাংলার বাহিরে গিয়া শাসমলের হাতে-গড়া মেদিনীপুরের নামে বাংলাদেশে তাঁহাদের কাজের বহর দেখাইয়া অভিনন্দন কুড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারাও মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই; তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে নিষ্পেষিত মেদিনীপুরের জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা লাঘবের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এমন কি, কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০।৪৫ মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলায় গিয়া সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেও ইচ্ছা করেন নাই। তখন যে পুরুষসিংহ শাসমল জীবিত এবং তিনি যে অসংখ্য প্রকারে মেদিনীপুরের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের জন্য দিনরাত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজ অনেকে বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সরলমনা মেদিনীপুরবাসীর মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার আশায় মেদিনীপুরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মেদিনীপুরের তোষামোদ করিয়া কাজ হাসিল করিবার আশায় তাঁহারা মেদিনীপুরকে গুজরাটের বারদোলির সহিত তুলনা করেন। ইহাতে লজ্জায় তাঁহাদের মাথা কাটা যায় না। ইহাই তাঁহাদের মনের inferiority complex, তাহারা একথা ভুলিয়া যান, যে, শাসমলের কর্ম্মধারা-পূত, বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতির পুণ্যক্ষেত্র মেদিনীপুর বারদোলি অপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে, কাজেই যদি গুজরাটের লোকের দরকার হয় তবে তাহারা বলুক্—

বারদৌলী গুজরাটের মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের কাজের এত প্রশংসা মৌখিক কি আন্তরিক তাহা মর্য্যাদা-দানের বহর দেখিয়া বুঝা গেল, আর আকাশে বাতাসে খেলিয়া গেল—মেদিনীপুর! বিশেষভাবে যে অংশ বিচ্ছিন্ন করিবার কথা! সেটা ত শাসমলের দেশ! গেলেই বা কি, আর থাক্‌লেই বা কি!

মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্রনাথের যুক্তি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যে যুক্তি প্রকাশ করেন তাহা পরে একত্র গ্রথিত করিয়া Midnapore Partition নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন। সেই পুস্তিকার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

কাঁথিতে একটি কলেজ আছে, কিন্তু সমস্ত উড়িষ্যার মধ্যে মাত্র একটি কলেজ আছে। কাঁথি মহকুমায় প্রায় ১২টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যার মধ্যে প্রায় ১০।১২টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কাঁথি মহকুমায় বালক-বালিকাদের জন্য প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৮৯টি, আর বালেশ্বর জেলায় ৮৫২টি। উড়িষ্যার যে কোন মহকুমা অপেক্ষা কাঁথি মহকুমায় দাতব্য ঔষধালয়ের সংখ্যা অধিক। কাজেই উড়িষ্যা অপেক্ষা দক্ষিণ মেদিনীপুরের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গড়পড়তা খরচ অনেক বেশী।

আদালতের ভাষা বাংলা ও উড়িয়া দুইই হইবে—এ প্রস্তাব হাস্যকর। কারণ তাহাতে তাঁহারা যে উড়িয়া ভাষা ও উড়িয়া

কৃষ্টির উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ চাহিয়াছেন, তাহার কোন উন্নতি হইবে না। ইহাই যদি উড়িষ্যা নেতাদের অভিমত হয় তবে তাঁহাদের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সত্যভাবে জানান উচিত যে, তাঁহারা ভাষাগত ও শিক্ষাদীক্ষাগত সাদৃশ্যের নামে মতকগুলি সরলপ্রাণ লোককে প্রতারিত করিতে চান। ইহাই যদি তাঁহাদের অভিমত না হয়, তবে দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে আদালতের কার্য্য চালাইবার জন্য উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে এবং বাংলা ভাষা ভুলিতে হইবে। দক্ষিণ মেদিনীপুরের শতকরা ৯৯.৯ জন লোক উড়িয়া বর্ণমালা জানে না। তাহাদিগকে উড়িয়া বর্ণমালা শিখিবার কথা বলিলে বিরাগভাজন হইতে হইবে। উড়িষ্যায় হাইকোর্ট নাই এবং অর্থাভাব হেতু অদূর ভবিষ্যতে হাইকোর্ট হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে হাইকোর্ট সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার পরিবর্ত্তে পাটনা যাইতে হইবে এবং তাহারা যে শান্তভাবে ইহাতে সম্মত হইবে ইহা আশা করা সত্যই যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ত্তমান সময়ে বালেশ্বরে স্থায়ী জেলা ও দায়রা জজ নাই। কাজেই জেলা আদালতের কাজ শেষ করিবার জন্য তাহাদিগকে মেদিনীপুরের পরিবর্ত্তে কটক যাইতে হইবে। কটকে সার্কিট হাইকোর্ট বসিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা স্থায়ী কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবস্থা অপেক্ষা কখনও উত্তম বিবেচিত হইতে পারে না। বালেশ্বরে কিম্বা কটকে আজ পর্য্যন্ত ফৌজদারী মামলায় জুরীর বিচারের ব্যবস্থা নাই। দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসী প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া জুরীর বিচারের যে সুবিধা

ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিতে পারে না। দক্ষিণ মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের মধ্যে কাঁচা কিম্বা পাকা রাস্তা নাই, ভীষণ সুবর্ণরেখা নদী রহিয়াছে। কাজেই বালেশ্বর যাইতে হইলে দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে বহু পথ ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিছু অংশ বাংলাদেশে আর কিছু অংশ উড়িষ্যায় এইভাবে জমিদারী ভাগ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তাহাতে জমিদারদিগকে দুই বিভিন্ন প্রদেশে মহকুমা আদালত হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসী চারি কিস্তিতে তাহাদের খাজনা দেয়। আর উড়িয়াগণ দুই কিস্তিতে দেয়। উড়িষ্যার ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের আদালতে রাজস্ব সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। আর মেদিনীপুরে মুন্সেফের আদালতে তাহার বিচার হয়। কালক্রমে দায়ভাগ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া মিতাক্ষরা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে সাময়িক খাজনাবৃদ্ধি ব্যবস্থা হইবে। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত গভর্ণরের দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হয়, আর উড়িষ্যা হয়ত একজন সিভিলিয়ান গভর্ণর দ্বারা শাসিত হইবে। কাজেই কে উন্নত ও বৃহৎ বাংলা ছাড়িয়া ছোট ও শিশু উড়িষ্যা প্রদেশে যাইতে চাহিবে। উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও হইবে না, কাজেই দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু সে শিক্ষা উড়িষ্যার চাকুরী পাইবার বিষয়ে কাজে না লাগিতেও পারে;

কারণ তাহারা উড়িয়া কৃষ্টি ও আবহাওয়ার উপযোগী শিক্ষা পায় নাই এবং বাংলা দেশের স্কুল কলেজে সে-প্রকার হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। যদি এখন কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে উড়িষ্যার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উড়িয়া শিখিতে হইবে।

উড়িষ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ না থাকায় দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীকে তৎতৎ বিষয় বাংলা দেশে শিখিতে হইবে এবং সে শিক্ষাও উড়িষ্যার কোন কাজে না লাগিবার সম্ভাবনাই অধিক। আমি যত দূর জানি, লোক্যালবোর্ড ও জেলাবোর্ড নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড নাই, * কিন্তু উড়িষ্যায় এই প্রকার বোর্ডের ব্যবস্থা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দক্ষিণ মেদিনীপুরের সামান্য কয়েকজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও করণ ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায়ই উড়িয়াদিগের সহিত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ নহে। মেদিনীপুরের গরিষ্ঠসম্প্রদায় মাহিষ্যগণ প্রকাশ্যভাবে বলে যে, উড়িষ্যায় কোন কালে তাহাদের স্বজাতি নাই এবং ফলে স্মরণাতীত কাল হইতে উড়িয়াদের সহিত তাহাদের কোন সামাজিক সম্বন্ধ নাই। যদি দক্ষিণ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধনের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীকে উড়িয়া ভাষা

* এখন মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

শিখিতে হইবে। কিন্তু উড়িয়া-ভাষাভাষী পাত্রীর জন্য পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? বাংলাদেশের পাত্রগণ বাংলা কথা বলে, কাজেই তাহারা উড়িয়া-ভাষাভাষী পাত্রী বিবাহ করিতে চাহিবে না, একথা আগে হইতেই জানা আছে। কাজেই কিরূপে মেয়েদের বিবাহ হইবে? এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ মেদিনীপুরের কোন কোন সম্প্রদায় ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া জেলার লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের লোকের প্রতি (ব্যবহারে) বালেশ্বরের কোন কোন অংশের লোকের ব্যবহারে উড়িয়া মনোবৃত্তি লক্ষিত হয়—ইহাও বলা দরকার। কাঁথির অনেকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বালেশ্বর জেলায় জমি খরিদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথম হইতেই ফৌজদারী মামলা ও দেওয়ানী মামলা ত লাগিয়া আছে। তা ছাড়া এখনও জমি চাষ করিবার জন্য অথবা অন্য কোন আয়াস-সাধ্য কাজ করিবার জন্য তাঁহারা সহজে সেখানকার মজুর পান না। কাজেই তাঁহাদিগকে মেদিনীপুর অথবা ময়ুরভঞ্জ হইতে মজুর আনাইতে হয়। কিন্তু একথা বলিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না যে, মেদিনীপুরবাসী উড়িষ্যায় যে সমস্ত জমি ক্রয় করিয়াছেন তাহা বালেশ্বরবাসীরা কিনিতে পারেন নাই বলিয়া এই জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাষা কি?

ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে আমাদিগকে স্থির

করিতে হইবে। চট্টগ্রামবাসীদের কথিত ভাষা আদৌ বাংলা নয়, তবু তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা হয়। বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তের কথিত ভাষাকে ঠিক বাংলা বলা যায় না। কিন্তু সে অঞ্চলের অধিবাসী যে বাঙ্গালী নয় একথা কেহই বলিতে পারে না। তাহা হইলে ভাষা কথার অর্থ কি? ভাষা বলিতে কথিত ভাষা বুঝাইবে, কি, লেখাপড়া শিখিবার ভাষা বুঝাইবে? আমার স্পষ্টই মনে হয় যে, ভাষা বলিতে কথিত ভাষা বুঝায় না। উড়িষ্যার প্রান্ত সীমায় বাস করে বলিয়া দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীর ভাষা কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হইবেই। যদি সমস্ত মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উড়িয়া ভাষাই তাহাদের আদালতের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, দশ বৎসর পরে প্রান্তসীমাবর্ত্তী বাঁকুড়া, হাওড়া ও ২৪ পরগণার লোককেও উড়িয়া ভাষায় কথা বলিতে দেখা যাইবে। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা বাংলাদেশের প্রান্তদেশে অবাস্থত থাকায় সেখানের ভাষাকে ঠিক উড়িয়া বলা যায় না। উড়িয়াদের পুস্তিকায় দেখিয়াছি যে, বালেশ্বর জেলায় বাংলা ও উড়িয়া উভয় ভাষাই আদালতের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়; কাজেই সেই কারণে বালেশ্বর জেলার মেদিনীপুরের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পক্ষে উড়িয়া বন্ধুদের সম্মতি আছে কি? যে কারণে উড়িষ্যাবাসী মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করেন সেই কারণে বালেশ্বর জেলাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করা যায়। সব দেশেই

প্রান্ত সীমার অধিবাসীদের ভাষা মিশ্রিত হইয়া থাকে, এবং শাসন ব্যাপারে ভূভাগের সীমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়।

আর একটি দরকারী কথা এই যে, বাংলা দেশে 'দায়ভাগ' প্রথা প্রচলিত। এ-দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে পারি যে, দক্ষিণ মেদিনীপুরে শতকরা ৮০ জন লোক এই 'দায়ভাগ' প্রথানুসারে কাজ চালাইয়া থাকে!

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আমরা পুরুষানুক্রমে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গান ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদক জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রতি গৃহেই গীত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতগুলি বিগত দুই আন্দোলনে কাঁথীবাসীর পক্ষে প্রধান শক্তি-স্বরূপ হইয়াছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভুলিয়া যাউক্ ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। প্রাচ্যের বাংলা সাহিত্যই পৃথিবীর মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটী চেয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত সুবিধা পাইয়া গৌরব অনুভব করি এবং কোন প্রকারেই এই সমস্ত সুবিধা হারাইব না।

বাংলার কৃষ্টি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম, নব্য ন্যায়, ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ; বাংলার মহাপুরুষ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ, বাংলার কবি ও লেখক—মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক

নেতা সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন, বাংলার জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ, স্যর প্রফুল্ল, ডাঃ মেঘনাদ, বাংলার উন্নতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা, বাংলার উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র—এই সমস্ত গৌরবের বস্তু। এ-সব বস্তুকে আমরা আপনাদের বলিয়া জানি এবং কোন কারণেই এই সমস্ত বস্তু হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। এই সমস্ত জিনিসের বিনিময়ে আমরা কি পাইব তাহা আমাদের উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সম্ভবতঃ, নূতন শাসনাধীনে কয়েকটী চাকুরী। এই সব অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস। সামান্য কিছু সুবিধার বিনিময়ে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বিসর্জ্জন দিতে পারি না।

সুবর্ণরেখা নদীই বাংলার প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করে, আমরা এই দাবী করি। সুবর্ণরেখার এই পার্শ্বের (অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বের) দুইটী থানা এখনও বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে এই দুইটী থানা অবশ্য অবশ্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হউক্—ইহাই আমরা চাই।”

ইহার দুই বৎসর পরে সরকার পক্ষ হইতে উড়িষ্যাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে উন্নীত করিবার বিষয় স্থিরীকৃত হইলে তখনও মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করার জন্য বীরেন্দ্রনাথকে কি ভাবে প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল এবং তিনিও তখন কি প্রকার নির্ম্মমভাবে আপনার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও নীতিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুইখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়।

বীরেন্দ্রনাথকে লিখিত উড়িষ্যার বি, এন, মিশ্রের পত্র—

19, Royal Hotel.
Delhi, 11-2-33

Dear Mr. Sasmal,

You may very likely remember our conversation last, when you were doubtful about the formation of a new province for Orissa. But that it has been settled may I request you and all Uryia friends there to reconsider your views on the matter ? In view of the fact that under the reform in Bengal and the predominant Muslim majority next to Bengali-Hindus, the hopeless minority of the Oriyas would be worst for you. Being a shrewd and wise man, I think, you will change your views and take your proper place in the Orissa Province.

In view of all these if you and your friends will consider the position I and other friends from Orissa will meet you to consider the matter quietly for mutual advantage. May I request you for the favour of an early reply ?

I hope you are quite will.

Yours sincerely,
(Sd) B. N. Misra,
M.L.A., Bar-at-law.

১৯, রয়াল হোটেল, দিল্লী।
১১।২।৩৩

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আমাদের গত বারের আলোচনা আপনার খুব সম্ভব মনে আছে। সে সময় আপনি স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু এখন স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে সেই হেতু আমি আপনাকে ও ওখানের উড়িয়া বন্ধুদিগকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিষয়টি বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বাংলায় মুসলমানগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকায় নূতন শাসন সংস্কার আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠ উড়িয়াদিগের অবস্থা আপনার পক্ষে বড়ই শোচনীয় হইবে। আপনাকে আমি চালাক ও জ্ঞানী লোক মনে করি। আপনি আপনার মত পরিবর্ত্তন করিয়া উড়িষ্যার মধ্যে আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবেন।

এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া আপনি ও আপনার বন্ধুগণ যদি অবস্থাটা বিবেচনা করেন, তবে আমি ও উড়িষ্যার অন্যান্য বন্ধু পারস্পরিক সুবিধার জন্য বিষয়টি ধীরভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আপনার সহিত দেখা করিব। আপনি শীঘ্র উত্তর লিখিবেন—এই অনুরোধ। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার—
(স্বাক্ষর) বি, এন, মিশ্র,
এম, এল, এ ; বার-য়্যাট্-ল,

বীরেন্দ্রনাথের উত্তর

P229, Russa Road,
Tollygunge, Calcutta.
17. 2. 23.

Dear Mr. Misra,

Your registered letter dated 11. 2. 33. I am surprised how you could send snch an objectionable thing to me. It presupposes that I am capable of being influenced by places and advantages. You will allow me to point out that to this extent to which it bears that construction, you have insulted me and my district. Places and advantages may be in the minds of those Oriya leaders who are agitating for a seperate province for Orissa ; but no place, proper or improper, and no advantage, noble or mean, can ever change my humble opinion and the opinion of Midnapore. We shall oppose the inclusion of my part of Midnapore in the new Orissa Province till the end of our days. I repeat what

I wrote in my memorandum to the O' Donnell Committee, namely, that "lives are not worth-living and easily sacrificed, if a lower standard of living and culture is forcibly imposed upon any set of educated and patriotic human beings"

Your reference to the predominant Muslim majority in Bengal under the coming reform is particularly vicious. You and your friends have been referring to this aspect of the question for some time past. What are you going to do to the hopeless minority of the Muslims in the new Orissa Province? Shrewd and wise men as you all are, will you allow the Oriya Muslims their proper place there? What would you do to the Muslims of Midnapore? For the matter of fact, what would you do to the Hindus of Midnapore who are bound to be in a hopeless minority in your midst? Don't I know—does not the world know, how the Oriyas have begun hating the Bengalees generally, and Midnapore Bengalees specially

in the recent years? My friend Mr. B. Das has let the cat go out of the bag when he says that the Government should announce the Orissa boundaries to make her economically solvent. Your sweet words and sweeter offer of greater future hopes are wholly for this purpose and you will excuse Midnapore, if she is unwilling to kiss the noose which you are anxious to put round her neck.

Hoping all well with you.

Yaurs sincerely,
(Sd.) B. N. Sasmal

অর্থাৎ

পি ২২৯, রসা রোড,
টালীগঞ্জ, কলিকাতা
১৭।২।৩৩

প্রিয় মিঃ মিশ্র,

আপনার ১১।২।৩৩ তারিখের রেজেষ্ট্রীকৃত পত্র পাইয়াছি। আপনি কিরূপে আমার নিকটে এরূপ আপত্তিকর পত্র পাঠাইতে পারেন—ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছি। একথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমি পদ ও সুবিধার প্রলোভনে প্রভাবান্বিত

হইতে পারি। আমি আপনাকে জানাইতে পারি যে, এই লেখা দ্বারা আমাকে ও আমার জেলাকে অপমানিত করা হইয়াছে। যে সব উড়িয়া নেতা স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের মনের মধ্যে পদ ও সুবিধার বিষয় আশ্রয় পাইতে পারে, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় যে কোন পদ, ভাল-মন্দ যে কোন সুবিধার কথা কখনও আমার ও মেদিনীপুরের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আমরা আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের আমাদের অঞ্চলকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তকরণে বাধা দান করিব। ও' ডোনেল কমিটির নিকট বিবৃতিতে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—"যদি এক দল শিক্ষিত ও দেশভক্ত মানবের উপর হীন জীবনযাপন প্রণালী ও শিক্ষাদীক্ষা বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাদের জীবন জীবন নামের অযোগ্য হয় এবং সে জীবন অনায়াসে ত্যাগ করা যায়।"

নূতন শাসন সংস্কারে বাংলা দেশের মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে আপনার উল্লেখ বিশেষভাবে দুর্নীতিমূলক। আপনি ও আপনার বন্ধুগণ আজ কিছুদিন ধরিয়া এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। আপনারা উড়িষ্যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য কি করিতে যাইতেছেন? আপনারা সকলেই যখন চালাক ও জ্ঞানী, তখন আপনারা কি উড়িষ্যার মুসলমানদিগকে যথাযথ স্থান দিবেন? আপনারা মেদিনীপুরের মুসলমানদিগের জন্য কি করিবেন?

মেদিনীপুরের হিন্দু আপনাদের মধ্যে গিয়া নিশ্চিতই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইবেন। তাঁহাদের জন্যই বা আপনারা কি করিবেন? আমি কি জানি না—সমস্ত পৃথিবীর লোকে কি জানে না —সম্প্রতি কি ভাবে বাঙ্গালীদিগকে, বিশেষভাবে মেদিনীপুরের বাঙ্গালীদিগকে উড়িয়াগণ ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! উড়িষ্যার অর্থনীতিক সংস্থানের জন্য গভর্ণমেণ্টের উড়িষ্যার সীমা বিজ্ঞাপিত করা উচিত—এই কথা বলিয়া আমার বন্ধু মিঃ বি, দাস সব কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভবিষ্যতের বৃহত্তর আশার মধুর বাণী ও ততোধিক মধুর দান সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। আপনারা মেদিনীপুরের গলায় যে ফাঁস পরাইয়া দিতে সমুৎসুক তাহা যদি মেদিনীপুর সাদরে গ্রহণ করিতে না চায় তবে আপনারা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। আশা করি, আপনারা সকলে ভাল আছেন।

একান্ত আপনার—
(স্বাক্ষর) বি, এন, শাসমল

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম হাঙ্গামা

১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম সহরে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়। সেই হাঙ্গামার কারণ, উদ্ভব, গতি, পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতার এলবার্ট হলে কলিকাতা-বাসীর এক সাধারণ প্রকাশ্য সভায় এক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন, মুজিবর রহমন, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য ছিলেন। বলা বাহুল্য, বীরেন্দ্রনাথও এই সমিতির সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং চট্টগ্রাম সহরে যে সমস্ত ধ্বংসলীলা, পাশবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি হীন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু ফটো তুলিয়া লন। চট্টগ্রামের হাঙ্গামার কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না। সভ্যগণ কলিকাতায় ফিরিয়া টাউন হলে আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করেন। আচার্য্য রায় বলেন—চট্টগ্রামের হাঙ্গামার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কোন চিহ্ন নাই। এই হাঙ্গামার পশ্চাতে Unseen hand and unseen brain থাকিয়া এই হাঙ্গামার অনুষ্ঠান সম্ভব করিয়াছে। অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ যে রিপোর্ট সেই সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন

পরে সরকার পক্ষ আর সে রিপোর্ট প্রকাশ করিতে দেন নাই।

চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে মামলার উদ্ভব হয় তাহাতে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক আসামী শ্রেণীভুক্ত হন। এই মামলায় কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু ও অন্যান্য আইনজীবী আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। মামলা কিছুদিন চলিবার পর শরৎ-বাবু অজ্ঞাত কারণে এই মামলার সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এই মামলার কোন কোন আসামীর অদৃষ্টে প্রাণদণ্ড হইতে পারে। এই সময় আসামী পক্ষ বীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মামলা পরিচালনা করিতে অনুরোধ করেন। বীরেন্দ্রনাথ বহু সহস্র টাকার ঋণজালে জড়িত থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইয়া মামলা পরিচালন করিবার জন্য চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। সেই মামলায় তিনি যে সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। এই মামলায় তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যাহাই হউক্, পরিশ্রমের ফল ফলিল। অনন্ত সিংহ প্রভৃতি ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু শাসমলের সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের আর মর্য্যাদা হইল না। বীরেন্দ্রনাথের যে সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বাগ্মিতা ও বিচার-

বুদ্ধি ছিল তাহা আরও বহু জটিল মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন কালে প্রকাশ পাইয়াছে। একটী উদাহরণ দিতেছি।

১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস সাহেব আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। এই হত্যা সম্পর্কিত মামলায় শাসমল আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মামলা পরিচালনায় তিনি যে সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-শক্তি, বাগ্মিতা ও গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা রাজপুরুষগণও স্বীকার করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষ রাজপুরুষগণ এজন্য বরাবরই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই মামলা পরিচালনা কালে মেদিনীপুরের একজন ইংরাজ আই, সি, এস, এস, ডি, ও বলেন—"শাসমলের জেরা কাঠগড়ার হত্যাকারী আসামী অপেক্ষা ভয়ের কারণ।" কাজেই শাসমল যে একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত হইতেছিলেন তখন বাংলাদেশে তাঁহার প্রতিপত্তি হয় নাই। বাংলাদেশে তাঁহাকে যখন জটিল মামলায় নিযুক্ত করা হইত তখন তাঁহার শুধু আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতার সমাদর করিয়া যে নিযুক্ত করা হইত তাহা নয়, তাঁহার আইন-জ্ঞানের সঙ্গে মহৎ প্রাণ, পরদুঃখকাতর হৃদয় মিলিত ছিল বলিয়া তাঁহাকে জটিল মামলায় নিযুক্ত করা হইত। বীরেন্দ্রনাথ এতাদৃশ অধিকাংশ মামলায় আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতেন। তাঁহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতার মর্য্যাদা যখন বাংলা দেশের বাহিরে বিস্তৃত

হইতেছিল তখন বাংলাদেশের লোকে পরশ্রীকাতরতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। নতুবা অনন্ত সিংহ প্রভৃতির পক্ষ সমর্থনে বীরেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব, সাহস ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাংলায় সমাদৃত হইত।

বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহাকে কি প্রকার আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহার আর একটী উদাহরণ দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে এক ট্রাইবুন্যালে তিন জন জজের নিকটে এক বোমার মামলা আরম্ভ হয়। বীরেন্দ্রনাথ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলা দীর্ঘ পাঁচ মাস চলে। বীরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ কলিকাতা হইতে হুগলী যাতায়াত করিতেন। এই মামলা হাতে থাকার সময়ে তিনি অন্য কোন মামলা গ্রহণ করেন নাই। কি ভাবে আসামীদিগকে মুক্ত করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। একজন আসামী মুক্তি পান। তিন-জন আসামীর কারাবাস দণ্ড হয়। এই মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া শাসমল পাঁচ মাসের মধ্যে অন্য মামলা ত গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু আসামীদিগের পক্ষ হইতে একটী পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে আসামী মুক্তি পান তাঁহাকে অস্ত্র আইন আবার গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। তখনও বীরেন্দ্রনাথ বিনা পারিশ্রমিকে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করেন এবং আসামীকে মুক্ত করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা কর্পোরেশনে বীরেন্দ্রনাথ

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন হয়। বীরেন্দ্রনাথ ২৭নং ওয়ার্ড হইতে সদস্য-পদপ্রার্থী হন। সে সময়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস তাঁহাকে মনোনয়ন দেন নাই। তাঁহারা রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দিয়াছিলেন। রাম-তারণ-বাবু ৪০ বৎসর ব্যাপী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী ও কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। শাসমল এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রায় এক হাজার ভোটে পরাজিত করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। ভোট গণনার দিন কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত শাসমলকে ছুরিকা-হস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে বীরেন্দ্রনাথের যোগদানের আবশ্যকতা ছিল, তাহা তাঁহার বিজয় লাভে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল। কর্পোরেশনের সভ্যরূপে বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। বাংলার যাঁহারা একনিষ্ঠ কর্ম্মী বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নায়ক হইলেন।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় আবার বন্যা হয়। সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে এক সভা হয়। তাহাতে 'মেদিনীপুর বন্যা

সমিতি' নামে এক সমিতি গঠিত হয়। বিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় সমিতির সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। এবারেও বীরেন্দ্রনাথ, জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট মোচন করিবার জন্য বহু ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের কাউন্সিলাররূপে কার্য্যকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের দুইটি ব্যাপারের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, কর্পোরেশন দমন বিল আলোচনা। বাংলার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্পোরেশনের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য এক বিল উপস্থাপিত করেন। বিলের প্রধান কথা এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এই বিল লইয়া কর্পোরেশনে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকার মনোনীত ও ইউরোপীয় কাউন্সিলরগণ বিলের পক্ষে এবং বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ৪০ জনের অধিক কাউন্সিলর বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ১৯৩৪ সালের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার। প্রত্যেক বৎসর গভর্ণমেণ্ট-মনোনীত ১০জন সভ্য কর্পোরেশনে থাকিবার নিয়ম আছে। ১৯৩৩ সালে সরকার বাহাদুর মনোনয়ন দ্বারা ১০ জন সভ্যকে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৪ সালের জন্য কর্পোরেশনে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। যখন ১৯৩৪ সালে নূতন মেয়র নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হয় তখন সরকার-মনোনীত

সদস্যদের সভ্য থাকিবার নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তখনও সরকার পক্ষ হইতে নূতন সদস্য মনোনীত হইয়া কর্পোরেশনে আসেন নাই।

এই বৎসর মেয়র নির্ব্বাচনী সভার সভাপতি মনোনীত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ যে নির্ভীকতা ও সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। তিনি প্রথমতঃ এক রুলিংএর দ্বারা পূর্ব্ব বৎসরের ১০ জন সরকার-মনোনীত কাউন্সিলারের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট দানের অধিকার নাকচ করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি এক দল তথাকথিত কংগ্রেসী কাউন্সিলার ইউরোপীয় কাউন্সিলারগণের সহিত সহযোগিতা করিয়া সভা ত্যাগ করিয়া যান। তখন মিঃ এ; কে, ফজলুল হক মেয়র নির্ব্বাচিত হন। কুমুদশঙ্কর রায় ইত্যাদি কাউন্সিলারগণ এই মেয়র নির্ব্বাচন নাকচ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। এই সময় সরকার পক্ষকে বেশ একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট মিঃ ফজলুল হকের মেয়র নির্ব্বাচন বাতিল করেন। এই ঘটনার পর বীরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত হন নাই এবং শীঘ্রই কর্পোরেশন ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বীরেন্দ্রনাথ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কৃত হিন্দু-মুসলমান চুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহ, উৎসাহ, নির্ভীকতা ও আইনজ্ঞানের বলে কলিকাতা কর্পোরেশনে ১০ বৎসরের মধ্যে ১৯৩৪ সালে সর্ব্ব-প্রথম একজন মুসলমান মেয়র নির্ব্বাচিত হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের পক্ষে ইহা যে মঙ্গলকর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা মিলনের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা মিলন ঘটাইতে দিবেন কেন? বীরেন্দ্রনাথ মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সুবিধা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে যে প্রকার প্রীতির চক্ষে দেখিতেন সেরূপ প্রীতির সহিত বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন হিন্দু দেখেন নাই। একথা মুসলমান নেতা ও মুসলমান জনসাধারণও স্বীকার করিবেন। বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইবেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক যোগে কার্য্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। তিনি বলিতেন—"মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সমধর্ম্মী নয় একথা জানি, কিন্তু তাহারা যে ভারতবাসী অর্থাৎ আমার দেশের

লোক একথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের মুসলমানদিগকে আর আরবীয় বা পারসীক বলা চলে না। কাজেই তাহাদিগকে সুবিধা দান করিলে যদি নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু অসুবিধা ঘটে, এবং সেই সঙ্গে সমষ্টিগত জাতি ও সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত না হইয়া অনুকূল হয়, তবে তেমন কাজ করা ভাল।” তবুও বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কারণ তিনি হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থসংঘাত মীমাংসা করিবার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ তাঁহার পক্ষে সহনাতীত ছিল। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, প্রধান মন্ত্রীর সম্পাদিত সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ার মধ্যে বিভেদ-বিরোধের বীজগুলি নিহিত রহিয়াছে। বাঁটোয়ারা মানিয়া লইলে বীজগুলি অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া কালে মহামহীরুহে পরিণত হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ত হইবেই না, অধিকন্তু, মিলনের সম্ভাবনা থাকিবে কি না সন্দেহ।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে কোন কথা বলিতে নারাজ হন। কোন জিনিসের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে তাহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সেই জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠিত হয়। উদ্দেশ্য—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ এবং কংগ্রেসের সংস্কার করা।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১২ ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বাংলার দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন। তিনি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রচার কার্য্যে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি এক দিন মধ্য রাত্রে বীরেন্দ্রনাথকে বিড়লা ভবনে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে অনেক কংগ্রেস-কর্ম্মী ছিলেন। বাংলা হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হইবে—ইহাই ছিল সে-দিনের সমস্যা। মালব্যজী অতিশয় চিন্তাকুল ছিলেন, অন্যান্য সকলেও উৎকণ্ঠিতভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। শাসমল বিড়লা ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালব্যজী তাঁহার নিকটে বাংলাদেশের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া আসন্ন নির্ব্বাচনে কে কোন্ কেন্দ্র হইতে প্রার্থী হইবেন এই কথা উত্থাপন করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ নানা লোকের নাম করিলেন। উপস্থিত সকলে জিদ করিলেন—শাসমল মহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। বীরেন্দ্রনাথ সভ্যপদ-প্রার্থী হইলে যে জয়লাভ করিবেন সে বিষয়ে তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহা হইলেও তিনি তৎকালের কংগ্রেসী রাজনীতির বিরূপ ছিলেন। সেই জন্য তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"দাঁড়াইব কি? যেখানে সত্য কথা বলিলে censure (অর্থাৎ নিন্দা) ভোগ করিতে হয় সে-রকম রাজনীতিতে আমি থাকি না; দুই দুই বার যাহার উপর No Confidence (অনাস্থা) প্রকাশ করা হইয়াছে, সে কাহার ভরসায় দাঁড়াইবে?

দেশপ্রাণ শাসমল—

পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালব্য

কংগ্রেসের কাহাকেও আমি বিশ্বাস করি না।” ইহার পর তিনি কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ইতিহাস ঝড়ের মত বিবৃত করিয়া বলিলেন—“আমি আমার শক্তি জানি, দাঁড়াইলে হারিব না জানি, তথাপি দাঁড়াইতে চাহি না। আমি স্পষ্টবাদী, কথা লুকাইয়া চলিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থা বিপরীত। স্বচক্ষে দেখিতেছি, যাহারা বাস্তবিক অন্তরের সহিত গান্ধী-নীতি মানে এবং তাঁহাকে কার্য্যের দ্বারা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে কোণঠাসা করিতেছেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে আন্তরিক অবজ্ঞা করে, কেবল সুবিধা করিয়া লইবার জন্য ভক্ত সাজে, তাহাদিগকে তিনি মাথায় তুলিতেছেন। মহাত্মাজীর গত বার খড়্গপুর দিয়া যাইবার সময় দেখা করিয়া আমি তাঁহাকে এ কথা বলিয়া দিয়াছি। কংগ্রেসী রাজনীতিতে আমার থাকিবার ইচ্ছা নাই।” শাসমলের অস্বীকৃতিতে কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মালব্যজী একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—“একথা কাহাকে বলিতেছেন? ২৩।২৪ বৎসর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছি, সুখে দুঃখে যথাসাধ্য সমান তালে চলিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আজ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভায় বিবেকের স্বাধীনতা দাবী করিয়া “বিদ্রোহী” বদনাম কিনিয়াছি। কাহারও জীবনের সহিত যদি কংগ্রেসের ইতিহাস আগাগোড়া জড়িত হইয়া থাকে তবে এই দরিদ্রের জীবনে

হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ সে সকল কথা আদৌ স্বীকার করিতেছেন না। একবার মনে করিয়াছিলাম অনেক দিন ত রাজনীতি চর্চ্চা করিলাম। এই বার না হয় বাণপ্রস্থ অবলম্বন করি। এই বৃদ্ধ বয়সে এই দুর্ব্বল দেহ লইয়া ভারতবর্ষব্যাপী বিরোধে নামিব না। এই কথা ভাবিয়া তিন রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই।"

মালব্যজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আমি বাঁচিয়া থাকিব না। কিন্তু তোমরা দশ বৎসর অবিরাম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও তৎসহ ওয়ার্কিং কমিটীর অদ্ভুত প্রস্তাবে যে অনিষ্টের সূত্রপাত হইল ইহার প্রতিকার করিতে অন্ততঃ দশ বৎসর লাগিবে। এরূপ যে হইবে তাহা গতিক দেখিয়া আমি পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়াছিলাম। এমন কি, পাটনায় রাষ্ট্রীয় সমিতি বসিবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বাঁটোয়ারার অনুকূলে মত দিয়া রাখিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি আর কি করিবে? ইহা নিশ্চিত যে, মহাত্মাজী ছাড়া আর কেহ ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়া এই প্রস্তাব গিলাইতে পারিত না।"

শাসমল বলিলেন "সে কথা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি।"

মালব্যজী পুনরায় বলিলেন—"এক বার বাংলার কথা ভাবিয়া দেখ। ব্যবস্থা পরিষদে এক নিয়োগী (ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বর্ত্তমান দেওয়ান শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী) ছাড়া

বাংলার আর কেহ আমল পায় না। ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার অসুবিধার কথা বলিতে গেলাম। কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন —বাংলার ব্যাপারে আমরা যাইতে পারিব না। উহা পাঁকে ডুবিয়া গিয়াছে। আমি বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত বাংলার নেতৃত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু এমন দুরবস্থা আর দেখি নাই। বাংলা কি সহসা তাহার সমস্ত শক্তি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া লইল? তোমরা যে যাহার ঘরে বসিয়া রহিবে, আর বাংলাদেশ এমন করিয়া ডুবিবে তাহাই চাহিয়া দেখিবে?"

মালব্যজীর প্রদীপ্ত নেত্রের দিকে চাহিয়া বাংলার কথা শুনিতে শুনিতে শাসমল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন— "রাজী হইলাম, দাঁড়াইব।" (১)

বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য-পদ-প্রার্থী হইতে স্বীকৃত হইলেন। সভ্য-পদ-প্রার্থী হইয়া তিনি অনেকের নিকট বলিয়াছেন—"আমি নিশ্চিতই জিতিব, কিছুতেই হারিব না।" এই সময় তাঁহার আইন ব্যবসায়ে বেশ অর্থাগম হইতেছিল। কিন্তু তিনি আর্থিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনি জানিতেন যে, সভ্য-পদ-প্রার্থী হইলে এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করিলেও তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় পড়িতে হইবে। কিন্তু বীরেন্দ্র যে যুদ্ধের আহ্বান শুনিতে

(১) মালব্য ও বীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় এই প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত "বীরেন্দ্র-স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত হইল।

পাইয়াছেন। তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন কেন? তাঁহাকে যে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি যে যুদ্ধের মধ্যেই অধিক আনন্দ উল্লাস অনুভব করেন।

বীরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস জাতীয় দল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভ্য-পদ-প্রার্থী হন। আর মেদিনীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়নে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান! মন্মথবাবুর বিরুদ্ধাচরণ বীরেন্দ্রনাথকে বড়ই আঘাত দিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি মেদিনীপুরের উপর যে বিশ্বাস ও দাবী রাখিয়াছিলেন, তাহা একটু ক্ষুণ্ণ হইলে তিনি অভিমানে অধীর হইয়া উঠিতেন। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার উপরেই অভিমান সাজে। এই সময় কতকগুলি অতি স্বার্থপর ব্যক্তি, অতি-হীনভাবে বীরেন্দ্রনাথের নামে জঘন্য কুৎসা প্রচার করিতে থাকে। তাহাতে তিনি অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে এক স্থানে বলেন—"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্দ্দেশের মর্ম্ম এই যে—'তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিবে না।' ইহাতে বিবেকের নির্দ্দেশ তথা ভগবানের নির্দ্দেশ রোধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাংলা, কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। মহাত্মা গান্ধী নিজেই প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকে সর্ব্ববিধ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে এবং কখনও ঐ অন্যায় অবিচার মানিয়া না লইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অথচ এখন তাঁহারই ব্যক্তিত্বের শক্তিতে পুষ্ট কংগ্রেস বিবেকের নির্দ্দেশ রোধ করিতে উদ্যত। বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অযৌক্তিক। যাহা তীব্র নিন্দাবাদের যোগ্য তাহার সম্পর্কে 'না-বর্জ্জন' নীতি অবলম্বনের পক্ষে কোনই যুক্তি থাকিতে পারেনা। যদি কেহ বলে যে, জাতীয়তাবাদী দল বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে, মানুষের মধ্যে যে প্রেরণা আবহমান কাল বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে, এই বিদ্রোহের জন্যও সেই অনুপ্রেরণাই দায়ী। যে প্রেরণা আমোদের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়াছিল, পশু হইতে যে প্রেরণা মানুষকে পৃথক্ করিয়াছে এই বিদ্রোহের জন্যও সেই প্রেরণাই দায়ী।

দমন-নীতির জন্য আমরা সরকারকে দোষ দিই। কংগ্রেসই যদি এখন দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন জনমতকে চাপা দেন তাহা হইলে কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্যই বিদ্যমান থাকিবে।

পৃথিবীর অপর কোথায়ও পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা নাই। কেবলমাত্র ভারতের স্কন্ধেই এই পাপ ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থাই একমাত্র পন্থা।”

১৯শা নভেম্বর ভোট গ্রহণের ফল বাহির হয়। দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মন্মথবাবুকে প্রায় আড়াই হাজার ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তকে ততোধিক ভোটে পরাজিত করিয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, বাংলার পক্ষ হইতে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু হায়! বীরেন্দ্রের বীরবাণী আর শ্রুত হইল না। সে বিজয়ী কণ্ঠ আর বাক্য উচ্চারণ করিল না। এমন কি, বিজয়-সংবাদে তাঁহার মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইয়াছিল তাহা বাক্যেও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যে-তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন তাহা যে দীর্ঘ ছয় দিনের মধ্যে একবারও ঘুচিল না! তাহা যে অবশেষে চিরনিদ্রায় পরিণত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মহা-প্রস্থান

১৯শা নভেম্বর মোকদ্দমার কার্য্য শেষ করিয়া মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন কালে বীরেন্দ্রনাথ পথিমধ্যে ট্রেণে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। যখন তিনি হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন তখন তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। এ-দিকে বীরেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্ম্মী প্রভৃতি বহু লোক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বিজয়-সংবাদ লইয়া পুষ্পমাল্য হস্তে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা বিজয়ী বীরেন্দ্রকে গাড়ীর মধ্যে এরূপ রোগাক্রান্ত দেখিয়া হর্ষ-বিষাদের এক দারুণ সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেন্দ্রনাথকে বিজয়-সংবাদ অবগত করা হইল। বীরেন্দ্রনাথ বিজয়-সংবাদে আনন্দ অনুভব করিয়য়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "In 1920, we had worked together and later on, along with others, I had welcomed him as the Coming Man in Bengal. We expected the Uncrowned King of Midnapore to be the 'Uncrowned King of Bengal' too.

He could not go to his native district, but he gave me instructions which would help me in the campaign I was to lead. The name of Sasmal acted as the key that unlocked the gates of the hearts of the Midnapore peasants to me. The magic of his name lent such a glamour to me and my words that it became easy for me to control crowds and masses of illiterate peasants even when actions in the name of Law and Order made their blood boil."

"Brother-in-the-service-of-Motherland, the weary battle of election over, we were planning a royal welcome to you with flowers, songs and laughing lips.

* * * *

With flowers, songs and tearful eyes, with heavy hearts and sighing lips we have led thy procession and laid the mortal remains we called Sasmal on the funeral pyre, with head held high up to-wards the sky as befits him who serves none but the Master alone."

অর্থাৎ ১৯২০ সালে আমরা একসঙ্গে কার্য্য করিয়াছি। পরে আমি ও আরও অনেকে তাঁহাকে বাংলার উদীয়মান নেতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। 'মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা' যে বাংলা দেশেরও মুকুটহীন রাজা হইয়া উঠিবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। * * * তিনি তাঁহার নিজ জেলায় যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। শাসমলের নাম তালার চাবীর মত মেদিনীপুরের কৃষককুলের হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি, যখন আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিতধারা দ্বিগুণ চঞ্চল হইয়া উঠিত তখন শাসমলের নামের যাদুমন্ত্রে আমি যে শক্তি পাইয়াছিলাম তাহাতে সেই নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায় ও জনতাকে সহজে আয়ত্তে রাখিতে পারিয়াছিলাম। * * হে দেশমাতৃকার যজ্ঞে সহকর্ম্মী, নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব অন্তে আমরা পুষ্পমাল্য লইয়া গান গাহিতে গাহিতে হাসিভরা মুখে তোমাকে রাজোচিত ভাবে অভিনন্দিত করিব—আমরা এই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। * * পুষ্পমাল্য লইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তোমার শোকযাত্রা করিয়াছি এবং আকাশের দিকে তোমার শির উন্নত রাখিয়া তোমার নশ্বর দেহ চিতার উপর স্থাপিত করিয়াছি। শির উন্নত করিয়া রাখা তোমার পক্ষেই উপযুক্ত। কারণ তুমি পরম পুরুষ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট অবনত হও নাই।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বীরেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে আনয়ন করা

হইল। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বীরেন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত রাত্রি কেবল দেশের কথা, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করিয়াছেন। কি ভাবে তিনি এসেম্ব্লিতে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিবেন, কি করিয়া দেশের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইবেন—এই সমস্ত বিষয় ছাড়া আর কোন কথাই তাঁহার বক্তব্য ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার প্রাণ থাকিতে প্রধান মন্ত্রীর কৃত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে দিব না।' বীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে বিজয় লাভ করায় বাংলার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মুখে চূণ-কালি পড়িল বটে, কিন্তু বিধির নির্ম্মম বিধানে বিজয়ের দিনই কালের কাল মেঘ আসিয়া বাংলামায়ের আশা-ভরসাস্থল কালো ছেলেটিকে আরও খানিকটা কাল করিয়া দিল এবং চিরান্ধকারের দিকে যাইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড কাল পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ সেই রাত্রি হইতে চেতনা হারাইলেন। সে চেতনা আর ফিরিল না। ছয় দিন চেতনাশূন্য অবস্থায় কাটাইবার পর ২৪শা নভেম্বর শনিবার রাত্রি ৩টা ১৬ মিনিটের সময় মহাবীর মহাপ্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতে এই নির্ভীক, তেজস্বী, চিরোন্নত-শির যোদ্ধা লিখিয়াছিলেন—জীবিতাবস্থায় আমি

পরিবার-বেষ্টিত অন্তিম শয্যায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

যে শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনমিত করা না হয়। জীবিতাবস্থায় শাসমল অনেকের নিকট তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছিলেন—"আমি সবাইকে বলে যাচ্ছি ও উইলেও লিখে রেখেছি। আমাকে যেন মৃত্যুর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় সৎকার করা হয়।" মানুষের সঙ্কল্প কতখানি দৃঢ় হইলে, হৃদয় কতখানি মহৎ হইলে, অন্তরে কিরূপ জ্বলন্ত তেজস্বিতা থাকিলে এবং মনে মনে আপনার সম্বন্ধে কতখানি উচ্চ ধারণা থাকিলে যে মানুষ মৃত্যুর পরেও আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বাসনা চরিতার্থ করিতে চায়, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বীয় অসাধারণ কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে সমাধি স্থানে স্তম্ভ বা এমনি কিছু একটা স্থাপন করিবে ইহা তিনি আশা করিতেন এবং সেই সমাধি-স্তম্ভে কি খোদিত থাকিবে তাহাও তিনি স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের জীবনকালে তাঁহার তেমন সমাদর হয় নাই। মৃত্যুর পরেই তাঁহার সমধিক আদর হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথেরও জীবনকালে তাঁহার তেমন সমাদর হয় নাই। জানি না, তিনি পরে কেমন সমাদর পাইবেন। যাহা হউক্, মহাপুরুষের বাসনানুযায়ী কেওড়াতলা মহা-শ্মশানে তাঁহার চিরোন্নত শির ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়াই নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়।

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ অভিযানে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রতিকূলতা কাটাইয়া উঠিতে বীরেন্দ্রনাথকে যে কঠোর, পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাই তাঁহার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ হেতু। পরিশ্রম যে কঠোর হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। অতিরিক্ত শ্রমে যে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতেন। নির্ব্বাচন দিবসের দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। কি হয় বলিতে পারি না।' নিজের জীবনের পক্ষে এই বিপদ জানিয়াও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা সমাধা করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় আত্মবলিদানের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে বীরেন্দ্রনাথের পুনরাগমন বাংলায় জনমতের পুনর্জাগরণের প্রথম সূচনা এবং তাঁহার বিজয় বাংলায় জনজাগরণের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ। বীরেন্দ্রনাথ আজ বাঁচিয়া থাকিলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার জনমতকে এরূপ প্রবল বেগে পরিচালনা করিতেন যাহার সম্মুখে অবনত না হইয়া কাহারও উপায়ান্তর থাকিত না। বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে দিক্‌পালপতন—জাতীয়তার পক্ষে বিধিবজ্রের তুল্য।" (১)

(১) শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত 'শাসমলের স্মৃতিরক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে।

বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতাবাসী এক শোক-সভার অনুষ্ঠান করেন। সেই সভায় এই মহাপুরুষের অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানজনক 'দেশপ্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয়। মৃতের ভস্মের উপর উপাধি পাত—এ প্রথা চীন দেশে আছে। সেখানে জীবিত কালে কাহাকেও সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয় না, মৃত্যুর পর দেওয়া হয়। মেদিনীপুরবাসী বহু পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহাকে যথার্থ দেশপ্রাণ বিবেচনা করিয়া 'দেশপ্রাণ' আখ্যা দিয়া তাঁহার প্রতি আপনাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শাসমল যে-দিন দারিদ্র্য-পীড়িত অসংখ্য দেশবাসীর দুঃখকষ্টকে আপনার অন্তরে অনুভব করিয়া তাহা মোচনের জন্য আপনার সুখ-শান্তি ভুলিয়া গ্রামে গ্রামে পদব্রজে কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যে-দিন শাসমল প্লাবনপীড়িত রমণীর বুকের বসনাভাব দেখিয়া 'আর দুর্দ্দশা দেখিতে পারি না' বলিয়া নয়নের জলে বুক ভাসাইয়াছিলেন, যে-দিন শাসমল দেশের স্বার্থ বিপন্ন দেখিয়া সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন সেই দিন শাসমল মহান্, সেই দিন শাসমল দেশপ্রাণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব

বীরেন্দ্রনাথ জাতির যথার্থ সেবক ছিলেন। একনিষ্ঠ সেবার মধ্য দিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া তিনি আপনাকে যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাই নেতার আসন। নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য অথবা নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কখনও লালায়িত ছিলেন না। দল পাকান বা দল পুষ্ট করার মত মতলব তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি সর্ব্বদা আপনার উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। তিনি আপনার কর্ম্মের নিন্দা প্রশংসার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বীরেন্দ্রনাথের যে রকম অসাধারণ কর্ম্মশক্তি, অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, গভীর চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, দুর্জ্জয় সাহস ও সত্যের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ছিল তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে, শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতেরও নেতৃত্ব করিবার অধিকারী ছিলেন। তিনি যে সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন সেইগুলিই তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এবং সর্ব্বোপরি আইন অমান্য আন্দোলনে যে মেদিনীপুর জেলা বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল বীরেন্দ্রনাথ

সেই মেদিনীপুরের অকৃত্রিম সেবক ও নেতা ছিলেন। কাজেই তিনি যে বাংলাদেশের নেতা ছিলেন একথা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি বেশী দিন সমগ্রভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বীরেন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। সাধারণতঃ লোকে জনপ্রিয় বলিতে যাহা বুঝে সে রকম জনপ্রিয় নেতা হওয়ার পক্ষে বীরেন্দ্রনাথের প্রধানতঃ কয়েকটি অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, তিনি আপোষের নিকট নীতি ও আদর্শ বলি দিতে একান্ত অপারগ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বয়ং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোন প্রকারেই বিচলিত হইতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ, তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্ম্মী প্রভৃতি সকলকেই সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে কোন মতে কুণ্ঠিত হইতেন না। চতুর্থতঃ, একই কারণে দুই বিভিন্ন ও বিসদৃশ ব্যাপারের অনুষ্ঠান সমর্থন করিতে পারিতেন না, বরং নিন্দা করিতেন। পঞ্চমতঃ, তিনি হিংসাবাদের সমর্থন করিতে পারেন নাই, নিন্দাই করিয়াছিলেন। ষষ্ঠতঃ, তিনি কপটতা বা চালবাজি জানিতেন না, কাজেই এই সব উপায়ে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অন্তরায়ের কথা সুধী পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে অল্প দিনের জন্য বাংলার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তখনও তিনি অপরের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব করেন নাই। তাঁহার শেষ নেতৃত্ব হইতে

বুঝিতে পারা যায়, বাংলাদেশে তাঁহার গুণের সমাদর সবে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তিনি যে জনসাধারণের জন্য চিরজীবন ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন সেই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে নেতৃত্ব করিবার অণুমাত্র লোভ ছিল না। সেই জন্য স্পষ্ট অথচ নির্ভীকভাবে সকলের সম্মুখে অপ্রিয় সত্য কথা বলিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল এবং আবশ্যক বোধে বলিতেন। নেতৃত্বের দ্বারা সম্মান লাভের লোভ সম্বরণ করিয়া, ক্ষমতা পরিচালনার আকাঙ্খা দূরে রাখিয়া অপ্রিয় সত্য বলিবার ক্ষমতা আর কোন দেশনেতার ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না। যখন বীরেন্দ্রনাথ কাহারও দোষের কথা বলিতেন তখন তাহা দোষীর সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

বীরেন্দ্র-চরিত

বীরেন্দ্রনাথের যে অসীম কর্ম্মস্পৃহা ছিল তাহা পরিতৃপ্ত না হইতেই পরপারের তরণী আসিয়া তাঁহার ঘাটে লাগিল। কত কাজ করিবার তাঁহার সাধ ছিল, কত আশা তিনি হৃদয়-কন্দরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তার ইয়ত্তা নাই। কত অপূর্ণ সাধ, কত অতৃপ্ত আশা লইয়া তিনি ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই শত্রুমণ্ডলী সর্ব্বদা তাঁহার উর্দ্ধ শির লক্ষ্য করিয়া নিধনের জন্য সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা করিত। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন শাসমল।

তিনি কোন অন্তরায়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, সর্ব্বদা আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন।

শাসমল শিশুর মত সরল ও অনাড়ম্বর ছিলেন। তাঁহার বাক্য, আচরণ ও পোষাকে কোন প্রকার বিলাসিতার আভাষ ছিল না। তিনি একেবারে সরল, সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। ব্যারিষ্টারী করিলেও তিনি খদ্দরের কোটপ্যাণ্ট্ ব্যবহার করিতেন। আহারাদি বিষয়ে তাঁহার আদৌ বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, যখন যেমন খাবার জুটিত তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

বীরেন্দ্রনাথ খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনও তিনি মাতৃদেবীর কথা বিস্মৃত হন নাই। যখন তিনি কারাগৃহে আবদ্ধ তখনও মাতৃদেবীর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত ছিল। বীরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে বিরাজিত জ্ঞানময় দেবাদিদেব মহাদেব অবগত আছেন, বিস্মৃত হতে পারি নি কেবল চরণ দুখানি আমার গর্ভধারিনী পরম-দুঃখিনী স্নেহময়ী জননীর। আজ আমার যাত্রা পর্ব্বের শেষ দিনের শেষ সময়ে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, সকল দিক্ সৌরভে আকুল করে আমার মাতৃচরণ কমল আমার হৃদয়-কাননে সত্যই ফুটে উঠেছিল। ক্ষণিকের তরে মানব-সুলভ দুর্ব্বলতায় কথঞ্চিৎ বিচলিত হলেও, শেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে উপলব্ধি কর্‌তে সক্ষম হয়েছিলাম আমার গর্ভধারিনী কাঙ্গালিনী মাতাঠাকুরাণীর

চরণশ্রীর সঙ্গে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির চরণশ্রীর কোনও পার্থক্য ছিল না।” (স্রোতের তৃণ, পৃ ৬৬) বীরেন্দ্রনাথ আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, “আমার একান্ত আপনার স্রোতের তৃণটি আমাদের জেলের পাশে আদি গঙ্গা ও ক্রমে ভাগীরথী অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের রসুলপুরের নদী দিয়ে ফুলবাড়ী গ্রামে আমার পুত্রবিরহবিধুরা পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে এবং ভক্তিচন্দনে তাঁর চরণযুগল চর্চ্চিত করে আবার অনন্তের যাত্রী অনন্ত স্রোতে ভাস্তে ভাস্তে রসুলপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ছুট্তে আরম্ভ করেছে ভারত মহাসাগরের পানে।” (স্রোতের তৃণ পৃ১২৫)

বীরেন্দ্রনাথ বলিতেন জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা না জাগিলে জাতির উন্নতি অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ সহরে হয়ত শতকরা ২০ জন লোক বাস করে এবং তাহারা অনেকেই শিক্ষিত। বাকী ৮০ জন পল্লীতে বাস করে, তাহারা সকলেই প্রায় নিরক্ষর। কাজেই রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে হইলে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের কাজ, গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ, গ্রামবাসীদের সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা করা—এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে জনসাধারণের প্রতি বীরেন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। একথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, বীরেন্দ্রনাথ ধনীর

সন্তান, বড় ব্যারিষ্টার; তবু তিনি সাধারণের জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন। এমন দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় না।

যখন বীরেন্দ্রনাথ সত্যকথা শ্রুতিসুখকর না হইলেও বলিয়া ফেলিতেন তখন অনেকেই তাঁহাকে বড় কঠোর, বড় নির্দ্দয় মনে করিত। কিন্তু এই কঠোরতার অন্তরালে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও বড়ই দয়া-প্রবণ ছিল। কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইতেন না। তিনি বহু গরীব ছাত্র ও দরিদ্র ব্যক্তিকে নানা প্রকারে গোপনে সাহায্য করিতেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু লোকের মোকর্দ্দমা চালাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক বপুর পশ্চাতে স্নেহ-দয়ার যে পূত-মন্দাকিনী ধারা ফল্গুর মত বহিয়া যাইত সকলে তাহার নাগাল পাইত না।

যাত্রা, থিয়েটার—এ সব নিছক কৃত্রিম, বাস্তবের ছায়া-পাত-শূন্য। কিন্তু এমন কৃত্রিমতার ক্ষেত্রেও কোন শোক-দুঃখ-পূর্ণ দৃশ্য দেখিলে, কোন দুঃখের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে বীরেন্দ্রনাথ বালকের মত অশ্রুপাত করিতেন। বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কপটতা, শঠতা বা ভণ্ডামির কিছুমাত্র লেশ ছিল না। যখন তিনি হাসিতেন তখন তাঁহার হাস্যধ্বনিতে সমস্ত কক্ষতল পূর্ণ হইয়া উঠিত। হৃদয় সরল না হইলে, কপটতাশূন্য না হইলে, এমন প্রাণ-খোলা হাসি কেহ হাসিতে পারে না। বীরেন্দ্রনাথ একবার হাসিলে

তাঁহার অন্তরের শুভ্র-সারল্য প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং তাঁহার যে কি উদার প্রাণ ও উচ্চ মন ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইত। দেশের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে—, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—এ কথা শুনিলে তাঁহার রক্ত যেন নাচিয়া উঠিত, আপনাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিতেন না। সমস্ত স্বার্থ সর্ব্ব-প্রকার সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়া তিনি রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তিনি যুদ্ধের মধ্যেই যেন বেশী সুখ অনুভব করিতেন, যুদ্ধের মধ্য দিয়াই তাঁহায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গিয়াছে।

১৮৯১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোক গমন করেন। তখন বীরেন্দ্রনাথ বালক মাত্র। সেই সময় হইতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভাব যেন কতকাংশে পূর্ণ করিবার জন্য গড়িয়া উঠিতেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এনট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। বীরেন্দ্র-চরিত্রে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোন কোন গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ই যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। এমন কি, আপোষ করিয়া একটা মীমাংসা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহাদের প্রকতিবিরুদ্ধ ছিল। উভয়েই অমিততেজস্বী ছিলেন। আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দুই পুরুষ-সিংহই সমস্ত পার্থিব লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন; এমন কি, যখন তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল তখনও তিনি আপন প্রচেষ্টা হইতে বিমুখ হন নাই। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও মেদিনীপুর জেলা বিভাগ রোধ করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে গঠন-শক্তি, যে নির্ভীকতা, যে তেজস্বিতা, যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা একমাত্র বিদ্যাসাগর চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল। বীরেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গলামঙ্গল বিপদাপদের দায়িত্ব-ভার আপনি একাকী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সেনাপতি ব্যতীত আর চোখে পড়ে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় জনসাধারণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথও উদার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া জনসাধারণের জন্য অশেষ কষ্ট, বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন এবং তাহাদের দুঃখ অবগত হইবার জন্য, তাহাদিগকে বিপদের সময় সতর্ক করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তা, ঝড়বৃষ্টি কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মেদিনীপুরবাসী তাঁহাকে শুধু নেতা বলিয়া জানিত না, তাঁহাকে আপনাদের রক্ষক ও একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিত। মেদিনীপুর জেলায় সাধারণের স্বার্থহানিকর কোন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে, বা কোন অত্যাচার দেখা দিলে, যাহারা

কখনও শাসমলকে দেখে নাই—এমন লোককেও বলিতে শুনা গিয়াছে, "ভয় কি, আমাদের শাসমল আছেন, তিনি ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন।" বীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত এই পরাধীন জাতির আর কেহ এমন করিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যে অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ রাত্রি তিনটার সময় সঙ্গীসহ বর্ষার খরস্রোতা পিছাবনী খালের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং নৌকা না থাকায় সাঁতার দিয়া খাল পার হইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃসন্দর্শনে যাইবার জন্য সন্তরণ দিয়া দামোদর নদী পার হওয়ার কথা মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসন এবং স্বগ্রাম বীরসিংহে ভগবতী ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা বিস্তার কল্পে কাঁথি সহরে স্বীয় বাস ভবনে জাতীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গভর্ণমেণ্ট বীরেন্দ্রনাথের বড় সাধের ঐ জাতীয় বিদ্যালয়টী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাহাতে বিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশর বাংলা ভাষার বর্ণমালা লিখিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ এক অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণমালা লিখেন। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের ভারে এবং আপনার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাহার মুদ্রণ

কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়াগুণের সুযোগ পাইয়া অনেকেই তাঁহাকে প্রতারিত করিলেও তিনি কোন দিন তাহাদিগের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন নাই, তেমনি বীরেন্দ্রনাথের সারল্য ও উদার প্রেমের প্রশ্রয়ে অনেক ব্যক্তিই তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহারই সহায়তা লাভ করিয়া স্বার্থলাভের জন্য তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছে, বীরেন্দ্রনাথ তাহা জানিয়াও কোন দিন তাহাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন নাই।

বীরেন্দ্রনাথ যে এত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার আর এক কারণ ছিল। তাঁহার গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল এবং প্রত্যেক কাজের ভালমন্দের জন্য তিনি আপনাকেই দায়ী জ্ঞান করিতেন। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কেহ কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সর্ব্ব-প্রকার বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিতেন। বীরেন্দ্রনাথের আর এক গুণ ছিল—অঙ্গীকার পালন। তিনি কাহাকেও একবার কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে সর্ব্ব-প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

বন্ধুত্ব ও নীতির মর্য্যাদা দুইই বিভিন্ন বস্তু। আজকাল বন্ধুত্বের দাবী হীনভাবে নীতিকে পদদলিত করিতেছে এবং নীতির কঠোর শাসন বন্ধুত্বকে নিষ্ঠুর ভাবে বিমার্দ্দিত করিতেছে এমন দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে এমন বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে নাই। তিনি কখনও বন্ধুত্বের নিকট নীতিকে বলি

দেন নাই। দেশপ্রাণ বলিতেন যেখানে অনুচরগণ নেতার নির্দ্দেশে চালিত হয় না, এবং মতভেদ হইলে পৃথক্ থাকিতে চায় না এবং যেখানে অনুচরগণের খেয়াল অনুযায়ী নেতা গঠিত ও চালিত হয় সেখানে কোন কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে না, কোন উন্নতি সম্ভব হয় না।

বীরেন্দ্রনাথ মনীষী ও প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। যে দিন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা কেবলমাত্র সহরের মধ্যে দেশের মাত্র জন কয়েক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আপনাদের আন্দোলন বা কর্ম্মের সীমা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সে-দিন বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগাইতে না পারিলে আন্দোলন টিকিতে পারে না, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। সেই জন্য লোক-শিক্ষার দ্বারা যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন জাগিয়া উঠে তিনি সেই দিকে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন-জাগরণের চেষ্টা সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। জাতীয়তা বিস্তারের এই সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করা, নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাবোধ জাগাইয়া তাহাকে একেবারে মুকুলিত করিয়া তোলা, সুপ্ত জড়-প্রায় স্বাধীনতা-বৃত্তিকে মন্থনপূর্ব্বক সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গঠন করা, বীরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় মনীষা ও প্রতিভার পরিচয়। এইখানেই তাঁহার দূরদর্শিতা ও সৃজনী শক্তি। বাংলার আর কোন নেতা এই গৌরব দাবী করিতে পারেন না। বীরেন্দ্রনাথের প্রতিভা শুধু ভাবের প্রতিভা নয়,

ভাব ও কর্ম্ম উভয়ের প্রতিভা। শাসমলের কর্ম্মের প্রভাব মেদিনীপুর জেলার জনসাধারণের অন্তরে এমন গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহার জীবন সময়ে শাসমল বলিতে মেদিনীপুর, এবং মেদিনীপুর বলিতে শাসমল বুঝাইত। এখনও মেদিনীপুর বলিতে তাঁহারই কর্ম্ম-প্রভাব ও অনুপ্রেরণাই উপলব্ধ হয়। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যষ্টিকে তিনি আপনার বেগবতী প্রেরণা ও প্রাণের মোহময় স্পর্শে তৈয়ারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বীরেন্দ্রনাথকে বাংলার তথাকথিত কংগ্রেস-কর্ম্মীরা কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর কংগ্রেস-দ্রোহী বলিয়াছিল।

শাসমল ভারত রাষ্ট্রীয় মহা-সভার মধ্যে একটা কিছু বড় স্থান অধিকার করিতেন না। এমন কি, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিরও সভাপতি ছিলেন না। কিন্তু তিনি যতখানি নিষ্ঠার সহিত স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষা করিয়া এবং যতখানি গভীর ভাবে সেই আদর্শকে দেশের অন্তরে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, এক কথায় তিনি যতখানি স্থায়ীভাবে কংগ্রেসের কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার অপর কোন নেতা বা কর্ম্মীর দাবী করিবার পৌরুষ নাই। যখন অন্যান্য কর্ম্মী নেতৃত্ব করিবার জন্য দল পাকাইয়াছেন, যখন তাঁহারা নানা প্রকারে ভারতের নেতা হওয়ার দাবী করিয়াছেন, বা ভারতের নেতা হওয়ার শক্তি আছে বলিয়া মনে মনে গর্ব্বানুভব করিয়া আত্ম-প্রসাদে

পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন তখন বাংলাদেশেই তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় রাখা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর বাংলাদেশের স্বয়ংসিদ্ধ নেতা সাজিয়া পরম লোভনীয় নেতৃত্বটুকু কায়েমী করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে বহু প্রকার অবাঞ্ছনীয় পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বীরেন্দ্র-নাথ সে জাতীয় নেতা ছিলেন না। তিনি জাতির যথার্থ সেবক—দরদী বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য তিনি যথার্থ স্বাধীনতাকামীদিগের উপর নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি হীনভাবে দল পাকাইবার চেষ্টার কথাও মনে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার নেতৃত্বের পশ্চাতে অর্থপুষ্ট অবাঞ্ছনীয় দল ছিল না। তাঁহার পশ্চাতে কতকগুলি একনিষ্ঠ, ত্যাগী, স্বদেশ-হিতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ জীবন্ত কর্ম্মী ছিল। বীরেন্দ্রনাথ একক, বীরেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। বাংলার অন্যান্য নেতা জোড়াতালি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য বহু অন্যায় সমর্থন করিয়াছেন, বহু দুষ্কার্য্যকে দুষ্কার্য্য জানিয়াও কংগ্রেসের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। আর বীরেন্দ্রনাথ মতবিরোধ হইলে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া বিচক্ষণ শিক্ষকের ন্যায় সুসময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বাংলার তথাকথিত নেতাগণ অপরের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নেতৃত্বের বহর দেখাইয়াছেন, আর বীরেন্দ্রনাথ বীরের মত আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইয়া সদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন মোটর গাড়ী; বাংলার যত দূর অগ্রসর হইতে পারে তত দূর পর্য্যন্ত বাংলার তথাকথিত নেতাদের নেতৃত্বের সীমা, তার বেশী

দূর নয়। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের সেবার মঙ্গলময় হস্ত ও নেতৃত্বের সুচিন্তাপূর্ণ মস্তিস্ক ও শক্তি বাংলাদেশের আলোকোজ্জ্বল নগরের শিক্ষিত-জন-সমাকীর্ণ বক্তৃতামঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণ পর্য্যন্ত। এইখানে বাংলার তথাকথিত নেতা ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ।

দেশপ্রাণের মৃত্যুর পর দেশে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, কে তাহাদের ইয়ত্তা করে। তন্মধ্যে দু' একটী বিষয়ের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশপ্রাণ ১৯৩৪ সালে ২৪শা নভেম্বর পরলোক গমন করেন। যখন তাঁহার চিতার আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই বলিলেই হয়, যখন শোকাকুল দেশবাসী শোক-সভার অনুষ্ঠান করিয়া মৃত বীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছিলেন তখন (৪ঠা ডিসেম্বর) মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাঁথি সহরে দরবার ডাকিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের উপদেশ দিলেন। দেশপ্রাণ জীবিত থাকিতে এক দিনও মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড পুনঃ স্থাপনের কথা শোনা যায় নাই। আর তাঁহার পরলোক গমনের মাত্র কয়েক দিন পরে সেই মেদিনীপুরের সেই কাঁথি সহরে সরকার পক্ষ হইতে পুনঃ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের কথা উঠিল। সম্প্রতি মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

(২) ১৯৩১ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর বিভাগের প্রতিবাদ করার ফলে উড়িষ্যাবাসী নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনকালে মেদিনীপুর বিভাগের কথা আর উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর 'New Orissa' পত্রিকা ২৭শা নভেম্বর তারিখের সংখ্যায় লিখিলেন—It is interesting to recall the attitude of B. N. Sasmal, who though an Oriya by race, vehemently opposed the inclusion of the Oriya tract of Midnapore in Orissa. His death removes one of the most formidable opponents of the Oriya cause in Midnapore.

অর্থাৎ বি, এন, শাসমলের মনোভাব পুনরালোচনা আবশ্যক। তিনি যদিও জাতিতে উড়িয়া, তথাপি তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত উড়িয়া-প্রধান ভূখণ্ডের উড়িষ্যায় অন্তর্ভুক্তিকরণে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মেদিনীপুরে জনৈক প্রবল উড়িয়া-স্বার্থ বিরোধীর বিনাশ হইল।

এই হীন মন্তব্য যদি উড়িষ্যার শিক্ষিত সমাজের অভিমত হয়, তবে তাঁহারা যে কি শিক্ষা পাইয়াছেন এবং তাঁহারা এখনও কৃষ্টির কোন্ নিম্নতম সোপানে পড়িয়া রহিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

'New Orissa' পত্রিকা ২৮শা নভেম্বরের সংখ্যায় লিখিলেন—Sasmal is dead, and while we deplore his death, let us hope that with him has died the attitude of scorning one's own nation.

অর্থাৎ শাসমল মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বজাতি-দ্রোহিতার বিনাশ হইয়াছে বলিয়া আমরা আশান্বিত।

শাসমলের মৃত্যুতে উড়িষ্যার শিক্ষিত-সমাজ সুখী।

'New Orissa' পত্রিকা ২রা ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখিলেন,—We recognise that there is necessity for a consistent and continuous agitation for getting Singbhum, Phuljhor and Midnapore into Orissa. অর্থাৎ সিংভূম, ফুলঝোর ও মেদিনীপুর জেলাকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করিবার জন্য অবিরাম আন্দোলন চালনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি।

এ কথার সোজা অর্থ এই যে, শত্রুর নিপাতে তাহার পুরী দখল করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও।

উড়িষ্যার শিক্ষিত-সমাজ যদি এই মনোভাবাপন্ন হয় তবে ইহার নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৩) দেশপ্রাণ শাসমলের জীবনকালে, এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও যে সমস্ত পত্রিকা, যে সব ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে, সম্প্রদায়-গতভাবে, অভিমত পার্থক্যের অজুহাতে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া অলীক কুৎসা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, শাসমলের প্রতি কেহ অযথা দোষারোপ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে বেশ আনন্দ বোধ করিয়াছেন, তাঁহারাই

আবার তাঁহার মৃত্যুর পর দিন, man wars not with the dead হয়ত এই কথাটাই স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিলেন, শোকসভায় আন্তরিক না হইলেও বাহ্যিক শোক প্রকাশ করিলেন। মৃত্যুর পর অনেকের সমাদর হইয়াছে—একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে সমাদরের একটা রকম আছে।

(৪) বীরেন্দ্রনাথের অকালে তিরোধানের পর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভের একাংশে লিখিলেন—In him Bengal has lost a towering personality who alone was able, if any single Bengali is able, to restore the position of the province in the councils of India. অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলা এক মহান্ ব্যক্তিকে হারাইয়াছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় তবে কেবলমাত্র তিনিই ভারতীয় কাউন্সিলে বাংলার মর্য্যাদা পুনঃরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকার' এই মন্তব্য যে অসত্য তাহা নয়, বরং সর্ব্বাংশে সত্য। কিন্তু একথা তাঁহার মৃত্যুর পর না লিখিয়া তিনি জীবিত থাকিতে তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে সাহায্য করিলে ভালই হইত। যেখানে বাংলার অগ্রণীদের মন মুখের এই পার্থক্য সেখানে বাংলা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব হারাইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' অন্য এক স্থানে লিখিলেন—

Mr. Sasmal incurred a great deal of unpopularity for his staunch advocacy for what is known as the Bengal Hindu-Moslem Pact. অর্থাৎ শাসমল বাংলার হিন্দু-মুসলমান চুক্তি দৃঢভাবে সমর্থন করার জন্য জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। ইহা ঠিক কথা নহে। কারণ শাসমল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা কম। আর হিন্দু-সমাজের যাঁহারা প্রকৃত নিরপেক্ষ-বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট বীরেন্দ্রনাথ প্রিয় ছিলেন। তবে এই হিন্দু সমাজের মধ্যে আবার নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সাম্প্রদায়িক-ভেদ-বুদ্ধি-চালিত এবং যে সমস্ত ব্যক্তি কেবল মাত্র স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া সাধারণের কাজ করিতে আসে তাহাদের নিকট বীরেন্দ্রনাথ প্রিয় ছিলেন না, অধিকন্তু ভয়ের কারণ ছিলেন এবং তাহারাই রাজনীতি-ক্ষেত্রে অন্যায় বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহাকে অতি হেয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। আর জনপ্রিয় হওয়ার মূল-সূত্র কি? জনসাধারণের খেয়াল-মাপিক কাজ করা। যেখানে লোকে আজ স্বার্থসিদ্ধি হইলে প্রশংসা করে, কাল একটু স্বার্থহানি হইলে অভিসম্পাত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে জনপ্রিয় হওয়া—একথার কোন অর্থ হয় না।

(৫) গত ১৯২৪ সালের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্বাচন সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য

কংগ্রেস জাতীয় দলের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালব্য ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃগণ কর্ত্তৃক "বিদ্রোহী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। বীরেন্দ্রনাথ মালব্যজীর সহকর্ম্মী ছিলেন। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির মাপ-কাঠিতে বিদ্রোহী বটে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিলেন, "শাসমল মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিলে কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ হইতেন।" এই জাতীয় অভিমতকে শুধু হীন বলিলেই যথেষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"এত দিনে এ বুদ্ধি তোমাদের কোথায় ছিল? কেন এত দিন 'বিদ্রোহী' 'বিদ্রোহী' বলিয়া কুৎসিত কলরব তুলিয়াছিলে? কেন এত দিন স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার নাই যে শাসমল যখন দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার বিজয়েই কংগ্রেসের বিজয় হইবে। শাসমলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে না। যাহাকে হউক্ এক জনকে দাঁড় করাইয়া শাসমলকে বিব্রত করিতেই হইবে—কেন এই অনুপযুক্ত চেষ্টা হইতে তোমাদের অতি ভক্ত অনুচরবৃন্দকে নিবৃত্ত কর নাই? অযথা ব্যর্থ প্রতিযোগিতা করিয়া কেন তোমরা তাঁহার অবসানকে আগাইয়া দিলে?"

(৬) ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে কংগ্রেস হইতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। তখন আন্দোলন-সম্পর্কীয় রাজবন্দিগণ মুক্ত হন। তখন দেখা গিয়াছে, বাংলার তথাকথিত নেতারা, এমন কি,

আজ যাঁহারা বাংলার কংগ্রেস-তরণীর কর্ণপরিবাহক তাঁহাদের অনেকে বাংলার নানা স্থানে ও বাংলার বাহিরে গিয়া শাসমলের হাতে গড়া মেদিনীপুরের নামে বাংলাদেশে তাঁহাদের কাজের বহর দেখাইয়া অভিনন্দন কুড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। তখন বা তাহার পরেও তাঁহারা মেদিনীপুরের নিষ্পেষিত জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা লাঘবের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; এমন কি, কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০।৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলায় গিয়া সাধারণের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেও ইচ্ছা করেন নাই। তখন যে পুরুষসিংহ শাসমল জীবিত এবং তিনি যে অসংখ্য প্রকারে মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য দিনরাত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজ শাসমলের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরের সরলমনাঃ কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার আশায় কেহ কেহ ধীরে ধীরে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা বাংলা-দেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মেদিনীপুরের তোষামোদ করিয়া কাজ হাসিল করিবার জন্য মেদিনীপুরকে গুজরাটের বারদৌলির সহিত তুলনা করেন। ইহাই তাঁহাদের মনের inferiority complex। তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান যে, শাসমলের হাতে গড়া, বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতির পুণ্যভূমি, বাংলার সর্ব্ব-প্রকার মুক্তি আন্দোলনে মস্তিষ্ক-দাতা মেদিনীপুর বারদৌলি অপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। যদি গুজরাটের লোকের দরকার হয় তবে তাহারা বলুক

বারদৌলি গুজরাটের মেদিনীপুর। বাংলার পরশ্রীকাতর, জাতিবিদ্বেষপরায়ণ ফাঁকিদারি-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বীরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্যবোধ, একনিষ্ঠতা, নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা, ফাঁকিদারী-মনোবৃত্তি-সহনে অসহিষ্ণুতা সহ্য করিতে পারে নাই। বাংলা কংগ্রেসে বীরেন্দ্রনাথের বিরোধী দল নিতান্ত অকারণে তাঁহার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল, আর কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্‌সে অযথা অতি-হীন রকমের কলহ সৃষ্টি করিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথের বীরত্ব এইখানে। এক দিকে তাঁহাকে যেমন সরকারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি তাঁহাকে স্বার্থলোলুপ জাতিবিদ্বেষী হীন ব্যক্তিদিগের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এইভাবে অনবরত সংগ্রাম করিতে করিতে বীরেন্দ্রের যোদ্ধৃ-জীবনের অকালে অবসান হইয়াছে। এই সংগ্রামগত-প্রাণ বীরেন্দ্রনাথই আমাদের দেশপ্রাণ শাসমল।

(৭) ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্‌সে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে হিংসাবাদীদিগের কার্য্যের ভাল-মন্দের যে বিচার করিয়াছিলেন তাহা সভায় পাঠ করেন নাই। তিনি অহিংস কংগ্রেসের মধ্যে হিংসাবাদের সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং হিংসাবাদীদিগকে অহিংস কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য তীব্রভাবে বলিয়াছিলেন। আমরা আজ ধরিয়া লইতে পারি, যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত হিংসাবাদীদিগের সম্পর্কে শাসমলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কুৎসিত কলহের অবতারণা করিয়াছিলেন তাঁহারা হিংসাবাদের

পোষক, এবং তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁহাদের স্থান থাকা উচিত ছিল। আজ তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকে হিংসাবাদে আর বিশ্বাস নাই বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট বলিয়াছেন। এইখানেই বিজয়ী শাসমল মরণের পরও বিজয়ী। কারণ, তাঁহার সাবধানবাণী একদিন যাঁহাদের উদ্দেশে বর্ষিত হইয়াছিল তাঁহারা আজ তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিসে তাঁহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানি না। আজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, যে দূরদর্শী শাসমল একদিন অকপটে তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া ব্যক্তিগত বিরোধিতার লেশমাত্র-শূন্য হইয়া ক্ষোভ-মিশ্রিত তীব্র ভাষায় স্বীয় আবেগময় অনুযোগ আপনাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহার কথা আজ স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে কি? যদি বর্ত্তমান সময়ে বাংলার কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে যথার্থই হিংসাবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের অবসান হইয়া থাকে তবে একথা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহারা শাসমলের নীতি ও কর্ম্ম-প্রণালীর অনুসরণ দ্বারা তাঁহার যথার্থ স্মৃতি-পূজায় রত হইবেন। আজ যদি বাংলার কংগ্রেসে কোন কারণে এমন অবস্থার উদ্ভব না হইয়া থাকে তবে একথা ঠিক যে, এমন একদিন আসিবে যে-দিন সকলকেই বাহিরে অন্তরে অতি-মর্ম্মান্তিক ভাবে হা-হুতাশ করিয়া বলিতে হইবে—আমরা শাসমলের সহিত বৃথা দ্বন্দ্ব করিয়া কি ভুল করিয়াছিলাম!

বীরেন্দ্রনাথ পরপারে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে

বিধাতার কি মঙ্গলময় নির্দ্দেশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে অল্পবুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইতে চাই। সেই জন্য আজ বার বার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে—

ওহে বাংলার দুরন্ত সন্তান
আবার তুমি আসিবে ফিরে।